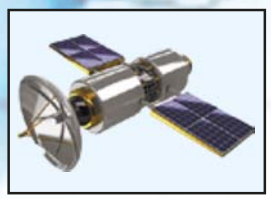

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	বাণী	০৭
২।	মুখবন্ধ	০৯
৩।	কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী	১২
৪।	কমিশন গঠন ও বর্তমান অবস্থা	১৩
৫।	প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত কমিশনের অর্জনসমূহ	১৫
৬।	এক নজরে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও অর্জন সমূহ	১৮
৭।	উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা	২০
৮।	২০১৪- ২০১৫ অর্থ বছরে বিটিআরসি'র কার্যক্রম	২১
৯।	প্রশাসন বিভাগ	২৩
১০।	সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ	৩১
১১।	স্পেকট্রাম বিভাগ	৪১
১২।	ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশনস্ বিভাগ	৬১
১৩।	লীগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগ	১০১
১৪।	অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা	১৩৫
১৫।	মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স উইং	১৪৩
১৬।	এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট	১৪৯
১৭।	বিটিআরসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প	১৫৫
১৮।	বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫	১৬৩
১৯।	আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচন ২০১৪	১৬৭
২০।	CTO Annual Forum	১৬৯
২১।	বাংলাদেশে মোবাইল ফোন শিল্প	১৭১
২২।	নেটওয়ার্ক কভারেজ	১৭৩
২৩।	রাজস্ব ও বিনিয়োগ (মোবাইল অপারেটর): ২০১৪-২০১৫	১৭৪
২৪।	মোবাইল ট্যারিফ	১৭৫
২৫।	থ্রিজি প্রযুক্তি	১৭৫
২৬।	পিএসটিএন অপারেটর	১৭৬
২৭।	নানাবিধ কার্যক্রম	১৭৭
২৮।	বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার, ফোরাম, সভার তালিকা	১৮২
২৯।	কমিশনে অনুষ্ঠিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ/প্রেজেন্টেশন এর তালিকা	১৮৩
৩০।	দেশী/বিদেশী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা/মত বিনিময় সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং দ্বিপাক্ষিক সভা	১৮৬
৩১।	উপসংহার	১৮৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দেশের দারিদ্র বিমোচন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি আধুনিক দর্শন ।

-শেখ হাসিনা

উদ্দেশ্য

অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য

সুলভ মূল্যে গ্রহণযোগ্য

নব নব প্রযুক্তির সমন্বয়ে

মানসম্মত

টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রদান ।

প্রতিমন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মসূচি ও অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্য নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি, এ প্রকাশনা টেলিযোগাযোগ খাতের সর্বশেষ চিত্রসহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ খাতের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিতে সমর্থ হবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধিতে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও সেবা দেশের আপামর জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। বাড়িয়ে দিয়েছে জীবনমান, জিডিপি ও কর্মসংস্থান। হ্রাস করেছে গ্রাম-নগর, নারী-পুরুষ, ধনী ও দরিদ্র বিভিন্ন স্তরের 'ডিজিটাল বিভাজন'। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ প্রধান অনুষঙ্গ, আর এর ভূমিকাও অগ্রগণ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে সেই ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (ITU) সদস্যপদ লাভ করে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র গতিশীল নেতৃত্বে আজ টেলিযোগাযোগ খাত এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। টেলিযোগাযোগ ঘনত্ব ও ইন্টারনেট ব্যবহার যথাক্রমে ৮১.৯ ও ৩০.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মত পরবর্তী ৪ বছরের জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) এর কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্প্রতি 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' এ ভূষিত করেছে। ইতোপূর্বে আইটিইউ ২০১৪ সালে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা প্রদানে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশকে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS)' পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০০৯ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের' স্বপ্ন নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করি। আজ তার অনেকাংশ পূরণ হয়েছে। এখন একশ ভাগ মানুষের হাতের নাগালে মোবাইল ফোন, প্রায় ৯৭ শতাংশ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়। দেশের মানুষ এখন ডিজিটাল সেবার সুফল পেতে শুরু করেছে। এখন নতুন স্বপ্ন হচ্ছে সবার কাছে উন্নত ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়া। সবার জন্য মানসম্মত, নিরাপদ ও সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা। সেই স্বপ্নযাত্রাও শুরু হয়েছে। এ জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কাজ চলছে। সুস্থ প্রতিযোগিতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষায় মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি ও টাওয়ার শেয়ারিংয়ের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ফোরজি চালু হতে যাচ্ছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি পৌঁছে দেয়ার কাজ চলছে। রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানে অনিবন্ধিত সিমকার্ড বিক্রি, অনুমোদনহীন মোবাইল হ্যান্ডসেট বিক্রয় ও

বাজারজাতকরণ এবং অবৈধ আন্তর্জাতিক ভিওআইপি'র মাধ্যমে কল আদান-প্রদান রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাসের ফলে সাধারণ ইন্টারনেট গ্রাহক যেন সরাসরি সুফল পায়, সে জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আজ যেমন বাস্তব, তেমনি উন্নত ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনও বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমি জেনে খুশি হয়েছি, প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত জুন পর্যন্ত বিটিআরসি ৩৮ হাজার ৭ শত ৭৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে ও এ খাতে যে কোন অনিয়ম রোধে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিটিআরসি বদ্ধ পরিকর।

আমি আশা করি, নতুন, উন্নত ও আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যবহার ও প্রসারে এবং সুলভে তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমিশন আরো সচেষ্ট হবে। কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির উর্ধ্বে থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক, অপারেটর, স্টেকহোল্ডার, চিন্তাবিদসহ দেশের নাগরিকদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ বিটিআরসি'র চলার পথকে আরো আলোকিত করবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

তারানা হালিম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
(বিটিআরসি)

মুখবন্ধ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমূল বদলে গেছে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা। আর এর প্রধান চালকের আসনে মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেট। এই দু'টি টেলিযোগাযোগ সেবার কল্যাণে মানুষের জীবনে এসেছে স্বস্তি, এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য। যোগাযোগ ও তথ্য পাওয়ার অধিকারকে করেছে সহজ। সর্বোপরি ফোন, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার, গতি ও প্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের আয়, জীবনমান, বাড়ছে কর্মসংস্থান আর দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি। সরকারের নেয়া 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তাবায়নেও প্রধান অনুষঙ্গ এই টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির এই অসামান্য অবদান ও গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিরলস কাজ করে চলেছে। গ্রহণ করছে যথোপযুক্ত নীতি ও কর্মকৌশল। সাধারণ মানুষের কাছে সুলভে, মানসম্মত ও দ্রুতগতির ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিটিআরসি'র নেয়া এরূপ সকল কর্মকান্ড, অর্জন ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি স্বস্তি অনুভব করছি। এতে টেলিযোগাযোগ খাতে গত এক বছরের প্রবণতা, গতি-প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে, প্রকাশ করা হয়েছে ভবিষ্যৎ কর্মধারার চিত্র। আমি এটি প্রকাশের সঙ্গে জড়িতদেরসহ কমিশনের সর্বস্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিটিআরসি'র চলার সঙ্গী দেশের অগণিত গ্রাহক, অংশীজন, অপারেটর, লাইসেন্সধারী, গণমাধ্যম কর্মী এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে জানাই অকৃত্রিম অভিনন্দন।

বিটিআরসি'র নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দেশের প্রায় ৯৯% জনগোষ্ঠী এবং ৯৭% ভৌগোলিক এলাকা মোবাইল ফোনের কভারেজের মধ্যে এসেছে। প্রতিষ্ঠা থেকে জুন ২০১৫ অবধি বিটিআরসি প্রায় ৩৮ হাজার ৭ শত ৭৪ কোটি টাকা কর বহির্ভূত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে। গত অর্থবছরে এই আয় ছিল প্রায় ৪১৭৪ কোটি টাকা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি তাৎপর্যবহ প্রত্যক্ষ অবদান। পরোক্ষ অবদান বরং অপরিসীম। বর্তমানে প্রায় ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ মোবাইল সিম সক্রিয় রয়েছে। যা জনসংখ্যার অনুপাতে প্রায় ৮২ শতাংশ। বিগত এক বছরে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১ কোটি, এই প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮.৬ শতাংশ। একই সময়ে ইন্টারনেট গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৮৩ লক্ষে। বিগত ১২ মাসে থ্রিজি গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে তিন গুণেরও বেশি। বছরের শুরুতে যা ছিল প্রায় ৪৮ লক্ষ, এখন তা ১ কোটি ৮০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্মার্টফোন আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫ শতাংশ। স্মার্টফোন ও উচ্চগতি সম্পন্ন থ্রিজি ইন্টারনেট সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানী, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সরকারি ও বেসরকারি পরিসেবায় উন্নত এম-সেবা ও ব্যবস্থাপনা ও ই-গভর্নেন্স জনগণের আরো নাগালের মধ্যে এসেছে।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিটিআরসি মূলতঃ গ্রাহকস্বার্থ সুরক্ষায় এখন বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য ও সুলভ টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এখন বিটিআরসি'র ব্রত। এজন্য সেবার গুণগত মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি দিয়ে ড্রাইভ টেস্ট ও গ্রাহক অভিজ্ঞতা যাচাইয়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে মাঠ জরিপ কাজ পরিচালিত হচ্ছে। যার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাহকদের আরো উন্নত সেবা প্রদান সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। গ্রাহকস্বার্থ সুরক্ষা ও বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার স্বার্থে "মোবাইল নাম্বার পোর্টেবিলিটি" (এমএনপি) চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি ও খরচ হ্রাসে "টাওয়ার শেয়ারিং" গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে, যা অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তির লক্ষ্যে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ সহজ ও সাবলীল করতে বিশেষ নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর, ওয়েব বক্স, ডাক যোগে গ্রহণ ও ই-মেইল খোলা হয়েছে। গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষাকল্পে "জাতীয় টেলিযোগাযোগ গ্রাহক স্বার্থরক্ষা নির্দেশাবলী" শীর্ষক গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এজন্য পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভয়েসকলের মূল্য বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ইন্টারনেট প্যাকেজের মূল্য গত এক বছরে গড়ে প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে। তবে এই হার আরো কিভাবে হ্রাস করা যায়, খরচের সকল উপাদান বিশ্লেষণ করে, সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।

মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রসারের পাশাপাশি নিরাপদ ও সুষ্ঠু সেবা প্রদানেও বিটিআরসি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মোবাইল সংযোগ (রিম/সিম) গ্রাহক নিবন্ধন সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। ভূয়া, জাল বা অবৈধ নিবন্ধিত সিম শনাক্ত করে সঠিকভাবে সিম নিবন্ধনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পরিচয় পত্র নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। সঠিকভাবে সিম নিবন্ধনের জন্য গণমাধ্যমে প্রচারণা রয়েছে চলমান। অবৈধ সিম ও অনুমোদনহীন নিম্নমানের মোবাইল সেট বিক্রয় ও বাজারকাতকরণ রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং এর কনটেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন মনিটরিং ও ফিল্টারিংয়ে 'ইন্টারনেট সেফটি সলিউশন' ব্যবস্থা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা বিধানে মনিটরিং জোরদারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অবৈধ ভিওআইপি কল নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব, পুলিশ ও বিটিআরসি'র সমন্বয়ে উচ্চতর মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অভিযান জোরদার করা হয়েছে। অপারেটরদের ব্যান্ডউইথ নিয়মিত মনিটরিং, সিমবক্স ডিটেকশন পদ্ধতি, সেলফ রেগুলেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন লজিকস্ প্রয়োগ করে অবৈধ আন্তর্জাতিক কল শনাক্ত করার পাশাপাশি তা বন্ধ করা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপারেটরদের স্থাপনা পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। এই সকল ব্যবস্থায় গত এক বছরে মোট ৫৫ লক্ষ ৫৮ হাজারেরও বেশি অবৈধ সিম জব্দ ও বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া এই খাতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা, শৃঙ্খলা ও সরকারের রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক আইজিডব্লিউ ফোরাম গঠনের ফলে সরকারের বকেয়া আদায় সহজ হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল হার ১.৫ সেন্ট করার সুফল দৃশ্যমান হয়েছে। গত ২০১৪ সনের জুন মাসে গড় দৈনিক কল পরিমাণ ছিল যেখানে ৫.৫ কোটি মিনিট, তা ২০১৫ সনের জুনে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১ কোটি মিনিট ছাড়িয়ে গেছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এই তহবিলে প্রায় ৬৮১ কোটি টাকা জমা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চিত জনপদ এবং দারিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনাতে এই তহবিল ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

আলোচিত অর্থ বছরে ৩৩টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ২৬টি এফএম রেডিও, ১৬টি কমিউনিটি রেডিও-এর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়েছে। ডাইরেক্ট টু হোম পদ্ধতিতে আধুনিক টেলিভিশন সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে স্যাটেলাইট তরঙ্গ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ অপারেটর ও লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকারের বকেয়া পাওনা আদায়ে পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনুসারে মামলাসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে দায়েরকৃত ২৮৭টি মামলার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৩৫টি নিষ্পত্তি হয়েছে। বিভিন্ন আদালতে বিদ্যমান সকল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে 'প্রিপারেটরী ফাংশনস এন্ড সুপারভিশন ইন লঞ্চিং এ কমিউনিকেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট' এবং 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ' শীর্ষক ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম' দরপত্রের আওতায় ১৮ জুন ২০১৫ তারিখে চীন, কানাডা, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক ৪টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করেছে, যার মূল্যায়নের কাজ চলছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দর নগরী বুশানে ২০১৪ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় মেয়াদে (২০১৫-২০১৮) কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ডকে পিছনে ফেলে নির্বাচিত ১৩ টি দেশের মধ্যে ৭ম স্থান লাভ করে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি'র নিরলস ও সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল এই বিশাল সাফল্য ও স্বীকৃতি। এছাড়া বিটিআরসি ২০১৪ সনের সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন-এর বার্ষিক ফোরাম ও কাউন্সিল সভা সফলভাবে ঢাকায় আয়োজন করে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নতুন কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভবিষতে আধুনিক এলটিই/ফোরজি প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ, তরঙ্গ মূল্য যুগোপযোগীকরণ, ১৮০০ ও ২১০০ মেগাহার্জ তরঙ্গের গাইডলাইন প্রণয়নসহ ঐ ব্যান্ডে অবশিষ্ট তরঙ্গ নিলামে বিক্রি, ডিজিটাল সম্প্রচার সুইচওভারের মাধ্যমে বিদ্যমান টিভি চ্যানেলগুলোকে ডিজিটালে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের জনগণের প্রত্যাশা অনুসারে বিশ্বের সর্বশেষ ও উন্নত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষ করে ফোরজি/এলটিই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বাস্তবায়নে আমরা শীঘ্রই সমর্থ হবো। দেশে উন্নত, আধুনিক ও জনবান্ধব টেলিযোগাযোগ সেবা সুনিশ্চিত করার জন্য একটি আধুনিক রেগুলেটরি কাঠামো ও প্রাগসর, দূরদর্শী জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১-এর যুগোপযোগী সংস্কার অত্যাবশ্যক।

আমি আশা করি, এই বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিবেশিত তথ্য নীতিনির্ধারক, অপারেটর, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি সাধারণ গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হবে। সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন। সকলের জন্য একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে সরকার, কমিশন, অপারেটর, অংশীজন যার যার অবস্থান থেকে স্বীয় ভূমিকা পালন করবেন এই প্রত্যাশা করি।

সুনীল কান্তি বোস
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্য

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করার লক্ষ্যে, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে ২০০২ সালে ৩১ জানুয়ারী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

(ক) বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃংখল উন্নয়ন এবং তাতে উৎসাহ দান;

(খ) বাংলাদেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-নির্ভর ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতা করার মত একটি নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সংগতি রেখে যথাযথ ক্ষেত্রে কমিশনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা এবং

(ঙ) নূতন নূতন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কমিশন গঠন ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) জারী করা হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় ৩১/০১/২০০২ খ্রিঃ তারিখ হতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতে সেবা প্রদানে গতি সঞ্চার হয়।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ১০ (১) উপধারা অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ সময়ে কমিশনে কর্মরত কমিশনারগণের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সুনীল কান্তি বোস	**- চেয়ারম্যান**
২। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান (অবঃ)	**- ভাইস-চেয়ারম্যান**
৩। জনাব এ. টি. এম. মনিরুল আলম	**- কমিশনার**
৪। জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ	**- কমিশনার**
৫। জনাব সালেহ আহমাদ হাকিম	**- কমিশনার**

টেলিযোগাযোগ আইনে কমিশনের বিভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবাপ্রদান সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ। এ ছাড়া রয়েছে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকের উপর আরোপিত চার্জ নির্ধারণ, সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং মান সংক্রান্ত বিষয়ে জনাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তাঁদের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, সেবা প্রদানকারীর পক্ষ থেকে বিদ্যমান অথবা পীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং গণবিরোধী কার্যকলাপ দূরীকরণে কমিশন দায়বদ্ধ।

কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ৬ (৯) উপধারায় কমিশন এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহরের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আইনে কমিশন কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ও অধিকারে রাখার, হস্তান্তরের ক্ষমতা, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার এবং টেলিযোগাযোগ আইনের ভিত্তিতে অন্যান্য কার্য সম্পাদন ও উদ্যোগ গ্রহন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ আইন (সংশোধনী) বিল, ২০১০ সালে পাস হয়েছে। পাসকৃত বিলে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করলে, বৈধপথে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কল আদান প্রদান না করলে, রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলে বা যন্ত্রপাতির মালিকানা হস্তান্তর করলে সর্বোচ্চ ৩শ' কোটি টাকার জরিমানা অথবা ১০ বছরের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

আইন অনুযায়ী কোন অপারেটরের বিরুদ্ধে ৩শ' কোটি টাকার প্রশাসনিক জরিমানা করার পরও আইনের লংঘন অব্যাহত থাকলে প্রতিদিনের জন্য আরো ১ কোটি টাকার প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হবে। আইনে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১শ' কোটি টাকার প্রশাসনিক জরিমানা এবং অনধিক ৫ বছরের কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ সংশোধনের পর টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যে কোন নতুন লাইসেন্স দিতে সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। একই সঙ্গে লাইসেন্স বাতিল বা কোম্পানির কোন অংশের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন। উল্লেখ্য, পূর্বে অপারেটরদের বিভিন্ন ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য চার্জ বিটিআরসি'র মাধ্যমে অনুমোদনের বিধান থাকলে সংশোধনীর ফলে সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে অনুমোদন নিতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার ৬০ (ষাট) দিন সময় নিয়ে এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত কমিশনের অর্জনসমূহ

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত কমিশনের অর্জনসমূহ ঃ

ন্যাশনাল টেলিকম পলিসি, ১৯৯৮ এর ৪.২ ধারায় সরকার কর্তৃক সংসদীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রেগুলেটরী কমিশন গঠনের কথা বলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ও সেবার সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১' প্রণীত হয়। উক্ত আইন বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ৩১ জানুয়ারী, ২০০২ তারিখে একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিম্নে বিটিআরসি'র শুরু ও বর্তমান পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চিত্র এক নজরে দেখানো হলো।

নং	বিষয়	২০০২-২০০৩	২০১৪-২০১৫
০২.	ইন্টারনেট ডেনসিটি	০.১%	৩০.৬২%
০৩.	মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	৫০.৫০ লক্ষ	১২ কোটি ৬৮ লক্ষ
০৪.	ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	১ লক্ষ	৪ কোটি ৮৩ লক্ষ
০৫.	বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৩৯ টি	২,০৪৬ টি
০৬.	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য (টাকা)	১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা	২ হাজার ৭০০ টাকা
০৭.	রাজস্ব আদায় (কোটিতে)	১২০.০৭ কোটি	৪,১০৯.০০ কোটি
০৮.	নেটওর্য়াক কভারেজ	৫০ জেলা/৬৪ জেলা	৬৪ জেলা/৬৪ জেলা
০৯.	ডিলার পজেশন ও রেডিও কমিউনিকেশন ভেন্ডর লাইসেন্স	৩১ টি	৪৯২ টি
১০.	তরঙ্গ বরাদ্দ	৩৫ টি সংস্থা	৪৭০ টি সংস্থা
১১.	২০১৪ সাল পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন ১৭ টি প্রতিষ্ঠানকে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।		
১২.	২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪২টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন এর অনুকূলে ৫.৮৫-৬.৪২৫ গিগাহার্জ ব্যান্ডে ৬/৯/১২ মেগাহার্জ এর স্যাটেলাইট এর আপলিংক তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।		
১৩.	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দৈনিক আর্ন্তজাতিক অর্ন্তগামী কল (মিনিট) ১০ কোটি ৮ লক্ষ মিনিট।		

এক নজরে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও অর্জন সমূহ

এক নজরে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও অর্জন সমূহ ঃ

নং	বিষয়	জুন,২০১৪	জুন,২০১৫
০১.	টেলিডেনসিটি	৭৮.১২%	৮১.৯৩%
০২.	ইন্টারনেট ডেনসিটি	২৪.৮৬%	৩০.৬২%
০৩.	মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	১১ কোটি ৬৫ লক্ষ	১২ কোটি ৬৮ লক্ষ
০৪.	ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	৩ কোটি ৭৯ লক্ষ	৪ কোটি ৮৩ লক্ষ
০৫.	রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ	১,৯৬৯ কোটি ১৯ লক্ষ	৪,২১৯ কোটি ১৯ লক্ষ
০৬.	বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১,৯৬৯ টি	২,০৪৬ টি
০৭.	দৈনিক আর্ন্তজাতিক অর্ন্তগামী কল (মিনিট)	৫ কোটি ৪৫ লক্ষ মিনিট	১০ কোটি ৮ লক্ষ মিনিট
০৮.	ভয়েস কল চার্জ (গড়/টাকায়)	০.৮৩ পয়সা	০.৮৩ পয়সা
০৯.	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ	৩ হাজার ২০০ টাকা	২ হাজার ৭০০ টাকা
১০.	বিটিএস (BTS)	৪৪,৯৪০ টি	৫৫,৫৭০ টি

উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

এক নজরে উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ঃ

বিটিআর'সির উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলো নিম্নরুপঃ

- ফোর-জি এবং LTE এর তরঙ্গ বরাদ্দ
- ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং সুইচওভার
- স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেমের আপগ্রেডেশন এবং সম্প্রসারন
- ইউনিফাইড লাইসেন্সিং
- একসেস রেগুলেশন
- আইএসপি গাইডলাইন
- এনআইডি ডাটাবেজে প্রবেশ
- টেলিকম টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইন
- মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) গাইডলাইন
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন
- আগারগাঁতে বিটিআরসির নিজস্ব ভবন নির্মান
- Internet Safety Solution (ISS) নিশ্চিতকরণ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিটিআরসি'র কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ৫ (পাঁচ) টি বিভাগ ও দুইটি ডাইরেক্টরেট এবং একটি উইং এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিটিআরসি'র ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বিটিআরসি'র বিভাগসমূহঃ

১। প্রশাসন বিভাগ।
২। সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ।
৩। স্পেকট্রাম বিভাগ।
৪। ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশনস্ বিভাগ।
৫। লীগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগ।

বিটিআরসি'র ডাইরেক্টরেটঃ

১। অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা।
২। এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট।

বিটিআরসি'র উইং ঃ

১। মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স উইং।

প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগ

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, আইটি কার্যক্রম, লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা, ভান্ডার ব্যবস্থাপনা, প্রটোকল সেবা, ডেসপাস নিয়ন্ত্রণসহ কমিশনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের অর্ন্তভূক্ত ।

জনবল ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এ ৩৬৯ (তিনশত উনসত্তর) টি পদ সম্বলিত অর্গানোগ্রাম রয়েছে । নিম্নে কমিশনের ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বর্তমান জনবল এর বিবরণ উল্লেখ করা হলো ।

নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	বিদ্যমান পদ সংখ্যা	শুন্য পদ সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান	০১	০১	০০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান	০১	০১	০০
৩	কমিশনার	০৩	০৩	০০
৪	কমিশন সচিব	০১	০১	০০
৫	মহাপরিচালক	০৪	০৪	০০
৬	মহাপরিচালক/পরিচালক	১০	১০	০০
৭	উপ-পরিচালক/যুগ্ম পরিচালক	২৭	০৭	২০
৮	সিঃ সহকারী পরিচালক/সহঃপরিচালক	৯১	৬৭(২১/৪৬)	২৪
৯	ব্যক্তিগত সচিব	০১	০০	০১
১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪	০৪	০০
১১	উপ-সহকারী পরিচালক	৪৯	২৯	২০
১২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৯	০৭	০২
১৩	স্টোর অফিসার	০১	০১	০০
১৪	ব্যক্তিগত সহকারী	১২	০৬	০৬
১৫	অডিটর	০১	০১	০০
১৬	একাউনট্যান্ট	০৩	০২	০১
১৭	রিপোর্টার	০১	০০	০১
১৮	ফটোগ্রাফার	০৩	০০	০৩
১৯	অফিস সহকারী/প্রশাসনিক সহকারী/ কম্পিউটার অপারেটর	১৮	০৭	১১
২০	ড্রাফটসম্যান	০২	০০	০২
২১	প্রটোকল এ্যাসিসট্যান্ট	০১	০০	০১
২২	সহকারী ষ্টোর কিপার	০১	০১	০০

নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পদ সংখ্যা	শুন্য পদ সংখ্যা
২৩	ক্যাশিয়ার	০১	০০	০১
২৪	অভ্যর্থনাকারী/পিএবিএক্স অপারেটর	০২	০২	০০
২৫	আইটি/সিকিউরিটি সহকারী	০৬	০১	০৫
২৬	ড্রাইভার	৪২	৪০	০২
২৭	ড্রাইভার কমন সার্ভিস	১০	৮	০২
২৮	রেকর্ড কিপার	০১	০১	০০
২৯	বার্তা বাহক (ডেসপাস রাইডার)	০৫	০৩	০২
৩০	ইলেকট্রিশিয়ান/টেকনিশিয়ান	০১	০১	০০
৩১	ফটোকপিয়ার অপারেটর	০১	০১	০০
৩২	পাম্প, লিফট, জেনারেটর অপারেটর	০২	০০	০২
৩৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৬	০৬	০০
৩৪	অফিস সহায়ক (টি-বার)	০৬	০৬	০০
৩৫	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	৪২	৩৬	০৬
	সর্বমোট	**৩৬৯**	**২৫৬**	**১১৩**

কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

- কমিশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা/শিক্ষা/বিবাহ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের ভিত্তিতে ৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সর্বমোট ১০,০০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

- কমিশনের কাজের প্রকৃতি/ধরণ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা এবং দ্রুত যোগাযোগ করার প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার্থে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং অফিসের ভিতরে ওয়াইফাই (Wi-Fi) সুবিধাও বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও সার্বক্ষনিক যোগাযোগ করার লক্ষ্যে কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মোবাইল ফোন ভাতা দেয়া হয়ে থাকে।

- সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যাতায়াতের জন্য কমিশন হতে যানবাহন সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।

- দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশনের ১ম, ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর ৯১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক্রমিক নং	দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী	বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী
০১.	৬৬ জন	২৫ জন

গ্রন্থাগার ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে ৬ষ্ঠ তলায় একটি আধুনিক সজ্জিত গ্রন্থাগার রয়েছে। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। গ্রন্থাগারটি বিটিআরসি'র "লাইব্রেরী এন্ড ইনফর্মেশন রিসোর্স সেন্টার" হিসেবে পরিচিত।

এখানে দেশী বিদেশী বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ১০৪ টি বই লাইব্রেরীর রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ বইগুলোর বেশীর ভাগই কমিশনের কর্মকর্তাদের দেশী বিদেশী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ কালে প্রাপ্ত এবং যা পরবর্তীতে কমিশনের লাইব্রেরী এন্ড ইনফর্মেশন রিসোর্স সেন্টারে জমা দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে টেলিকমিউনেকশন ও আইটি সংক্রান্ত দেশী বিদেশী ও আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয় ১,৭৭৬ টি বই রয়েছে। এছাড়াও দেশী-বিদেশী সাম্প্রতিক প্রকাশিত সাময়িকীসহ দেশের শীর্ষ স্থানীয় সকল দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে পড়াশুনা ও তথ্য সংগ্রহ করেন। কমিশনের প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্ত পুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছে:-

ক্রমিক নং	বিষয়	বইয়ের সংখ্যা
০১	প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত	৩৩৫
০২	নতুন প্রযুক্তি, সেবা ও ট্যারিফ সংক্রান্ত	২৪৯
০৩	তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত	৫০২
০৪	কারিগরি প্রযুক্তি ও পরিচালন সংক্রান্ত	৩৪১
০৫	আইন ও লাইসেন্স সংক্রান্ত	২৫৩
০৬	অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত	৯৬

কমিশনের লাইব্রেরীতে নতুন নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত এবং পুরানো সংকলন সমূহের নতুন প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশাসন বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- **ই-লাইব্রেরী ঃ**

  বিটিআরসিতে একটি ই-লাইব্রেরী রয়েছে যেখানে খুব সহজেই তথ্য আদান প্রদান করা যায়। এমনকি দেশের বাইরে থেকে কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে তা ই-লাইব্রেরীর মাধ্যমে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। বিটিআরসি হতে প্রতিনিয়ত কর্মকর্তাগণ দেশে বিদেশে বিভিন্ন সভা সেমিনার/ ওর্য়াকশপে অংশগ্রহন করে থাকেন। এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ই-লাইব্রেরী হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/পেপার প্রস্তুত করেন, যা অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

- **ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম সফটওয়্যার ঃ**

  লাইব্রেরী এন্ড ইনফর্মেশন রিসোর্স সেন্টারকে "ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম" সফটওয়্যারের মাধ্যমে আধুনিক লাইব্রেরী এন্ড ইনফর্মেশন রিসোর্স সেন্টারে পরিনত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

যানবাহন ব্যাবস্থাপনা ঃ

কমিশনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন ক্রয়, বরাদ্দ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগ করে থাকে। কমিশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর অফিস যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসন বিভাগ সদা সচেষ্ট। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে চার জন কর্মকর্তা সম্পৃক্ত রয়েছেন।

আগারগাঁওস্থ প্রশাসনিক এলাকায় কমিশনের নিজস্ব জমিতে অফিস ভবন নির্মাণ ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের জন্য সরকার হতে ২০০৮ সালে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং–ই-৫/এ তে ০১ (এক) একর জমি বরাদ্দ পাওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৭,১৬,০৬৭ টাকা ব্যয়ে বর্ণিত জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মানের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিটিআরসি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমিতে একটি অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন আইকন টাওয়ার (অফিস ভবন) নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নক্শা প্রণয়নে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর বিটিআরসি'র বর্তমান জনবল কাঠামো বিবেচনায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্থাপত্য নক্শা প্রণয়ন করে। অনুমোদিত স্থাপত্য নক্শার আলোকে ভবন নির্মানের পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রস্তুতের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ডিজাইন ডিভিশন-৪কে পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও স্থাপত্য নক্শা অনুযায়ী বিটিআরসি'র অফিস ভবন নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয়ের খসড়া প্রাক্কলন প্রস্তুত করে কমিশনে প্রেরণের জন্য শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩কে অনুরোধ জানানো হয়। উল্লেখ্য কমিশনের ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভবন নির্মানের কাজ শুরু করার জন্য বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

তথ্য প্রদানকারী /অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা ঃ

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আইন অনুয়ায়ী বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ শোনার জন্য এক জন কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে জনগণের নিকট হতে অভিযোগ সমূহ গ্রহণ করেন এবং সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী/অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা হলেন ঃ

কর্মকর্তার নাম	ঠিকানা	
	অফিস	বাসা
এম.এ. তালেব হোসেন পরিচালক (লাইসেন্সিং) বিটিআরসি।	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইইবি ভবন, রমনা ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ৯৫৫৪৪৮৯ মোবাঃ ০১৫৫২২০২৭২২ ই-মেইলঃ taleb.hossain@btrc.gov.bd	বাসা ডি-৮৮ পল্লবী ২য় পর্ব ইষ্টার্ণ হাউজিং মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ফোনঃ ৯০০১৬৮২

কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি (IT) শাখা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো আইটি শাখা। এই শাখায় বর্তমানে মোট ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। বিগত সময়ের তুলনায় বর্তমানে কমিশনের কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি আইটি শাখার কার্যক্রমও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শাখাটিকে আরও আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে কমিশন নানাবিধ উদ্যেগ গ্রহণ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. কমিশনের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষে পূর্বে স্থাপিত CCTV System এর Upgradation এর জন্য দরপত্র আহবায়ন ও মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন।

২. কমিশনের শুন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য নিজেস্ব একটি Online Recruitment Portal প্রস্তুত।

3. Online এ Internet Service Provider (ISP) বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি Complain Management System প্রস্তুত।

৪. কমিশনের IP PABX System এর Upgradation এর জন্য দরপত্র আহবায়ন ও মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন।

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তত্বাবধায়নে বাস্তবায়নাধীন ইনফো সরকার প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত Data Network এর সাথে সংযোগ স্থাপন।

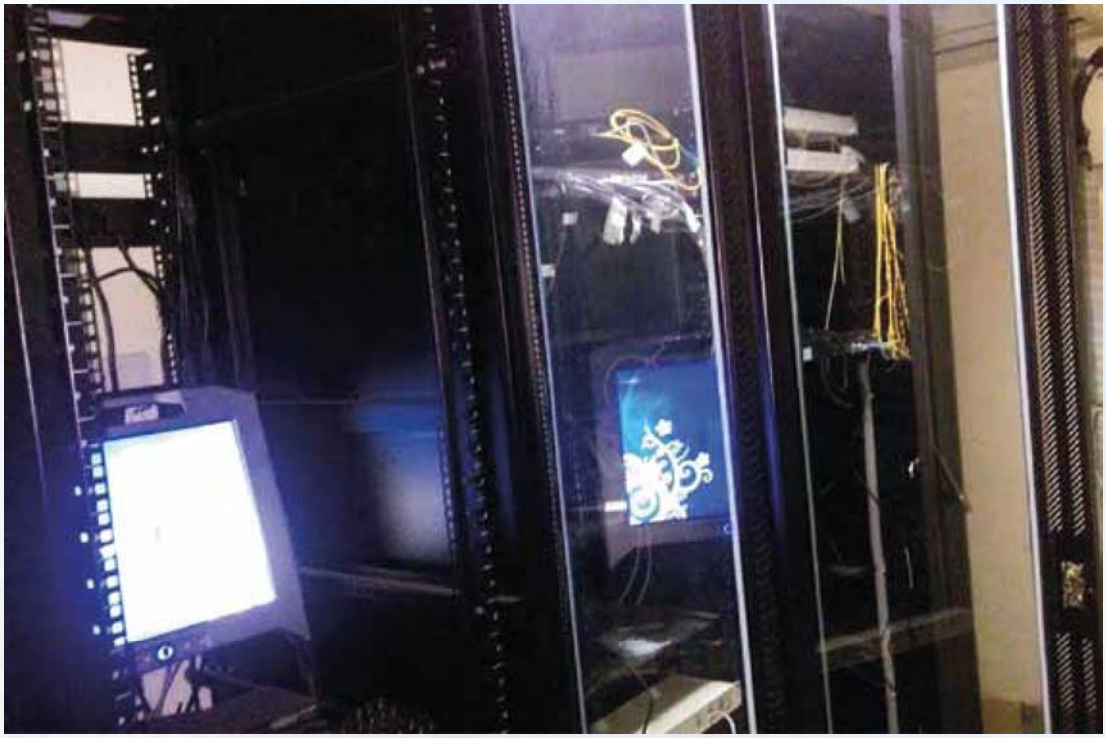

কমিশনের আইটি শাখা নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদনে দায়িত্ব প্রাপ্ত ঃ

(ক) আইটি শাখাকে একটি আধুনিক ও কার্যকর শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) অন্যান্য বিভাগ/শাখা কে আইটি বিষয়ক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

(গ) প্রয়োজন অনুযায়ী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়ার ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.btrc.gov.bd) এর রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঙ) মেইল ও ওয়েব সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(চ) এ্যাপ্লিকেশন সার্পোট প্রদান করা;

(ছ) LAN ও Wifi নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(জ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশন এবং পিএ সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঝ) কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সহ নানাবিধ হার্ডওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঞ) IP PABX সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ট) ভিডিও সারভাইলেন্স সিস্টেমটি রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঠ) একসেস্ কন্ট্রোল সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ড) কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ-এ আইটি সহায়তা প্রদান ও কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ও নির্দেশিত দায়িত্ব সম্পাদন ।

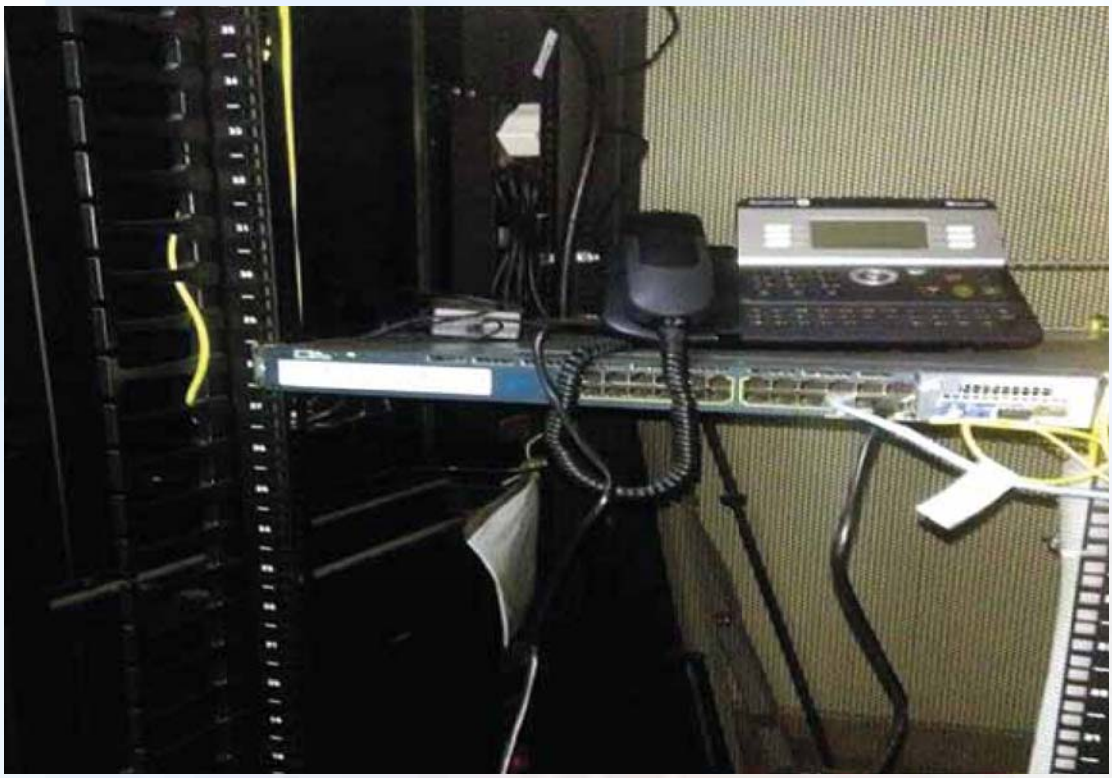

সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ

সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ

সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে নতুন নতুন সেবা এবং মূল্য সংযোজিত সেবার অনুমোদন দিয়ে থাকে। সুষম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচেষ্টাকে সম্প্রসারিত; টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাকে সার্বজনীন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত; সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ব্যয়-সাপেক্ষে ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি; টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে কাজ করে থাকে এ বিভাগ। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশাবলী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা, নতুন ধরণের সেবার প্রবর্তন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরী করা সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত। সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস (এসএস) বিভাগের তত্ত্বাবধানে কমিশন হতে গঠিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের (আইটিইউ, এপিটি, সিটিও, আইসিএএনএন, জিএসএমএ ইত্যাদি) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সহ টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি সেক্টর সংশ্লিষ্ট সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার, ফোরাম, সভা ইত্যাদি আয়োজনের বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ। নিম্নে এ বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

১। সার্ভিস ও ট্যারিফ অনুমোদন

টেলিযোগাযোগ সেবা খাতে উৎকর্ষ সাধন, নতুন টেকনোলজিকে স্থান করে দেয়া, লাইফ-স্টাইলকে অটোমেটেড করে তোলা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে নতুন নতুন মূল্য সংযোজিত সেবাসমূহ প্রবর্তনের জন্য কাজ করে থাকে এ বিভাগ। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে টেলিযোগাযোগ অপারেটররা তাদের মূল-সেবা এর গন্ডি ছাড়িয়ে মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে গিয়েছে তাদের সেবা ও ব্যবসাকে। সাম্প্রতিক সময়ে পুরানো ও প্রথাগত মূল্য সংযোজিত সেবাসমূহ প্রদান করার জন্য অনেক ৩য় পক্ষীয় সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে মেধাবীদের কর্মস্থান যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে তেমনি গড়ে উঠছে দেশীয় উদ্যোক্তা। অন্যদিকে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের অন্য অপারেটরের চেয়ে আলাদা প্রমাণ করতে, গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে সর্বোপরি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে বাজারে নিয়ে আসছে নতুন ধরনের বিভিন্ন গবেষণালব্ধ সেবাসমূহ।

ইতোপূর্বে মূলতঃ এসএমএস ভিত্তিক মূল্য সংযোজিত সেবার প্রচলন থাকলেও ইদানিং এসএমএস এর পাশাপাশি আইভিআর, ইউএসএসডি, এপিআই, অ্যাপ্লিকেশন, ওয়াপ ইত্যাদি ভিত্তিক সেবাসমূহ দেশে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিটিআরসি'র অনুমোদিত মূল্য সংযোজিত সেবা, সেবার ট্যারিফ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের তালিকা উল্লেখ করা হ'লঃ

(ক) মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস

মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস প্রদানের জন্য ই-ব্যাংকিং এর সুবিধাসম্পন্ন (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত) বাণিজ্যিক ব্যাংক এর সাথে মোবাইল অপারেটরের যৌথসেবা কার্যক্রমের আওতায় ওয়েব/আন্তর্জাতিক রিচার্জ, ই-টিকেটিং, ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মোবাইল-ব্যাংকিং ইত্যাদি সেবা পরিচালিত হয়। এ সকল সেবার মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক নাগরিককে ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

(খ) কল-সেন্টার ভিত্তিক ইনফরমেশন/হেল্প লাইন

এ সার্ভিসের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটররা হেলথ লাইন, কৃষি জিজ্ঞাসা, এডুকেশন লাইন, লিগ্যাল লাইন ইত্যাদি সেবাসমূহ গ্রাহকদের প্রদান করে থাকে। এই ধরণের সেবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা কল-এজেন্ট এর সাপোর্ট দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত মোবাইল অপারেটররা হেপ্পলাইন সঠিকভাবে পরিচালনা করছে কিনা সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ তা তদারক করে থাকে।

(গ) ট্র্যাকিং সার্ভিস

এই সার্ভিসের মাধ্যমে মোবাইল গ্রাহকগণ সাধারনত: গাড়ীর অবস্থান যে কোন স্থান হতে জানতে পারেন। জিপিএস ভিত্তিক ট্র্যাকিং সার্ভিস এর লাইসেন্স লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়ে থাকে এবং ট্যারিফ অনুমোদন প্রদান করা হয় এসএস বিভাগ থেকে। অপরদিকে, লোকেশন বেইজড সার্ভিস (এলবিএস) ভিত্তিক ট্র্যাকিং এর সার্ভিস ও ট্যারিফ অনুমোদন প্রদান করা হয়ে থাকে এসএস বিভাগ থেকে।

(ঘ) ডাইরেক্টরি/সার্চ/লাইভ ইনফরমেশন সার্ভিস

মোবাইল অপারেটরের যৌথসেবা কার্যক্রমের আওতায় ইয়েলো পেইজ, ডিকশনারি সার্ভিস, অ্যাড্রেস সার্চ, স্টক-এক্সচেঞ্জ ইনফরমেশন, কার্টুন/এন্টারটেইনমেন্ট সার্ভিস, এক্সাম রেজাল্ট ডাইরেক্টরি/সার্চ ইত্যাদি সেবার অনুমোদন পরিচালিত হয় কমিশনের সিষ্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ থেকে।

(ঙ) নিউজ সার্ভিস

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা সাবস্ক্রিপশন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিফাইড, শ্রেণীভিত্তিক ও তথ্যভিত্তিক সংবাদ-সেবা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীগন তাদের চাহিদা অনুযায়ী সংবাদ/তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে লাভ করতে পারেন। সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ এ ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরকে নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আনার বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে।

২। টেলিযোগাযোগ খাতের পরিচালন-পদ্ধতি (গাইডলাইন, ডাইরেক্টিভ) প্রণয়ন

টেলিযোগাযোগ এখন আইটি এর সাথে সংযুক্ত হয়ে আইসিটি এর রূপ নিয়েছে, ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে লাইসেন্স/পারমিট/অনুমোদন প্রদান করার জন্য প্রয়োজন পড়ে সেবা সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন/ডাইরেক্টিভের। সময়ে সময়ে সরকারের বিভিন্ন টেলিকম পলিসি বাস্তবায়নের জন্য নতুন লাইসেন্সিং এর জন্য রেগুলেটরি এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১ (২) (ত)- ধারা অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশ ও গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কমিশন অন্তবর্তীকালীন নির্দেশনা প্রণয়ন করে থাকে। পরবর্তীতে এ সকল নির্দেশনা নির্দিষ্ট সময় পর স্থায়ী নির্দেশনা হিসেবে পরিগণিত হয়। বিটিআরসির পক্ষে বিভিন্ন ধরনের গাইডলাইনস, ডাইরেক্টিভস এবং অন্যান্য নীতি-নির্ধারণী ডকুমেন্টস তৈরী করে থাকে সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ। সাম্প্রতিক সময়ে বিটিআরসি প্রস্তুতকৃত ও প্রক্রিয়াধীন গাইডলাইন, ডাইরেক্টিভ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের তালিকা উল্লেখ করা হ'লঃ

(ক) Directives on Service & Tariff 2015

গ্রাহক সন্তুষ্টি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশ তথা টেলিকম সার্ভিস এবং সার্ভিস প্রদানকারী অপারেটরদের মাঝে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কমিশন থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। সময়ের বিবর্তনে পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে উক্ত নির্দেশনাসমূহ একত্রিত করে কমিশন হতে গত মার্চ'২০১৫ তে একটি সমন্বিত নির্দেশনা (Directives on Service & Tariff 2015) প্রদান করা হয়েছে।

(খ) গ্রাহক নিবন্ধন নীতিমালা

বিগত কয়েক বছর যাবত টেলিফোন/মোবাইল ফোনে চাঁদাদাবী, হুমকি প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও উত্ত্যক্তকরণের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এছাড়াও, টেলিফোন ও মোবাইল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ড পরিচালিত হতে পারে যা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং জনমনে ভীতির সঞ্চার সৃষ্টি করতে পারে। টেলিফোন ও মোবাইল ফোনে চাঁদাদাবী ও হুমকি প্রতিরোধকল্পে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মোবাইল সংযোগ (রিম/সিম) এর গ্রাহক নিবন্ধন সংক্রান্ত গাইডলাইন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়।

এরই ধারাবিহকতায় অধিকতর সঠিক এবং নির্ভূলভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্নের নিমিত্তে NID ডাটাবেজ ব্যবহার করে মোবাইল সংযোগ (রিম/সিম) পোস্ট-অ্যাকটিভেশন এর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। গ্রাহক নিবন্ধন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী (গাইডলাইন) এর সংশোধনীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং বিটিআরসি'র মধ্যে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য-ভান্ডার ব্যবহার করা বিষয়ে একটি সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত আলোচনা চলছে।

(গ) মোবাইল নম্বর পোর্ট্যাবিলিটি (এমএনপি) বিষয়ক গাইড লাইন

মোবাইল নম্বর পোর্ট্যাবিলিটি (এমএনপি) বর্তমান টেলিযোগাযোগ বিশ্বে একটি জনপ্রিয় মুল্য সংযোজিত সেবা। টেলিযোগাযোগ সেবায় গতি আনতে বিশ্বের অনেক দেশে এরই মধ্যে এমএনপি চালু হয়েছে। গ্রাহকের ব্যবহৃত যেকোনো অপারেটর এর মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অন্য কোন অপারেটরে সংযোগটি স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে এমএনপি সুবিধা বলা হয়ে থাকে। যার ফলে এটি একটি মূল্য সংযোজিত সেবা হলেও টেলিযোগাযোগ বিশ্বে এমএনপি একটি "Regulatory Tools" হিসেবে বিবেচিত হয়। মূলত মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে এটি চালু করা হয়েছে। এমএনপি চালু হয়েছে, এমন দেশগুলোয় অপারেটরের মধ্যে প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে বেশি। গ্রাহক ধরে রাখতে প্রত্যেক অপারেটরই সেবার মানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সামগ্রিকভাবে লাভবান হন গ্রাহক। তবে এমএনপি চালুর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব দেশের মোবাইল অপারেটরের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে অনীহা থাকে।

বাংলাদেশে এমএনপি ব্যবস্থা চালু করতে কমিশন হতে ইতোপূর্বে একটি নির্দেশনা জারি করা হলেও অপারেটরদের প্রস্তুতির অভাবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। অপারেটরদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সকল মোবাইল অপারেটর, আইসিএক্স এবং আইজিডব্লিউ অপারেটরদের সমন্বয়ে কমিশন হতে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। তবে এ কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এবং এ সংক্রান্ত কমিশন হতে আয়োজিত পাবলিক কন্সাল্টেশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশে এমএনপি চালু করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে কমিশন হতে এ বিষয়ে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয় এবং উক্ত কমিটি একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করেছে যা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত নীতিমালা চূড়ান্ত হলেই বাংলাদেশে যথাশীঘ্রই এমএনপি ব্যবস্থা প্রচলন করা সম্ভব হবে।

(ঘ) বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন (ccTLD; .bd এবং .বাংলা) ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের কান্ট্রি-কোড টপ লেভেল ডোমেইন (ccTLD) হিসেবে বর্তমানে ইংরেজি ইউনিকোড টাইপোগ্রাফির '.bd' বাণিজ্যিকভাবে চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডোমেইন নেম বরাদ্দকারী সংস্থা ICANN এর নিকট বিগত ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে String Evaluation (ডোমেইন নেম বরাদ্দের প্রথম ধাপ) এর জন্য আবেদন করেন। মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলা একাডেমির সহায়তায় BTRC দীর্ঘ এই প্রক্রিয়াটি ফেব্রুয়ারী ২০১১ এ সফলভাবে সম্পন্ন করে এবং দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ, অর্থাৎ Root Zone Delegation এর জন্য প্রস্তুতি হিসাবে প্রয়োজনীয় খসড়া প্রণয়ন করে। এমতাবস্থায়, ২৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক .বাংলা

ডোমেইনটির প্রশাসনিক এবং BTCL কর্তৃক কারিগরী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একইসাথে সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন সহ Root Zone Delegation সম্পন্ন করা এবং .বাংলা ডোমেইন চালুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য BTRC কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদানুযায়ী BTRC কর্তৃক ধারণাপত্র এবং প্রয়োজনীয় গাইডলাইন সমূহের খসড়াও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিটিসিএল এর মাধ্যমে Root Zone Delegation করতঃ বাংলা ডোমেইনটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(ঙ) টাওয়ার শেয়ারিং সংক্রান্ত নীতিমালা

টাওয়ার সংক্রান্ত রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার হ্রাস ছাড়াও বিভিন্ন অপারেটরের পৃথক পৃথক স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে স্থানীয় মানুষের উপর রেডিয়েশনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবাদী জমির উপর টাওয়ার স্থাপনা করা হচ্ছে যাতে আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোগের চাহিদার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে কমিশন "Tower Sharing" গাইডলাইন প্রস্তুতকরণের কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশের মোট টাওয়ার ও Shared টাওয়ার এর সংখ্যা, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্যারামিটার/রিসোর্সেস, টাওয়ার শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মডেল এবং এর সুবিধা/অসুবিধা বিবেচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য মডেল নির্ধারণের মাধ্যমে "Tower Sharing" সংক্রান্ত গাইডলাইনটির খসড়া মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(চ) সর্বসাধারণের জন্য ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্যকরণ

সর্বসাধারণের জন্য ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যমন্ত্রণালয়ে সংগঠিত সভার প্রেক্ষিতে বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবল থেকে জনসাধারণের কাছে পৌছানো পর্যন্ত যত রকমের কস্ট কম্পোনেন্ট আছে এবং প্রতিটি স্তরের লভ্যাংশ হ্রাসের মাধ্যমে একটি স্টাডি রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে। আশা করা যায় অতিশীঘ্রই জনসাধারণ এর সুফল লাভ করবে।

(ছ) আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল চার্জ

গ্রাহক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আন্তর্জাতিক কল সার্ভিসের সুলভ প্রাপ্তি সামনে রেখে আন্তর্জাতিক বহির্গামী কলের সেটেলমেন্ট চার্জ এবং কল চার্জ সম্প্রতি রিভিউ করা হয়েছে। এ রিভিউ এর মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে কল চার্জ পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন প্রবাসী বাংলাদেশী এবং স্থানীয় উদ্যোক্তারা বিশেষ লাভবান হবেন এবং দেশ হতে প্রবাসীদের সাথে বা অন্যান্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে কমমূল্যে Voice কল করা যাবে। অপরদিকে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। বর্তমানে প্রস্তাবনাটি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা অচিরেই জারী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(জ) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন কনজ্যুমার প্রটেকশন গাইডলাইন

টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা বর্তমান টেলিযোগাযোগ বিশ্বে অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় বলে বিবেচিত। সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশের রেগুলেটরি সংস্থা এবং টেলিযোগাযোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে। ইতোমধ্যে অনেক দেশেই টেলিযোগাযোগ গ্রাহক স্বার্থ সংক্রান্ত আইন/নীতিমালা/নির্দেশাবলী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের অধিকার তথা সার্বিক স্বার্থ রক্ষার্থে বদ্ধ পরিকর। বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ ও সে সকল উদ্যোগ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিটিআরসি একটি গ্রাহক বান্ধব সরকারী সংস্থা হিসেবে দেশে এবং বিদেশে ইতোমধ্যেই সুপরিচিত। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন "National Telecommunication Consumer Protection Guideline" বা "জাতীয় টেলিযোগাযোগ গ্রাহক স্বার্থ রক্ষা নির্দেশাবলী" শিরোনামে একটি গাইডলাইন/নির্দেশাবলী এর খসড়া

প্রণয়ন করেছে। এই গাইডলাইন এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের যেকোন বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক বাণিজ্যিক চর্চা হতে সুরক্ষা প্রদান করা। উক্ত গাইডলাইনে নিম্নলিখিত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে-

- গ্রাহকদের মূল টেলিযোগাযোগ সার্ভিস বিষয়ক নির্দেশনা
- গ্রাহক তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা
- ট্যারিফ এবং বিলিং সম্পর্কিত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ
- গ্রাহক অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ
- অযাচিত বাণিজ্যিক টেলিযোগাযোগ (Unsolicited Commercial Communication) রোধে নির্দেশনা
- জরুরী টোল ফ্রি নম্বর চালুকরণ

এ ধরণের একটি গাইডলাইন চালু হলে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে আরও উন্নত মানের সেবা প্রদানের পাশাপাশি গ্রাহক সন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে এ গাইডলাইন বিষয়ে একটি পাবলিক কন্সাল্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ বিষয়ে একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৩। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ উপরে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে, যার চুম্বক অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় বিটিআরসি এবং টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারী অপারেটরগণ সর্বদা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ, দুর্নীতি দমন কমিশন, কাস্টমস, বিচারালয় ইত্যাদি দপ্তর/সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই ধরনের কাজের অংশ হিসেবে এসএস বিভাগ থেকে কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর), সাবস্ক্রাইবারস অ্যাকুইজেশন ফর্ম, রিচার্জ/ব্যালেন্স ইনফরমেশন, লোকেশন বেইজড ট্র্যাকিং, ভিওআইপি/অবৈধ টেলিযোগাযোগ সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, অনিবন্ধিত সংযোগ (রিম/সিম) বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি কাজে সহায়তা/তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

(খ) বিডি-সার্ট (BD-CSIRT) গঠন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর ৬৬ থেকে ৭৪ ধারা পর্যন্ত কম্পিউটার কেন্দ্রীক অপরাধসমূহের বর্ণনা এবং শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কর্মসম্পাদনের জন্য উক্ত আইনের ১৬ ধারায় কমিটি গঠন করার ক্ষমতা বিটিআরসিকে অর্পণ করা হয়েছে। সাইবার এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিহত করা অর্থাৎ তথ্য উপাত্ত পাচার (Data Intrusion), পরিচয় চুরি (Identity Theft), Malware Infection, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষকে উত্ত্যক্তকরণ এবং সাইবার অপরাধ (Cyber Crime) যার মাধ্যমে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তা রোধ করার নিমিত্ত বিটিআরসি'তে বিগত ২৩/০১/২০১২ তারিখে বিশেষ কমিশন সভার মাধ্যমে Bangladesh Computer Security Incident Response Team (BD-CSIRT) নামে একটি টীম গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ দমনে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

এছাড়া সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট Vulnerability-র পরীক্ষা বিডি-সার্ট এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এনটিএমসি এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আসা রাষ্ট্র-সমাজ বিরোধী ও ধর্ম বিরোধী কনটেন্ট (আইআইজি এর মাধ্যমে) ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ জনগণ থেকে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে আপত্তিকর কনটেন্ট আইআইজি এর মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে।

(গ) জনসচেতনতা সম্পর্কিত কার্যক্রম

জনসচেতনতা বৃদ্ধি/শিক্ষামূলক/সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী, আন্তর্জাতিক, বহুজাতিক, সেবামূলক, শিক্ষামূলক দপ্তর/সংস্থা

এর নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুরোধ বিবেচনাকরতঃ গুরুত্বপূর্ণ (শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ের বিষয়াবলী/কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে) এসএমএসসমূহ সারাদেশে, সকল গ্রাহকের নিকট বিনামূল্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সেলুলার মোবাইল অপারেটরদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহায়তা ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসার দাবীদার।

(ঘ) দূর্যোগকালীন টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

দূর্যোগকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ভিস্যাট/স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এর জন্য বাংলাদেশ আংশিকভাবে সক্ষম হলেও ক্রমাগত উন্নতির অংশ হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এই খাতেও পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা লাভ করবে। বর্তমানে এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সকল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ ও আইআইজি) অপারেটরদের তাদের ফাইবার-ক্যাবল ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত ১০% (রিজার্ভ হিসেবে) ভিস্যাট ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি আপদকালীন সময়ের জন্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঙ) পরিবেশ বান্ধব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

বর্তমান আধুনিক বিশ্ব কারিগরী উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/সিস্টেম এর ব্যবহারের কারণে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে প্রায় গত এক দশক যাবত। বিটিআরসি বর্তমানে চলমান (খসড়া প্রস্তুতকরণ পর্যায়ের) বিভিন্ন রেগুলেটরি এন্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইনে গ্রিন-টেলিকম (নেটওয়ার্ক/সিস্টেম যেন দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ না হয় সেই বিষয়টি) নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এছাড়াও, কোয়ালিটি অব সার্ভিস গাইডলাইন এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমেও স্পেকট্রাম-ইমিশন কন্ট্রোল এর ফলে গ্রিন-টেলিকম নিশ্চিত করার পথ সুগম হবে।

(চ) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন আশাব্যঞ্জক। দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে টেলিকম খাত। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যেই প্রায় ১১ কোটি মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে মোবাইল ডিভাইস। এ খাতের পরিবর্তন শুরু হয়েছিল মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর হাতেই। টেলিকম খাত দ্বিতীয় প্রজন্ম (টুজি) থেকে সম্প্রতি তৃতীয় প্রজন্মে (থ্রিজি) প্রবেশ করেছে। যদিও উন্নত দেশগুলোতে মোবাইলে থ্রিজির পরবর্তী ধাপ ফোরজিসহ নতুন ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে বেশ আগেই। খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল এ খাতে প্রযুক্তির পাশাপাশি এর প্রায়োগিক দিকেও দ্রুত পরিবর্তন আসছে। মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি তাদের অভিযোগও বেড়েছে।

গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি মোবাইল অপারেটরদের কাষ্টমার কেয়ার বা অভিযোগ কেন্দ্র রয়েছে। মোবাইল অপারেটরদের কাষ্টমার কেয়ার বা অভিযোগ কেন্দ্র দ্বারা গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ ঠিকমতো নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য কমিশন হতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন বরাবর ই-মেইল, মোবাইল এবং ডাকযোগে গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগসমূহ দ্রুত ও সহজে নিষ্পত্তি করাও এই টাস্কফোর্সের কাজ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ টাস্ক ফোর্স অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মান ও গ্রাহক অভিজ্ঞতা বহুগুণে উন্নত করবে।

(ছ) ইন্টারনেট সেফটি সল্যুশনঃ

বাংলাদেশের সামাজিক/ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক/রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইন্টারনেট/ওয়েব-পোর্টাল এর কনটেন্ট ও অ্যাপ্লিকেশন মনিটরিং/ফিল্টারিং করা এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধে 'ইন্টারনেট সেফটি সল্যুশন' নামক একটি ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই কারিগরী ব্যবস্থাটি বাংলাদেশ কম্পিউটার সিকিউরিটি ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম (BD-CSIRT) এর কার্যক্রম ও সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে এবং এর মাধ্যমে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এর সদস্যগণ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে কমিশনের নিকট থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন। ইতোমধ্যে উক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া এর প্রস্তাব মূল্যায়ন ও নেগোসিয়েশন সম্পন্ন

হয়েছে এবং ক্রয়-প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি (CCGP) এর অনুমোদনের নিমিত্ত খুব দ্রুত প্রস্তাবনাটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন করতঃ ২০১৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই 'ইন্টারনেট সেফটি সল্যুউশন' ব্যবস্থাটি প্রচলন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(জ) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ঃ

১৪/১২/২০১৪ তারিখে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালা অনুযায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের নিমিত্ত বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান হতে মনোনয়নকৃত প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন আইন, ২০০১ এর ২১ (ক) এর বিধান অনুযায়ী দেশের টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দূর্যোগ মোকাবেলা বা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিশেষ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঝ) আন্তর্জাতিক সিম

বাংলাদেশের জনগণ চাকরি/শিক্ষা/ভ্রমণ/হজ্ব/চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মেয়াদে বিদেশে বাস/ভ্রমণ করে থাকে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ম-কানুন, টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ পদ্ধতি জনিত জটিলতা, শিক্ষা/ভাষাজনিত সমস্যা এবং বিদেশী নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নানা কারণে চাহিদা/প্রয়োজনীয়তা থাকার পরেও বৈদেশিক টেলিকম অপারেটরের সার্ভিসসমূহ (রিম/সিম/ডাটা কার্ড) ক্রয় করতে পারেনা। একইভাবে বানিজ্যিক/কর্পোরেট ব্যক্তিদের পক্ষে ও সবসময়ের জন্য বিভিন্ন দেশের টেলিকম সংযোগ ক্রয় বা ব্যয়বহন করা সম্ভব হয়না।

এমতাবস্থায় গ্রাহক চাহিদার ভিত্তিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিয়ে বিটিআরসি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (নন লাইসেন্সি) অনুকূলে International SIM/RIM/Data cards of International Telecom Operator(s) in Bangladesh for International use outside Bangladesh সংক্রান্ত সার্ভিসের অনুমোদন প্রদান করেছে। এর ফলে একজন ব্যক্তি বিদেশে গমনের পূর্বে দেশ হতেই ঐ দেশের মোবাইল অপারেটরের সীম সংগ্রহ করতে পারেন।

(ঞ) আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট হ্রাস

আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন চার্জ/রেট সব-সময়ের জন্যই নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ধারিত ছিল তাই কোন IGW অপারেটরের ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সরাসরি কোন কারণ না থাকলেও সাম্প্রতিককালে এ ব্যবসায় অনেকে আগ্রহী হওয়ায় এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে বেশি সংখ্যক IGW লাইসেন্স প্রদান করার কারণে IGW ব্যবসায়ের self sustainability নষ্ট হয়ে পড়েছিল। প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার সাথে সংগতি রাখতে গিয়ে IGW সমূহ বাংলাদেশে প্রতি মিনিট আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশনের চার্জ নির্ধারিত (উল্লেখিত) মূল্যের চেয়ে বেশ কম রেটে বৈদেশিক কল টার্মিনেট করছে, যা দীর্ঘমেয়াদে এই সেক্টরে টেকসই ব্যবসার পরিপন্থী। এহেন পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ অবৈধপথে কল-টার্মিনেট করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেয়া ও খারাপ সার্ভিস-কোয়ালিটি প্রদানের মাধ্যমে একটি দুষ্টচক্র আন্তর্জাতিক-কল ব্যবসায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের সাথে অসম প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে IGW লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এরূপ পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। উল্লেখিত কারণসমূহ বিবেচনা করে কমিশন মন্ত্রণালয়ের কাছে পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট USD 0.015 per Minute (minimum rate; revenue share calculated on USD 0.015) হিসেবে প্রস্তাবনা প্রেরণ করে। পরবর্তীতে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ১৮/০৯/২০১৪ তারিখ হতে অদ্যবধি পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট USD 0.015 per Minute (minimum rate; revenue share calculated on USD 0.015) কার্যকর আছে।

Existing Tariff Chart for Mobile Operators, SMS, PSTN & IPTSP

Mobile Tariff Chart

SL.	Description	Existing Mobile Tariff (Excluding VAT)
1.	Tariff range	Maximum BDT 2.00/min
2.	Mobile (on-net) (Within the same Network)	Minimum BDT 0.25/min
3.	Mobile (off-net) (Termination in other Network)	Minimum BDT 0.60/min
4.	Mobile to International Outgoing	Rate according to the schedule approved by BTRC
5.	Interconnection Charge	BDT 0.40/min (Originating Operator 45%, Terminating Operator 45% & ICX operator 10%)

SMS Tariff Chart

SL	Description	Proposed Tariff (Excluding VAT)
1.	Subscriber to Subscriber SMS	Maximum BDT 0.50/SMS
2.	Subscriber to International outgoing SMS	Maximum BDT 2.00/SMS
3.	Other VAS SMS	Rate according to the schedule approved by BTRC
4.	Interconnection Charge	BDT0.10/SMS (Originating Operator 45%, Terminating Operator 45% & ICX operator 10%)

IPTSP Tariff Chart

SL	**Description**	Existing IPTSP Tariff (Excluding VAT)
1.	Tariff range	Maximum BDT 2.00/min
2.	IPTSP (on-net) & IPTSP to IPTSP (Within the same network & other IPTSP Network)	Maximum BDT 0.10/min
3.	IPTSP (off-net) (Termination in other Network)	Minimum BDT 0.30/min
4.	IPTSP to International Outgoing	Rate according to the schedule approved by BTRC
5.	Interconnection Charge	BDT 0.40/min (Originating Operator 45%, Terminating Operator 45% & ICX operator 10%)

PSTN Tariff Chart

SL.	Description	Existing PSTN Tariff (Excluding VAT)
1.	Tariff range	Maximum BDT 2.00/min
2.	PSTN (on-net) (Within the same Network)	Minimum BDT 0.10/min
3.	PSTN (off-net) (Termination in other Network)	Minimum BDT 0.40/min
4.	PSTN to International Outgoing	Rate according to the schedule approved by BTRC
5.	Interconnection Charge	BDT 0.40/min (Originating Operator 45%, Terminating Operator 45% & ICX operator 10%)

স্পেকট্রাম বিভাগ

স্পেকট্রাম বিভাগ

বর্তমান সময়ে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে টেলিযোগাযোগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি উন্নত ও কার্যকর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যত নির্ভর বেতার তরঙ্গ নীতিমালা যা এ খাতকে সম্প্রসারণ করবে এবং বিনিয়োগ নির্ভর পরিবেশ সৃষ্টি করবে। বর্তমানে স্পেকট্রাম বিভাগ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি অত্যন্ত সূচারুভাবে পালন করে আসছে। সারা বিশ্বে স্পেকট্রাম নির্ভর সেবাসমূহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিভাগটির সম্প্রসারণ এবং এর কর্মকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন রেডিও সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দের পাশাপাশি তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন তরঙ্গ ব্যান্ডের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চাহিদা, নতুন নতুন তরঙ্গকে ব্যবহারযোগ্য করা ও বরাদ্দের নীতিমালা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সুষ্ঠু, সঠিক ও দ্রুত কার্য সম্পাদনের জন্য এর আধুনিকায়নের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে, কেননা এর উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করছে টেলিযোগাযোগ খাতের ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ।

নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমানে অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রাহকদের মোবিলিটি, উচ্চতর ডাটারেট-এর চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ডের তরঙ্গ। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে সাথে এর প্রয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এ সীমিত সম্পদের চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেতার তরঙ্গ একটি সীমিত ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ, তাই এর সুষ্ঠু, সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান

বেতার তরঙ্গ সীমিত সম্পদ হলেও এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের পরিসর ব্যাপক। পৃথিবীর সকল দেশেই এর চাহিদা অনেক বেশী। কিন্তু একই তরঙ্গ বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হলে তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় প্রযুক্তিভিত্তিক তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশেরই তরঙ্গ বরাদ্দের পরিকল্পনা থাকে। উক্ত পরিকল্পনাই ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) নামে পরিচিত। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পরে ২০০৪ সালে বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তায় "স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরী ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি" নামক প্রকল্পের অর্থায়নে যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইন্টারকানেক্ট কমিউনিকেশনস এর সাহায্যে প্রথমবারের মত ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে এবং বেতার তরঙ্গের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরনের জন্য ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অপর একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান-হেলিওস টেকনোলজি এর সহায়তায় ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান সংশোধন করা হয়েছে। আইটিইউ এর রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী এনএফএপি-তে ৯ কিলোহার্জ থেকে ১০০০ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ ব্যান্ডকে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এনএফএপি কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করার মাধ্যমে তরঙ্গের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান অনুসারে টেলিটকসহ ৫টি প্রতিষ্ঠানকে থ্রিজি লাইসেন্স প্রদানের প্রেক্ষিতে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে বর্ণিত তরঙ্গ ব্যবহার করে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩জি সেবা প্রদান করছে।

স্পেকট্রাম প্রাইসিং

বেতার তরঙ্গের মত একটি সীমিত জাতীয় সম্পদের যথাযথ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা সম্ভব। তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার অন্যতম দিক হল এর যুগোপযোগী মূল্য নির্ধারণ। বিশ্বের চলমান তরঙ্গের মূল্য নির্ধারণী প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে এই সম্পদ থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করা সম্ভব। তরঙ্গের মূল্য যেকোন দেশের ভৌগলিক অবস্থা, আয়তন, জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই যেকোন ব্যান্ডের তরঙ্গের মূল্য নির্ধারণের সময় এ সমস্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের তরঙ্গমূল্য নির্ধারণী ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আইটিইউ এর পরামর্শক বাংলাদেশে এসে স্পেকট্রাম প্রাইসিং এর বিষয়ে কাজ করেন। সে সময় তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অর্থাৎ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি এবং তরঙ্গ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে স্পেকট্রাম প্রাইসিং এর বিষয়ে আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি ISP, Broadcasting, Land Mobile, Aeronautical, Maritime সহ যে সকল সার্ভিসের জন্য স্পেকট্রাম চার্জ ফর্মূলার মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছেনা, সে সকল ক্ষেত্রে প্রাইসিং ফর্মূলা প্রণয়নের বিষয়ে একটি পরামর্শপত্র প্রস্তুত করেছেন। ITU Expert কর্তৃক স্পেকট্রাম প্রাইসিং এর বিষয়ে প্রস্তাবিত পরামর্শপত্রের সুপারিশসমূহ বর্তমানে কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তরঙ্গ বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনুযায়ী যে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক তরঙ্গ অথবা বেতারযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা/সম্পাদন করা হয়। তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য বিধি মোতাবেক নির্ধারিত দরখাস্ত ফর্ম পূরন পূর্বক তরঙ্গ বরাদ্দ ফি ও সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ কমিশনে আবেদন করলে উহা যাচাই-বাছাই ও ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) পর্যালোচনা করে তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়ে মতামতের জন্য স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) এর সভায় উত্থাপন করা হয়ে থাকে। এসএমসি সভার সুপারিশক্রমে বিষয়টি কমিশন সভায় সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ অনুযায়ী তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের একক এখ্তিয়ার কমিশনের। কমিশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আবেদনকারীর অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে স্যাটেলাইট টেলিভিশন, এফএম রেডিও, কমিউনিটি রেডিও, এরোনটিক্যাল সার্ভিস, মেরিটাইম সার্ভিস এবং পাবলিক মোবাইল রেডিও সার্ভিস এর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২-জি সেলুলার মোবাইল সার্ভিস

দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল সেবা প্রদানের জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকগন ভয়েস কল এর পাশাপাশি ডাটা সার্ভিস সীমিত আকারে ব্যবহার করতে পারেন। ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান অনুযায়ী জিএসএম ৯০০ মেগাহার্জ ও জিএসএম ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের তরঙ্গ দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইলফোন সেবার জন্য বরাদ্দকৃত। বর্তমানে বাংলাদেশে জিএসএম প্রযুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিটকসহ মোট পাঁচটি অপারেটর এই ২-জি সেবা প্রদান করছে। তাছাড়া আইটিইউ কর্তৃক ঘোষনাকৃত ই-জিএসএম ব্যান্ডের তরঙ্গ বরাদ্দ নিয়ে এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ ২-জি সেবা প্রদান করছে।

জিএসএম এবং সিডিএমএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইলফোন সেবাদানকারী ছয়টি অপারেটরের অনুকূলে তরঙ্গসমূহ নিম্নরূপে বরাদ্দকৃতঃ

তরঙ্গ ব্যান্ড	অপারেটরের নাম	বরাদ্দকৃত তরঙ্গের পরিমান(মেগাহার্জ)
ই-জিএসএম	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ	৫.০
জিএসএম ৯০০ মেগাহার্জ	গ্রামীণফোন লিঃ	৭.৪
	রবি আজিয়াটা লিঃ	৭.৪
	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ	৫.০
	টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	৫.২
জিএসএম ১৮০০ মেগাহার্জ	গ্রামীণফোন লিঃ	১৪.৬
	রবি আজিয়াটা লিঃ	৭.৪
	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ	১০০
	বাংলালিঙ্ক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ	১০০
	টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	১০০
সিডিএমএ ৮০০ মেগাহার্জ	প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ	৮.৮২ (ঢাকা সেন্ট্রাল জোনের জন্য) ৬.৩ (ঢাকা সেন্ট্রাল জোন ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের জন্য)

থ্রিজি/ফোরজি/এলটিই সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিস

উচ্চগতি সম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিসকে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম প্রযুক্তি হলো থ্রিজি/ফোরজি/এলটিই। মোবাইলফোন অপারেটরদের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি দেশব্যাপী চালু করার জন্য বিটিআরসি কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে রেডিও স্পেকট্রামের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আইটিইউ রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যানে ৪৫০-৪৭০, ৭০৩-৭৪৮/৭৫৮-৮০৩, ৮২৫-৮৪৫/৮৭০-৮৯০, ৮৯০-৯১৫/৯৩৫-৯৬০, ১৭১০-১৭৮৫/১৮০৫-১৮৮০, ১৯২০-১৯৮০,/২১১০-২১৭০, ২৫০০-২৫৭০/২৬২০-২৬৯০ ও ৩৪০০-৩৫০০/৩৫০০-৩৬০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ ব্যান্ডসমূহ ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন (আইএমটি) এর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা থ্রিজি/ফোরজি/এলটিই সেলুলার মোবাইলফোন সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ২জি সেলুলার মোবাইলফোন অপারেটর লাইসেন্স টেকনোলজি নির্ভর হওয়ায় ৮২৫-৮৪৫/৮৭০-৮৯০, ৮৯০-৯১৫/৯৩৫-৯৬০ ও ১৭১০-১৭৮৫/১৮০৫-১৮৮০ তরঙ্গ শুধুমাত্র ২জি প্রযুক্তির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতোমধ্যে থ্রিজি প্রযুক্তির দ্বারা সেবা প্রদানের জন্য ২০১৩ সালে ০৫ টি অপারেটর যথা গ্রামীণফোন লিঃ, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এবং এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর অনুকূলে ১৯২০-১৯৮০/২১১০-২১৭০ মেগাহার্জ ব্যান্ডে প্রতি মেগাহার্জের মূল্য ২১ (একুশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার হিসাবে নিলামের মাধ্যমে ৩৫ মেগাহার্জ তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করে। উক্ত তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তি নিরপেক্ষ। স্পেকট্রাম বিভাগের সর্বাত্মক সহযোগিতার ফলে অধিকাংশ থ্রিজি অপারেটর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সক্ষম হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় শহরসহ অন্যান্য অঞ্চলেও থ্রিজি সেবা পাওয়া যাচ্ছে। থ্রিজি গ্রাহকগণ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার সহ মোবাইলে টিভি দেখা, ভিডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও অন ডিমান্ড সেবা গ্রহণ করছেন।

ফোর জি প্রযুক্তির নেটওয়ার্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বর্তমানে ৭০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের তরঙ্গ (৭০৩-৭৪৮/৭৫৮-৮০৩ মেহাহার্জ) বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। ৭০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল এবং প্রত্যন্ত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা সহজতর হবে, নেটওয়ার্কের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি থ্রিজি লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরগণ যেন অপেক্ষকৃত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ ব্যবহার করে দেশে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ফোর জি/এলটিই সেবা প্রদান করতে পারে, সে বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পিএসটিএন সার্ভিস

ভয়েস ও ইন্টারনেট সেবা সাধারন মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০০৪-২০০৫ সালে ১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে পিএসটিএন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সিডিএমএ ৮০০ মেগাহার্জ ও সিডিএমএ ১৯০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডে তাদের চাহিদা মোতাবেক তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালে মোট ৫টি পিএসটিএন অপারেটর যথাঃ র‍্যাঙ্কস টেলিকম লিঃ, ন্যাশনাল টেলিকম লিঃ, পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিঃ, ঢাকা টেলিফোন কোম্পানি লিঃ এবং ওর্য়াল্ড টেল বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ টি পিএসটিএন অপারেটর যথা: র‍্যাঙ্কস টেলিকম লিঃ, ন্যাশনাল টেলিকম লিঃ এবং ওর্য়াল্ড টেল বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বাকি ২ টি অপারেটর যথা: পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিঃ, ঢাকা টেলিফোন কোম্পানি লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া একটি রুরাল পিএসটিএন অপারেটর তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এ্যাক্সেস সার্ভিস

উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ২০০৮ সালে ২.৩ এবং ২.৫ গিগাহার্জ ব্যান্ড থেকে ৩৫ মেগাহার্জ করে তরঙ্গ ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস সার্ভিস লাইসেন্স Augere Wireless Broadband Ltd. এবং Banglalion Communications Ltd. কে প্রদান করা হয়। নতুন করে ২০১৩ সালে ব্রডব্যান্ড সেবা বিস্তারের লক্ষ্যে Bangladesh Internet Exchange Ltd. কে ২.৫ গিগাহার্জ ব্যান্ড থেকে ৪০ মেগাহার্জ তরঙ্গ বরাদ্দসহ ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস সার্ভিস লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ গ্রামবাংলাকে উচ্চ গতিসম্পন্ন নেটওয়ার্কের আওতায় আনার অন্যতম প্রধান টেকনোলজি এলটিই। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এলটিই টেকনোলজির মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানের বিষয়টি ইতিমধ্যে বিটিআরসি অনুমোদন করেছে। বর্তমান ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ। সমগ্র বাংলাদেশে জেলা শহরগুলোর মধ্যে ৭০% শহর এই ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এই জন্য বিটিআরসি সার্বিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ব্যান্ডউইডথ মূল্য হ্রাসের পরিকল্পনা করে মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে তা বাস্তবায়ন করেছে। ইন্টারনেট সেবা তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তার করা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার অবকাঠামো উন্নয়নে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার

আইএসপি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সর্বমোট ১৫ টি প্রতিষ্ঠান গ্রাহক পর্যায়ে ডাটা কমিউনিকেশন এর জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকে বর্ণিত তরঙ্গের দ্বারা ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করছে। বিটিআরসি এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেবার জন্য নিযুক্ত করেছে।

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	তরঙ্গ ব্যান্ড (মেঃ হাঃ)	ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	তরঙ্গ ব্যান্ড (মেঃ হাঃ)
১	বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিঃ	৩৫০০	৯	ব্র্যাকনেট লিঃ	৩৫০০
২	এডিএন টেলিকম লিঃ	৩৫০০	১০	এক্সনেট লিঃ	৩৫০০
		৫৬০০			৫৬০০
৩	পলিট্রেড লিঃ	২৩০০	১১	গ্লোবাল এক্সেস লিঃ	৩৫০০
৪	অগ্নি সিস্টেমস লিঃ	৩৫০০	১২	বাংলাদেশ অনলাইন লিঃ	৫২০০
৫	র‍্যাঙ্কস আইটিটি লিঃ	৩৫০০	১৩	একটু লিঃ	৫২০০
৬	এক্সেস টেলিকম	৩৫০০	১৪	স্কয়ার ইনফরমেটিক্স লিঃ	৩৫০০
৭	আমরা নেটওয়ার্ক	৩৫০০	১৫	লিংক-৩ লিঃ	৩৫০০
৮	টাকিয়ন লিঃ	৩৫০০			

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অলওয়েজ অন নেটওয়ার্ক এর ৭০০ মেঃহাঃ এ বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সি বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ৭০০ মেঃহাঃ ব্যান্ডে আইএমটি সার্ভিস নির্ধারিত করা হয়েছে এবং অলওয়েজ অন নেটওয়ার্ককে উচ্চতর ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থ-বছরে নিউ জেনারেশন গ্রাফিক্স লিঃ আইএসপিটি বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সাথে একীভূত হয়েছে। গ্লোবাল এক্সেস লিঃ এবং একটু লিঃ আইএসপি দুইটি'র লাইসেন্স কমিশন কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত লাইসেন্স ব্যান্ড তরঙ্গ ছাড়া আইএসপি লাইসেন্সের আওতায় ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য আইএসএম ব্যান্ড অর্থাৎ ২.৪০০-২.৪৮৩ এবং ৫.৭২৫-৫.৮৭৫ গিগাহার্জ ব্যান্ড থেকে তরঙ্গ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাষ্টিং

দেশে একমাত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সম্প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ভিএইচএফ ব্যান্ডে ১৭৪-২৩০ মেগাহার্জ তরঙ্গ ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে এনালগ ব্রডকাস্টিং সিস্টেম অবলুপ্ত হচ্ছে এবং এর পরিবর্তে অধিক সুবিধা সম্পন্ন ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম প্রবর্তন হচ্ছে। ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে তরঙ্গ দক্ষতা অধিক হওয়ায় সমপরিমাণ তরঙ্গে অধিক সংখ্যক টেলিভিশন চ্যানেল প্রদান করা যায়। এছাড়া ভবিষ্যতে এনালগ ব্রডকাস্টিং সিস্টেম নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসকল যন্ত্রপাতির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বাংলাদেশে এনালগ থেকে ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে সুইচওভারের লক্ষ্যে বিটিআরসি ইউএইচএফ ব্যান্ডে ৫২২-৬৯৮ মেগাহার্জ তরঙ্গ সংরক্ষণের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ভবিষ্যতে এর ফলে বিভিন্ন টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানসমূহ এই তরঙ্গ ব্যাবহার করে ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম এর মাধ্যমে ছবি ও শব্দের উন্নততর মান, ইন্টারএক্টিভিটি, ভিডিও অন ডিমান্ড এবং ডাটাকাস্টিং সহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং

মূলত তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বেসরকারিভাবে স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং-এর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় এর অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে সংশ্লিষ্ট স্যাটেলাইট টেলিভিশনকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এখন পর্যন্ত ৩৪ টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন এর অনুকূলে ৫.৮৫-৬.৪২৫ গিগাহার্জ ব্যান্ডে

৬/৯/১২ মেগাহার্জ এর স্যাটেলাইট এর আপলিংক তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরও নতুন ১০ টি প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তরঙ্গ বরাদ্দকৃত স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের নামগুলি নিম্নরূপঃ

ক্রম	টেলিভিশন চ্যানেলের নাম	ক্রম	টেলিভিশন চ্যানেলের নাম
১	বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)	১৮	সময় টেলিভিশন লিঃ
২	বিটিভি ওয়ার্ল্ড	১৯	একাত্তর মিডিয়া লিঃ
৩	দিগন্ত মিডিয়া লিঃ (দিগন্ত টিভি)	২০	মোহনা টেলিভিশন লিঃ
৪	মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (এটিএন বাংলা)	২১	মাই টিভি
৫	একুশে টেলিভিশন লিঃ	২২	এস এ টেলিভিশন লিঃ
৬	ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিঃ (চ্যানেল আই)	২৩	ভারগো মিডিয়া লিঃ (চ্যানেল ৯)
৭	ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন লিঃ (এনটিভি)	২৪	গাজী টেলিভিশন লিঃ
৮	ন্যাশনাল টেলিভিশন লিঃ (আরটিভি)	২৫	বিজয় টেলিভিশন লিঃ
৯	শ্যামল বাংলা মিডিয়া লিঃ (বাংলা ভিশন)	২৬	টাইমস মিডিয়া লিঃ
১০	বৈশাখী মিডিয়া লিঃ	২৭	এশিয়ান টেলিকাস্ট লিঃ
১১	দেশ টেলিভিশন লিঃ	২৮	বার্ডস আই মাস মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন লিঃ(গানবাংলা)
১২	ইসলামিক টেলিভিশন লিঃ	২৯	কাজী মিডিয়া লিঃ
১৩	ফোকাস মাল্টিমিডিয়া লিঃ(সি এস বি)	৩০	রংধনু মিডিয়া লিঃ
১৪	যমুনা টেলিভিশন লিঃ	৩১	এ টিভি লিঃ (এটিভি)
১৫	এটিএন নিউজ লিঃ	৩২	বারিন্দ মিডিয়া লিঃ
১৬	ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন লিঃ	৩৩	জাদু মিডিয়া লিঃ
১৭	মাছরাঙ্গা টেলিভিশন লিঃ	৩৪	ইস্ট ওয়েষ্ট মিডিয়া গ্রুপ লিঃ

এখানে উল্লেখ্য যে, সারাবিশ্বে বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে বাংলাদেশের খবর ও সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের অভিযোগে ফোকাস মাল্টিমিডিয়া লিঃ (সিএসবি) ও চ্যানেল ওয়ান-এর সম্প্রচার তরঙ্গ বাতিল এবং দিগন্ত মিডিয়া লিঃ (দিগন্ত টিভি) ও ইসলামিক টেলিভিশন লিঃ-এর সম্প্রচার তরঙ্গ স্থগিত করা হয়েছে।

এফএম রেডিও ব্রডকাষ্টিং

বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহজলভ্য গণযোগাযোগ মাধ্যম। খুব সহজেই এ মাধ্যমের সাহায্যে দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে জরুরী খবর, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সংবাদ এবং বিনোদন পৌঁছে দেয়া সম্ভব। বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের পক্ষে জনমত তৈরী, শিক্ষার প্রসার ঘটানো, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া অতি সহজসাধ্য। এ সকল উদ্দেশ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এফএম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের

অনুকূলে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স প্রদান করা হলে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) অনুযায়ী ৮৭.৫-১০৮ মেগাহার্জ ব্যান্ড হতে তরঙ্গ প্রদান করা হয়, যা 'এফএম ব্যান্ড' নামে পরিচিত ।

এফএম ব্যান্ডে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রচারের জন্য ২০০ কিলোহার্জ করে তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া আছে এবং একই স্থানে পারস্পরিক প্রতিবন্ধকতা (ইন্টারফেয়ারেন্স) কমানোর জন্য দুটি অপারেটরের মধ্যে ২০০ কিলোহার্জ করে তরঙ্গ খালি রাখা আছে । ফলে এফএম ব্যান্ডে সর্বমোট ৫১ টি প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ প্রদান করা সম্ভব । তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারী খাতে ২৮ টি প্রতিষ্ঠানকে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে । বিটিআরসি হতে এখন পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী খাতে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য ২৬ টি প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ প্রদান করা হয়েছে । যেসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গসমূহ বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (কেন্দ্রীয়)
১	বাংলাদেশ বেতার (চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঢাকা)	৮৮.৮০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঢাকা)	৯০.০০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ)	৯২.০০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা)	৯৭.৬০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (খুলনা)	১০০.০০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (কুমিল্লা)	১০১.২০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা, খুলনা)	১০২.০০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা, রাঙ্গামাটি)	১০৩.২০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (কুমিল্লা)	১০৩.৬০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা, রাজশাহী, বান্দরবন)	১০৪.০০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল)	১০৫.০০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (বরিশাল)	১০৫.২০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (চট্রগ্রাম, রংপুর)	১০৫.৪০ মেগাহার্জ
	বাংলাদেশ বেতার (ঢাকা)	১০৬.০০ মেগাহার্জ
২	রেডিও ফুর্তি লিঃ	৮৮.০০ মেগাহার্জ
৩	ইউনিওয়েভ ব্রডকাষ্টিং লিঃ (রেডিও আমার)	৮৮.৪০ মেগাহার্জ
৪	এবিসি রেডিও	৮৯.২০ মেগাহার্জ
৫	রেডিও ব্রডকাষ্টিং এফএম লিঃ (রেডিও টুডে)	৮৯.৬০ মেগাহাজ
৬	ঢাকা এফএম লিঃ	৯০.৪০ মেগাহার্জ
৭	এশিয়ান রেডিও লিঃ	৯০.৮০ মেগাহার্জ
৮	রেডিও ধ্বনি লিমিটেড	৯১.২০ মেগাহার্জ

৯	পিপলস্ রেডিও লিঃ	৯১.৬০ মেগাহার্জ
১০	এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশন লিঃ (রেডিও স্বাধীন)	৯২.৪০ মেগাহার্জ
১১	গানচিল মিডিয়া লিঃ (রেডিও ভূমি)	৯২.৮০ মেগাহার্জ
১২	এনরিচ নেট (প্রাঃ) লিমিটেড (রেডিও নেক্সট)	৯৩.২০ মেগাহার্জ
১৩	ভিশন টেকনোলজিস লিমিটেড (রেডিও দিন রাত)	৯৩.৬০ মেগাহার্জ
১৪	আরাফ এ্যাপারেলস্ (রেডিও ঢোল)	৯৪.০০ মেগাহার্জ
১৫	একেসি (প্রাইভেট) লিঃ (জাগো এফএম)	৯৪.৪০ মেগাহার্জ
১৬	বাংলা রেডিও	৯৫.২০ মেগাহার্জ
১৭	ইনোভিশন (রেডিও এডজ)	৯৫.৬০ মেগাহার্জ
১৮	মিডিয়া সিটি লিঃ (সিটি এফএম)	৯৬.০০ মেগাহার্জ
১৯	রেডিও মাসালা লিঃ (রেডিও মাসালা)	৯৬.৪০ মেগাহার্জ
২০	সিআইইউএস প্রাঃ লিঃ (রেডিও সিআইইউএস)	৯৬.৮০ মেগাহার্জ
২১	ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিমিটেড (টাইমস রেডিও)	৯৭.২০ মেগাহার্জ
২২	রাতুল মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন লিঃ (দেশ রেডিও)	৯৮.০০ মেগাহার্জ
২৩	রেডিও ৭১ লিমিটেড	৯৮.৪০ মেগাহার্জ
২৪	মিডিয়া টুডে লিমিটেড (রেডিও সিটি)	৯৯.৬০ মেগাহার্জ
২৫	ধানসিঁড়ি কমিউনিকেশন লিঃ (রেডিও একটিভ)	১০০.৪০ মেগাহার্জ
২৬	টিউন বাংলাদেশ (কালারস এফএম)	১০১.৬০ মেগাহার্জ

এছাড়া, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৩ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিটিআরসি হতে তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ঃ

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	ইষ্ট ওয়েষ্ট মিডিয়া গ্রুপ লিঃ (রেডিও ক্যাপিটাল)
২	রেডিও মাস্তি
৩	গোল্ড এফএম

উল্লেখ্য, কমিশনের স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার অনুসন্ধানে এফএম রেডিও স্টেশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিলক্ষিত হলে এফএম রেডিও স্টেশনগুলোকে সতর্ক করা হয়। ফলে নিয়মিত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে এফএম রেডিও স্টেশনসমূহ কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গে সঠিকভাবে সম্প্রচার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে।

কমিউনিটি রেডিও ব্রডকাস্টিং

নির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থানে বসবাসকারী, সমধর্মী কিছু লোকজ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যর অধিকারী জনগোষ্ঠীকে তথ্য সেবাদানের মাধ্যমে জীবন বিকাশের সুযোগ তৈরী করার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮ প্রণয়ন করা হয় । এ নীতিমালার আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বমোট ৩১ টি প্রতিষ্ঠানকে কমিউনিটি রেডিও'র অনুমোদন/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে । তন্মধ্যে ১৬ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) অনুযায়ী ৮৭.৫-১০৮ মেগাহার্জ ব্যান্ড হতে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয় । তথ্য মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৬টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ নিম্নরূপে বরাদ্দকৃত ঃ

ক্রমিক নং	কমিউনিটি রেডিওর নাম	সম্প্রচারের এলাকা	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ
০১.	আরডিআরএস বাংলাদেশ	কুড়িগ্রাম	৯৯.২০ মেগাহার্জ
০২.	সিসিডি বাংলাদেশ	রাজশাহী	
০৩.	ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন	চট্টগ্রাম	
০৪.	ব্র্যাক	মৌলভীবাজার	
০৫.	এলডিআরও	বগুড়া	
০৬.	নলতা হসপিটাল এন্ড কমিউনিটি হেলথ কমপ্লেক্স	সাতক্ষীরা	
০৭.	বরেন্দ্র রেডিও	নওগাঁ	
০৮.	সৃজনী বাংলাদেশ	ঝিনাইদহ	
০৯.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	বরগুনা	
১০.	ইসি বাংলাদেশ	মুন্সিগঞ্জ	
১১.	একলাব	টেকনাফ	
১২.	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা	নোয়াখালী	
১৩.	ব্রডকাস্টিং এশিয়া অব বাংলাদেশ	খুলনা	৯৮.৮০ মেগাহার্জ
১৪.	প্রয়াস **মানব উন্নয়ন সোসাইটি**	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
১৫.	ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার	বরগুনা	
১৬.	কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট ট্রাস্ট)	ভোলা	৯৯.০০ মেগাহার্জ

এছাড়া, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বেসরকারী মালিকানায় কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ১৬ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিটিআরসি হতে তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	কমিউনিটি রেডিওর নাম	সম্প্রচারের এলাকা
১	নজরুল স্মৃতি সংসদ (এসএসএস)	বরগুনা
২	প্রগতি (পিপলস) রিসার্চ অন গ্রাসরুট ওনারশীপ এন্ড ট্রেডিশনাল ইনিয়েসিটিভ	সাতক্ষীরা
৩	বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টা	রাজশাহী
৪	অপরাজেয়-বাংলাদেশ	রংপুর
৫	বাংলা জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)	টাঙ্গাইল
৬	ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এফেয়ার্স (আইডিয়া)	সিলেট
৭	এসকেএস ফাউন্ডেশন	গাইবান্ধা
৮	ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)	সুনামগঞ্জ
৯	সজাগ (সমাজ ও জাতিগঠন)	ঢাকা
১০	সেচ্ছাসেবী বহুমুখী মহিলা সমাজ কল্যান (এসবিএসএসএস)	রাজশাহী
১১	কর্মজীবী নারী	কুষ্টিয়া
১২	বন্ধন সোসাইটি	কিশোরগঞ্জ
১৩	জ্যোতি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	কুষ্টিয়া
১৪	পটুয়াখালী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও)	পটুয়াখালী
১৫	কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট ট্রাস্ট)	কক্সবাজার
১৬	প্রোগ্রাম ফর ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (পেস্‌ড)	বগুড়া

কমিউনিটি রেডিও এর ক্ষেত্রে ট্রান্সমিটারের আউটপুট পাওয়ার ১০০ ওয়াট এবং এর কভারেজ এরিয়া ১৭ কিলোমিটার অনুমোদিত। কমিউনিটি রেডিও'র সুফলের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এর ট্রান্সমিটারের আউটপুট পাওয়ার ১০০ ওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০ ওয়াট করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আউটপুট পাওয়ার বৃদ্ধি করা হলে কমিউনিটি রেডিও'র কভারেজ এরিয়া আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আরও বেশী জনগণকে এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে। যেহেতু কমিউনিটি রেডিও সমূহ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেবা প্রদান করবে সেজন্য বর্তমানে ০৩ টি এফএম তরঙ্গ, যার প্রতিটির ব্যান্ডউইথ্ ২০০ কিলোহার্জ করে, পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। সেগুলো হলো ৯৮.৮০ মেগাহার্জ, ৯৯.০০ মেগাহার্জ এবং ৯৯.২০ মেগাহার্জ।

প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস

প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস এর সংক্ষিপ্ত রূপ "পিএমআর"। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও ইংল্যান্ডে প্রাইভেট মোবাইল রেডিও, উত্তর আমেরিকায় ল্যান্ড মোবাইল রেডিও নামেও পরিচিত, যা মূলতঃ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত যোগাযোগ পদ্ধতি। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস একটি দ্বি-মুখী বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) রেগুলেশন ও বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) অনুযায়ী এইচএফ (৩-৩০ মেগাহার্জ) ব্যান্ড ও ভিএইচএফ (৩০-৩০০ মেগাহার্জ) ব্যান্ডের তরঙ্গ প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিসে ওয়াকি-টকির জন্য নির্ধারিত। তাছাড়া ইউএইচএফ (৩০০-৩০০০ মেগাহার্জ) ব্যান্ডের কিছু অংশও প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি সিটিজেন ব্যান্ডের জন্য ২৬-২৭ মেগাহার্জ ও এসবিআর অর্থাৎ শর্ট বিজনেস রেডিও এর জন্য ২৪৫-২৪৬ মেগাহার্জ তরঙ্গ শেয়ার্ড বেসিসে রিপিটার ছাড়া শুধুমাত্র ওয়াকি-টকি টু ওয়াকি-টকি যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উপরের সকল ক্ষেত্রে এই সার্ভিসের জন্য ১২.৫ কিলোহার্জ তরঙ্গ ব্যান্ডউইথ্ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পিএমআর এর ব্যবহার

কার্যকর, নিরবিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ যোগাযোগের জন্য তরঙ্গ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সরকারের নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, জাতিসংঘ মিশন, দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওয়াকি-টকি নামক বেতার যন্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যান্ডে ৪২৫ (চারশত পঁচিশ) টি প্রতিষ্ঠানকে এই সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া আছে। তন্মধ্যে বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানই এইচএফ ব্যান্ড, ভিএইচএফ ব্যান্ড ও ইউএইচএফ ব্যান্ডে বেস ও রিপিটারসহ ওয়াকি-টকি ব্যবহার করে থাকে। ২০১৪-২০১৫ বছরে ২৪ টি প্রতিষ্ঠানকে ইউএইচএফ ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ৫১টি প্রতিষ্ঠানকে এসবিআর ও সিবি ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, অল্প পরিসরে যোগাযোগের জন্য। এছাড়াও ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান অনুযায়ী ০২ টি প্রতিষ্ঠানকে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট এর কাজ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ভিএইচএফ ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত সুবিধার জন্য দিন দিন পিএমআর এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে ঃ

১. পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা
২. গোপনীয়তা রক্ষা
৩. পুশ-টু টক সুবিধা
৪. বিস্তৃত কভারেজ এরিয়া
৫. নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা
৬. এইচএফ, ভিএইচএফ ও ইউএইচএফ ফ্রিকোয়েন্সী ব্যান্ডে ব্যবহার
৭. সর্বোপরি নিরাপদ যোগাযোগ

গভর্নমেন্টাল রেডিও সার্ভিস

সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) এ কতিপয় তরঙ্গ ব্যান্ড আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই তরঙ্গ ব্যান্ডসমূহ গভর্নমেন্টাল রেডিও ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দেশ ও দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিধান ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এই তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন (এএফডি)-এর মতামত নিয়ে বিটিআরসি কর্তৃক গভর্নমেন্টাল রেডিও ব্যান্ডের তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া হয়।

আইএসএম রেডিও সার্ভিস

দেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) অনুযায়ী ২৬.৯৫৭-২৭.২৮৩ মেগাহার্জ ও ৪০.৬৬-৪০.৭০ মেগাহার্জ ২.৪০-২.৪৮৩ গিগাহার্জ ও ৫.৭২৫-৫.৮৫০ গিগাহার্জ ব্যান্ডের তরঙ্গ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত। আইটিইউ রেডিও রেগুলেশনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) এর কার্যক্রমের নিমিত্তে ব্যবহারের জন্য এই তরঙ্গ ডি-রেগুলেটেড ব্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু টেলিযোগাযোগের জন্য এই তরঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বিটিআরসি থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। টেলিকম অপারেটর, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, সরকারী/বেসরকারী অফিস, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক রেডিও লিংকের জন্য এই তরঙ্গ শেয়ার্ড ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারগণ কর্তৃক ২.৪০-২.৪৮৩ গিগাহার্জ তরঙ্গ বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি ২.৪-২.৪৮৩ ও ৫.৭২৫-৫.৮৫০ গিগাহার্জ তরঙ্গ দ্বারা সার্ভিস প্রদানের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় স্বল্প পাল্লা এবং কম শক্তিসম্পন্ন বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে যার ফলে ব্যবহার ইচ্ছুক আবেদনকারী এই ব্যান্ড সম্পর্কে সম্মক ধারনা লাভ করতে সক্ষম হবে।

এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিস

দেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সী এ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) অনুযায়ী ভিএইচএফ ব্যান্ডের ১০৮.০০০ মেগাহার্জ থেকে ১১৭.৯৭৫ মেগাহার্জ এবং ১১৮.০০ মেগাহার্জ থেকে ১৩৬.০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ সাধারনত এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এয়ারক্রাফটসমূহ আকাশে উঠা-নামা ও চলাচল কার্যক্রম নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার জন্য এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং একইভাবে গ্রাউন্ড টু এয়ার কমিউনিকেশনের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া এয়ারক্রাফট এবং গ্রাউন্ড স্টেশনে আন্তঃযোগাযোগের জন্যও উক্ত তরঙ্গসমূহ ব্যবহার করা হয়। এই তরঙ্গসমূহ এ্যারোনটিক্যাল ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত। বর্ণিত তরঙ্গসমূহের মধ্যে ইনস্ট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) জন্য ১০৮.০০০ মেগাহার্জ থেকে ১১৭.৯৭ মেগাহার্জ এবং এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং একইভাবে গ্রাউন্ড টু এয়ার কমিউনিকেশনের জন্য ১১৮.০০ মেগাহার্জ থেকে ১৩৬.০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী ৯৬০.০০ মেগাহার্জ থেকে ১২১৫.০০ মেগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ এয়ারক্রাফটের গতিপথ ঠিক রাখা এবং দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নতুন ০১ টি প্রতিষ্ঠান বিটিআরসির এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিসের আওতাভূক্ত হয়েছে। নতুন ০১ টি প্রতিষ্ঠানসহ দেশী-বিদেশী মিলে সর্বমোট ৪৯ টি প্রতিষ্ঠানকে বিটিআরসি এ্যারোনটিক্যাল ব্যান্ডের তরঙ্গ ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে। এয়ারলাইনস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত সরকারী রাজস্ব কমিশনকে পরিশোধের মাধ্যমে প্রতিটি এয়ারক্রাফটের অনুকূলে কলসাইন ও রেডিও ইকুইপমেন্ট পরিচালনার জন্য লাইসেন্স নিয়ে থাকে।

মেরিটাইম রেডিও সার্ভিস

আইটিইউ রেডিও রেগুলেশনের অ্যাপেন্ডিক্স ১৭ ও ১৮ তে বর্ণিত এইচএফ ও ভিএইচএফ ব্যান্ডের তরঙ্গ মেরিটাইম সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত। মেরিটাইম অপারেশনের নিমিত্তে ডিসট্রেস-কলিং ও সেফটি সার্ভিসের জন্য ফিক্সড ২১৮২ কিলোহার্জ ও ১৫৬.৮০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়া এইচএফ ব্যান্ডের আওতাভূক্ত ৪১১৬ ও ৮২০৭ কিলোহার্জ (প্রতিটির ব্যান্ডউইথ ৩ কিলোহার্জ) এবং ভিএইচএফ মেরিন ব্যান্ডের আওতাভূক্ত ১৫৬.৩২৫ ও ১৫৭.৩৭৫ মেগাহার্জ (প্রতিটির ব্যান্ডউইথ ২৫ কিলোহার্জ) ক্যারিয়ার তরঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২২ টি প্রতিষ্ঠানকে "License to Operate Radio Communications Equipment (Maritime)" এর জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর স্পেকট্রাম বিভাগ হতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বর্তমানে কোষ্টাল স্টেশনের সাথে

সমুদ্রগামী জাহাজে যোগাযোগের জন্য অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তি জিএমডিএসএস বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক বাংলাদেশে ডিফারেনসিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস) প্রতিস্থাপন করা হয়। এই সিস্টেমের কার্যকর ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের যে কোন স্থানের ভূ-অবস্থান নির্ণয়, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, নৌ-চলাচল, ড্রেজিং এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুত ও নির্ভূলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

স্যাটেলাইট সার্ভিস

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন আধুনিক টেলিযোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। স্যাটেলাইটের ব্যবহার টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করতে সহায়তা করেছে। টেলিযোগাযোগের পাশাপাশি অন্যান্য স্যাটেলাইট রেডিও সার্ভিস যেমন ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট, মেটেরোলজিক্যাল স্যাটেলাইট, রেডিও লোকেশন স্যাটেলাইট, রেডিও ডিটারমিনেশন স্যাটেলাইট, আর্থ এক্সপ্লোরেশন স্যাটেলাইট, এ্যারোনটিক্যাল স্যাটেলাইট, মেরিটাইম স্যাটেলাইট, স্পেস-রিসার্চ স্যাটেলাইট স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশই নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে টেলিকমিউনিকেশন, ব্রডকাস্টিং, মেটোরিওলজি, প্রতিরক্ষা, টেলিমেডিসিন এবং গবেষণা ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

বাংলাদেশের নিজস্ব কোন স্যাটেলাইট না থাকলেও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করার জন্য সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে বিটিআরসি একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সে অনুযায়ী প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিটিআরসি "Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting Satellite" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটির প্রাথমিক ডিজাইন, সম্ভাব্য ব্যয়, বাজার সমীক্ষা, গ্রাহক সংখ্যা, স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য কোম্পানীর রূপরেখা ইত্যাদি সম্পন্ন করে। গত মার্চ, ২০১৫ তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম টার্ন-কি প্রকিউরমেন্টের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, চীন এবং ভারতের ছয়টি প্রতিষ্ঠান উক্ত দরপত্র ক্রয় করে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও চীন এর চারটি প্রতিষ্ঠান জমা দেয়। বর্তমানে উক্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভিস্যাট সার্ভিস

ভিস্যাট (Very Small Aperture Terminal) হলো ছোট এ্যান্টেনা ও স্যাটেলাইট টার্মিনাল ইকুইপমেন্ট এর সমন্বয়ে গঠিত বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর সাহায্যে পৃথিবীর যেকোন স্থান হতে খুব সহজেই অরবিটাল স্যাটেলাইট ব্যবহার করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্রডব্যান্ড ও ন্যারোব্যান্ড ওয়্যারলেস সার্ভিসের মাধ্যমে উচ্চগতির

ডাটা ও ভয়েস সার্ভিস প্রদান করা যায়। ইহা টেরিস্ট্রিয়াল এর বিকল্প হিসাবে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। ভিস্যাট প্রযুক্তি যেকোন বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ব্যয়সাশ্রয়ী স্বতন্ত্র কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ভিস্যাট নেটওয়ার্ক ভ্যালু এ্যাডেড সাটেলাইট নির্ভর সার্ভিস প্রদান করে যার মাধ্যমে ইন্টারনেট, ডাটা, ল্যান, ভয়েস/ফ্যাক্স সুবিধা পাওয়া সম্ভব এবং শক্তিশালী, বিশ্বস্ত প্রাইভেট এবং পাবলিক নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন ব্যবস্থাও প্রদান করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ০৩ (তিন) টি ভিস্যাট প্রোভাইডার (হাব লাইসেন্স), ১২ (বার) টি ভিস্যাট প্রোভাইডার লাইসেন্স, ২৯ (উনত্রিশ) টি ভিস্যাট ইউজার, লাইসেন্সধারী সংস্থা আছে। ভিস্যাট প্রোভাইডার (হাব লাইসেন্স) লাইসেন্সধারী স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এর মাধ্যমে গ্রাহককে যেমন দূতাবাস, কর্পোরেট অফিস, ব্যাংক, ব্রাঞ্চ ইত্যাদি সমূহকে সেবা প্রদান করে থাকে। ডাটা সার্কিট এর জন্য, সিমেট্রিক সার্ভিসের এর ক্ষেত্রে রিমোট টার্মিনাল ব্যান্ডউইথ ৫১২ কিলোবিটস/সেকেন্ড এবং এ্যাসিমেট্রিক সার্ভিসের এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডাউন লিংক রিমোট টার্মিনাল ব্যান্ডউইথ ২০৪৮ কিলোবিটস/সেকেন্ড। ভিস্যাট এর কমিউনিকেশনের চিত্র দেখানো হলো ঃ-

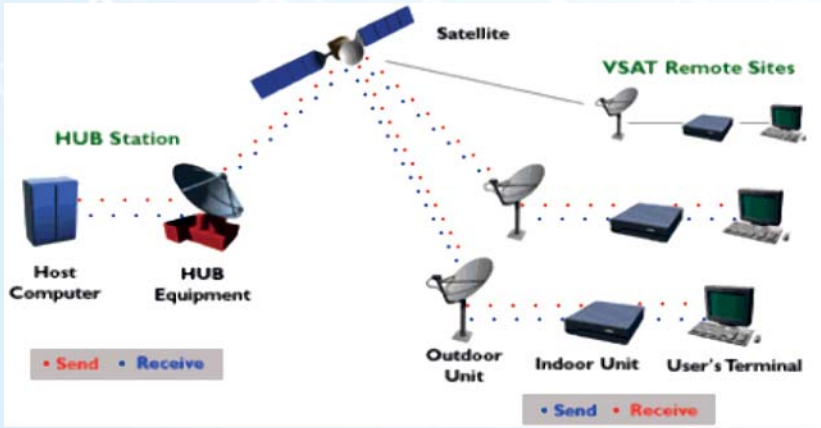

চিত্রঃ ভিস্যাট যোগাযোগ সিস্টেম

অ্যামেচার রেডিও সার্ভিস

অ্যামেচার রেডিও (হ্যাম রেডিও হিসেবেও পরিচিত) সাধারনত নির্দিষ্ট বেতার তরঙ্গে নিজস্ব বিনোদন, অবানিজ্যিকভাবে তথ্য আদানপ্রদান, গবেষণা, ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ এবং জরুরী অবস্থায় ব্যবহৃত একটি টেলিযোগাযোগ সার্ভিস। 'অ্যামেচার' সাধারণত আর্থিক সংশ্লিষ্টতাবিহীন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহী ব্যবহারকারীকে বাণিজ্যিক ব্রডকাস্টিং, জননিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থা (পুলিশ, ফায়ারব্রিগেড) অথবা পেশাদার টু-ওয়ে সার্ভিস (মেরিটাইম, অ্যাভিয়েশন ইত্যাদি) হতে পৃথক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। দৈব দুর্বিপাক, জরুরী অবস্থায় অ্যামেচার রেডিও সার্ভিস টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে ভূমিকা রাখে। অ্যামেচার রেডিও পরিচালনা করার জন্য বিটিআরসি থেকে এইচএফ ও ভিএইচএফ ব্যান্ডের তরঙ্গসহ কল-সাইন বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমানে ১৪৪ জন ব্যক্তি অ্যামেচার রেডিও লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই রেডিও পরিচালনা করছে। অ্যামেচার রেডিও

ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটিআরসি গত বছর অ্যামেচার রেডিও লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্তে পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। গত ১৭-০৬-২০১৫ ইং তারিখে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষনা করা হয়েছে, যাতে ১৪৭ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। উক্ত প্রার্থীদের সনদপত্র এবং অ্যামেচার রেডিও লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বেতার যন্ত্রপাতি আমদানীর অনাপত্তিপত্র জারীকরণ

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে অতি দ্রুততম সময়ে যোগাযোগের জন্য বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইনের ৫৫ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তরঙ্গ ও বেতার যন্ত্রপাতি আমদানী ও ব্যবহারে অনাপত্তি প্রদান করা স্পেকট্রাম বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বেতারযন্ত্র আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানী নীতিমালা অনুযায়ী বিটিআরসি'র পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয়। বিটিআরসির পূর্বানুমোদন ব্যাতিরেকে বেতারযন্ত্রপাতি আমদানি করা আইন পরিপন্থী। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কারাদন্ডসহ আর্থিক শাস্তির বিধান থাকায় আমদানির অনাপত্তি গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জনসাধারণের সুবিধার্থে বেতারযন্ত্র আমদানির আবেদনের প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি বিটিআরসির ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। বেতারযন্ত্রপাতি আমদানির জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই পূর্বক আমদানীর অনাপত্তিপত্র জারি করা হয়ে থাকে।

বেতার সরঞ্জামাদি আমদানি ও সরবরাহকারী তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান

বিশ্বের গুটিকয়েক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম যার সক্রিয় মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২৫ মিলিয়নের বেশী। ফলে বাংলাদেশেও মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগনের স্বার্থে সঠিক IMEI যুক্ত ও মানসম্মত মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানি ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে স্পেকট্রাম বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বেতার সরঞ্জামাদি আমদানি ও সরবরাহকারী তালিকাভুক্তি সনদ এর আওতায় মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/অন্যান্য বেতারযন্ত্র আমদানীকারকদের নিবন্ধিত করা হয়। এই ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে তালিকাভূক্ত/নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে সকল বেতারযন্ত্র তথা HF, VHF, UHF, Walkie-Talkie, Base/Repeaters, Cellular Mobile Phone, Fixed Wireless Phone ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হয়। এ বছর ৬০ টির বেশী প্রতিষ্ঠানকে বেতার সরঞ্জামাদি আমদানি ও সরবরাহকারী তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

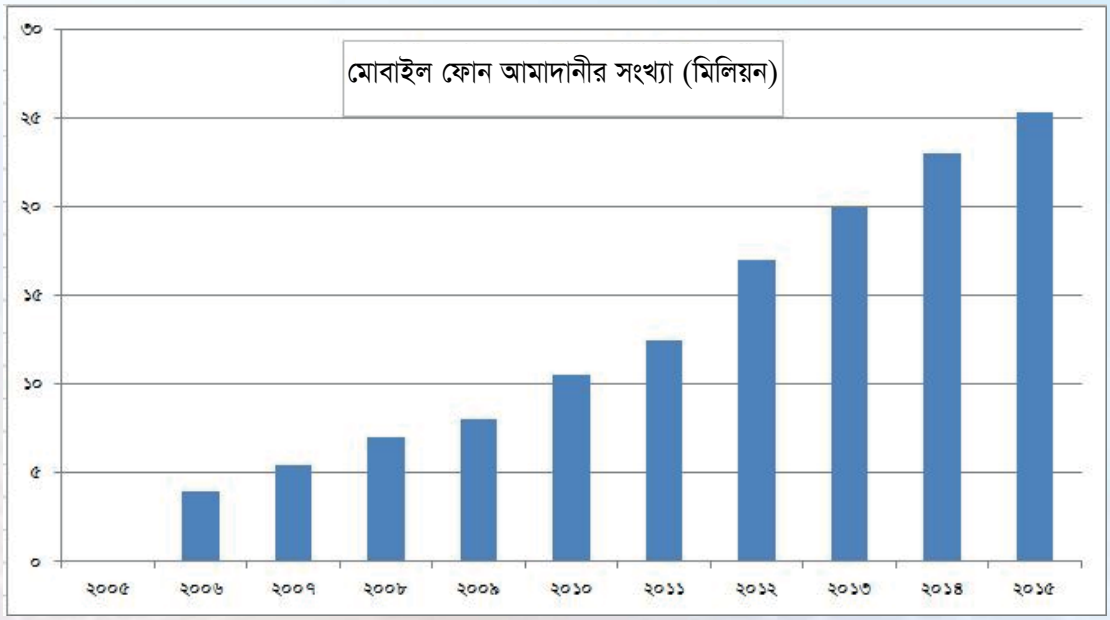

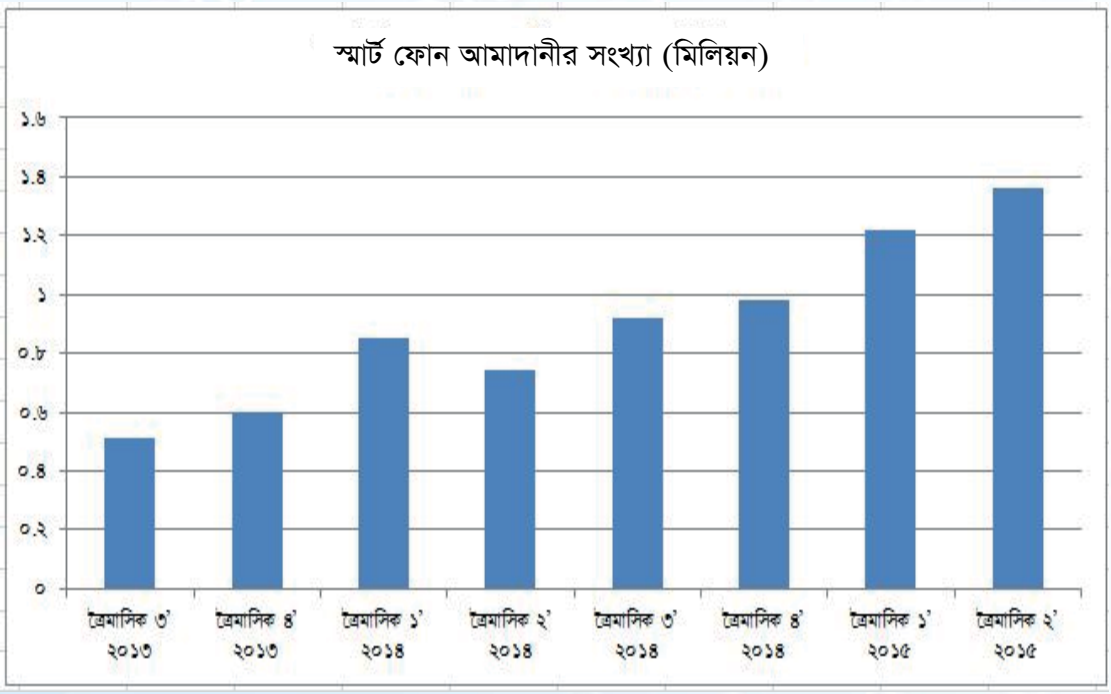

বিবিধ কার্যক্রম

গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে স্পেকট্রাম বিভাগ থেকে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যার মধ্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডাইরেক্ট টু হোম সেবা প্রদান এবং এ্যামেচার সার্ভিসের নির্দেশিকা অন্যতম। এ সকল নির্দেশিকা তৈরির পাশাপাশি বিদ্যমান এফএম রেডিও সম্প্রচার নীতিমালার কারিগরী দিক সমূহ পুনর্মূল্যায়নের কাজ করা হচ্ছে। স্পেকট্রাম বিভাগের পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেশে আরও নতুন মনিটরিং স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যাচাইকল্পে বিটিআরসি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে দুই (০২) টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখিত নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের আধুনিকায়নের পাশাপাশি এ খাত আরো সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে দেশের সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সুবিধা সম্পন্ন Handset ব্যবহার করছে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে সঠিক ও উন্নতমানের Handset প্রদানের জন্য BTRC কর্তৃক উদ্যোগে বাংলাদেশ মোবাইল ফোন আমদানীকারকগণ সার্ভিস প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সুবিধা চালু করা হলে যে কোন Handset ক্রয় করার পূর্বে এর গুণগতমান সঠিকতা ও ওয়ারেন্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। এছাড়া এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ তাদের ক্রয়কৃত Handset সমূহের বিভিন্ন পরিসেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখা

বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ পরিবীক্ষণের প্রয়োজনে ২০০৯ সালে তৎকালীন "স্ট্রেংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি"- নামক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বগুড়া ও রংপুরে ০৬ টি ফিক্সড মনিটরিং ষ্টেশন এবং ০৫ টি মোবাইল মনিটরিং ষ্টেশনসহ স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট ও মনিটরিং সিস্টেম ক্রয় করা হয়। এই সিস্টেমের দ্বারা ২০ মেগাহার্জ থেকে ৩ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়। বর্তমানে এই সিস্টেমের সাহায্যে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে খালি তরঙ্গের অন্য কোন অবৈধ ব্যবহারকারীর অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অপারেটরের ট্রান্সমিটার সনাক্ত করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ সাধনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। বাংলাদেশেও বিগত বছরগুলোতে টেলিযোগাযোগ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যার ফলে একদিকে গ্রাহক সংখ্যা যেমন বেড়ে চলেছে অন্যদিকে উচ্চতর ব্যান্ডে নিত্যনতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব ও এর ব্যাপকতা বিবেচনায় বিটিআরসি'র বিদ্যমান সিস্টেমটির আধুনিকায়নের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সক্ষমতা ও নতুন প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি পরিবীক্ষণের জন্য বিদ্যমান মনিটরিং সিস্টেমটির আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি'র মনিটরিং সিস্টেমটির আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১০ টি হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং দূর্গম এলাকায় তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায়শই দূরূহ হয়ে পড়ে। এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বর্ণিত স্থানে খুব সহজেই তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও কাঙ্খিত তরঙ্গের উৎস সনাক্ত করা সম্ভব হবে। উক্ত ১০ টি হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং যন্ত্রপাতি ক্রয় এর পাশাপাশি বিটিআরসি'র বিদ্যমান স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট ও মনিটরিং সিস্টেমটি আপগ্রেডেশনের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরেও বিটিআরসি'র তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বেশ কিছু তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তরঙ্গ ব্যবহারকারী বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সাপ্তাহিক তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ সালে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখা বিভিন্ন ব্যান্ডে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

নিম্নে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ঃ-

১। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১২১.৮ মেগাহার্জ তরঙ্গে রেডিও ভূমির (৯২.৮ মেগাহার্জ) দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে। এই পরিবীক্ষণে বিটিআরসি, বিমান বাহিনী ও রেডিও ভূমির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সমস্যাটির সমাধানকল্পে রেডিও ভূমির ট্রান্সমিশন এর প্যাটার্ন পরিবর্তনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

২। বেসরকারী এফএম অপারেটর রেডিও স্বাধীন এর বরাদ্দকৃত তরঙ্গে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের স্থলে নয়েজের পাশাপাশি অন্য একটি এফএম রেডিও অপারেটর ঢাকা এফএম এর সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান শোনা যাচ্ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশদভাবে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করে ঢাকা এফএম কে প্রয়োজনীয় ফিল্টার স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান এবং পরবর্তীতে ফিল্টার স্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়।

৩। বিটিসিএল এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের ১৯০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডে CDMA WLL সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গ নির্ণয় করা হয়েছে।

৪। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরনের স্বার্থে (এয়ার টু গ্রাউন্ড/ গ্রাউন্ড টু এয়ার যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত) ব্যবহৃত ইমারজেন্সি তরঙ্গের মধ্যে ১২১.৫ মেগাহার্জ তরঙ্গে ক্ষতিকর তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ পাওয়া যায়। এর প্রেক্ষিতে বিটিআরসি'র তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দলের সদস্যগণ শাহজালাল বিমান বন্দরের অভ্যন্তরস্থ একটি পরিত্যক্ত ডিসি-১০ বিমান হতে ট্রান্সমিশন হচ্ছে মর্মে সনাক্ত করে। পরবর্তীতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতার উৎসটি অপসারনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়।

৫। বিডব্লিউএ অপারেটর অজের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লিঃ (কিউবি) এর তরঙ্গে লালবাগ, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, পুরাতন ঢাকা ও পাশ্ববর্তী এলাকায় সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা হয়েছে।

৬। নাটোর জেলায় মোবাইল অপারেটর এয়ারটেলের থ্রিজি তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ট্রান্সমিটার সনাক্ত করা হয়েছে।

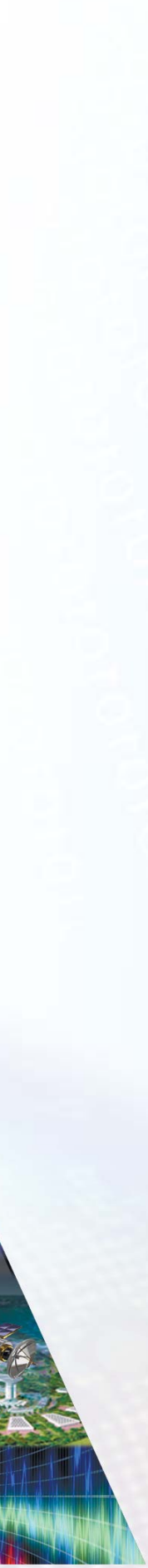

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশনস্ বিভাগ

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অপারেশনস্ বিভাগ

টেলিকম সেক্টরের বিভিন্ন সিস্টেম স্থাপন, পরিচালন, রক্ষনাবেক্ষন, টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং এর সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ (ইএন্ডও) বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বিভাগ টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিষয়ক নির্দেশনা জারী করে এবং আন্তঃসংযোগ বিষয়ক বিভিন্ন বিরোধের নিস্পত্তি করে থাকে। এছাড়া এ বিভাগ লাইসেন্সিং নীতিমালার কারিগরী প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে। ইএন্ডও বিভাগ গেটওয়ে অপারেটর এবং এএনএস (ANS) অপারেটরদের ব্যান্ডউইথ বন্টন ও পর্যবেক্ষণ করে। এই বিভাগ নন-রেডিও যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান করে এবং যথাযথ রাজস্ব আদায়ে কমিশনকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ইএন্ডও বিভাগ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সূচক নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অবৈধ VoIP রোধকল্পে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে দেশে বৈধ পথে আন্তর্জাতিক ট্রাফিক বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ বিভিন্ন গেটওয়ে এবং ANS অপারেটরদের প্রয়োজনানুযায়ী ন্যাশনাল সিগন্যালিং পয়েন্ট কোড (NSPC) বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এ বিভাগ দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামো নির্মাণ পর্যবেক্ষণ এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে।

ইএন্ডও বিভাগের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

থ্রিজি প্রযুক্তির প্রবর্তন

বহুল প্রত্যাশিত থ্রিজি সেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে থ্রিজি নিলামের মাধ্যমে ৪টি মোবাইল ফোন অপারেটরকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া হয়। তবে টেলিটক অক্টোবর,২০১২ থেকে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা দিয়ে আসছে। থ্রিজি লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল অপারেটরের থ্রিজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যেই সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরের সকল বিভাগীয় শহরে এবং গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও উপজেলা শহরে থ্রিজি নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। আশা করা যায় নির্ধারিত ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের পূর্বেই সকল জেলা সদরে থ্রিজি মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য যে, জুন ২০১৫ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ০১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮৮ হাজার থ্রিজি গ্রাহক রয়েছে। বিগত ১২ মাস অর্থাৎ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত থ্রিজি গ্রাহক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

থ্রিজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা		
মাস	গ্রাহক সংখ্যা	বৃদ্ধির হার
জুলাই- ১৪	৪,৮৪৪,৫৪৭	-
আগস্ট- ১৪	৮,১৫৭,১৩০	৬৮%
সেপ্টেম্বর- ১৪	৯,৬৩৮,৭২৮	১৮%
অক্টোবর- ১৪	১০,৩০৭,৫৪৬	৭%
নভেম্বর- ১৪	১০,৭৯৮,৩১১	৫%
ডিসেম্বর- ১৪	১১,১৮৩,১৮৯	৪%
জানুয়ারী- ১৫	১১,৩০৭,৫৪৫	১%
ফেব্রুয়ারী- ১৫	১১,৫০৩,৪২৯	২%
মার্চ- ১৫	১২,২৯৭,০৩৭	৭%
এপ্রিল- ১৫	১৬,৬৭১,৯৩১	৩৬%
মে- ১৫	১৭,৪২৪,৪০১	৫%
জুন- ১৫	১৭,৯৮৮,২৩১	৩%

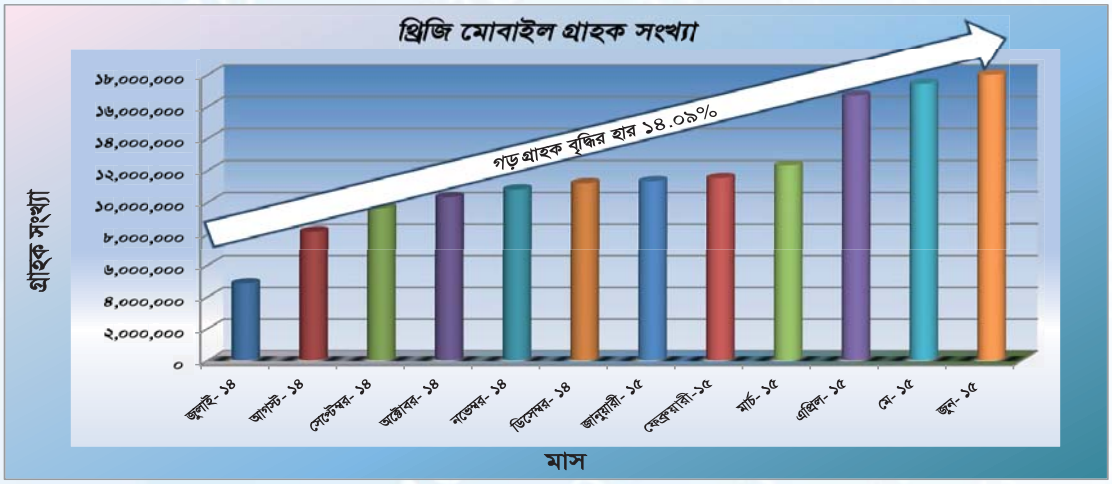

২জি প্রযুক্তিতে সেবার ক্ষেত্রে যেখানে সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ কেবিপিএস সেখানে থ্রিজি এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫১২ কেবিপিএস এবং সর্বোচ্চ ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। থ্রিজি সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা সম্ভবপর হবে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে গ্রাহক ই-কর্মাস, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গর্ভনেন্স এবং টেলিকন্‌ফারেন্সর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবা সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) অপারেটর

আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বহির্গামী কল বৈধ পথে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট ২৯ টি ইন্টান্যাশনাল গেটওয়ে অপারেটর (আইজিডব্লিউ) কাজ করছে। আইজিডব্লিউ অপারেটর সমূহের মধ্যে বাংলাট্র্যাক কমিউনিকেশনস লিঃ, মির টেলিকম লিঃ, নভোটেল লিঃ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট চারটি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে অপারেটর (আইজিডব্লিউ) ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে কমিশন আরো ২৫টি আইজিডব্লিউ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

গত অর্থ বছরে আইজিডব্লিউ সমূহের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কলের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

মাস	ইনকামিং কল মিনিট	আউটগোয়িং কল মিনিট
জুলাই- ১৪	১,৮৩৯,৭৬৩,৭৬১	২৮,৬৭৪,০৬৭
আগস্ট- ১৪	১,৮০৭,৪৭৩,৪৭৭	২৮,৫৬৪,২৬৮
সেপ্টেম্বর- ১৪	২,০৯৫,১৮৭,২৯৭	৩০,০১৪,৫৫৭
অক্টোবর- ১৪	৩,২০৮,৩৮০,৯০২	৩১,৩১৫,৬১৮
নভেম্বর- ১৪	৩,১৬২,৮৬৭,০৮৪	২৭,৫১২,৭১০
ডিসেম্বর- ১৪	৩,১২৮,৬৯১,৩৯২	২৩,৫১৮,১৩৯
জানুয়ারী- ১৫	৩,১৮৯,০১৩,৫৮২	২৭,০৯৮,১৪৯
ফেব্রুয়ারী- ১৫	২,৯৫১,৫৯৯,৩৭৬	২৩,৯৫১,০৮৭
মার্চ- ১৫	৩,৫১৬,৬৮২,৪৭৮	২৭,৪০২,৭২৫
এপ্রিল- ১৫	৩,৫১৪,৪৯৮,৭৪৮	২৭,৫৯৭,৫৮১
মে- ১৫	৩,৮৩২,৩৫৫,৭৬০	২৭,৫৪৯,১৪৮
জুন- ১৫	৩,২৫২,২২১,৯৫৫	৩১,৩৯৭,০৫৬

উল্লেখ্য যে, জুলাই, ২০১৪ এ আইজিডব্লিউ মাধ্যমে আদান-প্রদানকৃত সর্বমোট আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিটের পরিমান ছিল ১,৮৩৯,৭৬৩,৭৬১ যা জুন, ২০১৫ তে ৩,২৫২,২২১,৯৫৫ কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিটের পরিমান জুলাই, ২০১৪ এ ছিল ২৮,৬৭৪,০৬৭ যা জুন, ২০১৫তে ৩১,৩৯৭,০৫৬ কল মিনিটে উন্নীত হয়েছে।

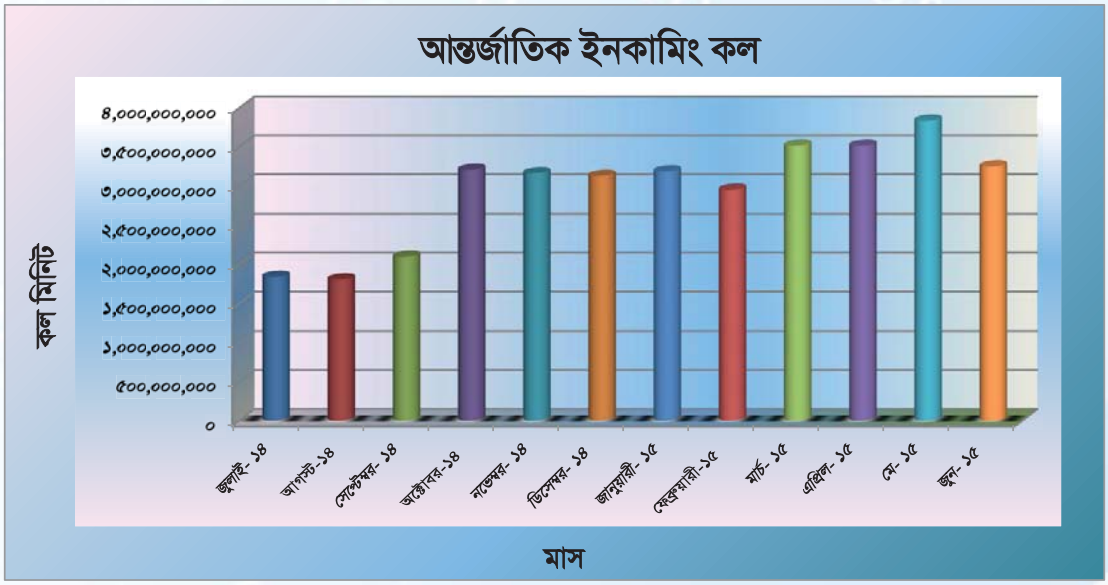

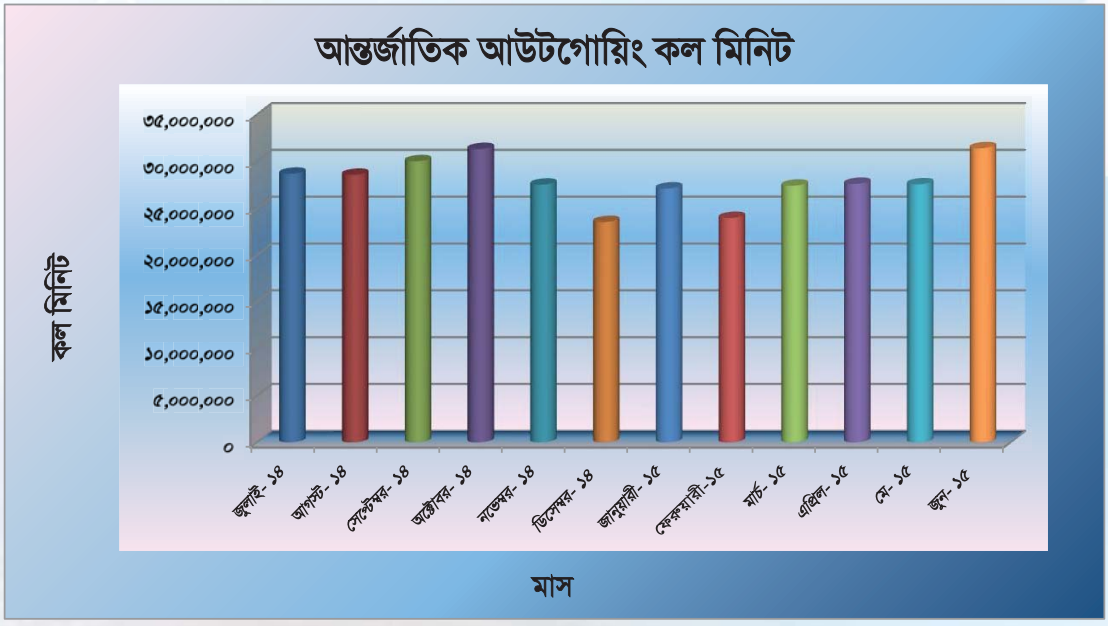

ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) অপারেটর

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট তিনটি ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ অপারেটর (আইসিএক্স) কাজ শুরু করে এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে তাদের আন্তর্জাতিক কল ব্যবস্থাপনা এবং ২০০৯ এর জানুয়ারী হতে আভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে কমিশন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আরো ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

আইসিএক্স এর মাধ্যমে কল আদান প্রদান করার ফলে ইন্টারকানেকশন সহজতর হওয়ার পাশাপাশি সরকার কর্তৃক কার্যকরভাবে মোবাইল, পিএসটিএন এবং আইপিটিএসপি অপারেটরের মধ্যকার আদান প্রদানকৃত প্রকৃত কলের পরিমান নির্ধারন করত: উক্ত তথ্যের আলোকে যথাযথ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হচ্ছে। জুলাই, ২০১৪ এ আইসিএক্স'র মাধ্যমে পরিচালিত মোট অভ্যন্তরীণ কল মিনিটের পরিমান ছিল ৫,৯৫৫,৮৫৫,৭৪৩ মিনিট যা পরবর্তিতে জুন ২০১৫ তে ৫,২৫১,৩৭৭,৫৫৮ কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। আইসিএক্স'র মাধ্যমে পরিচালিত কলের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

মাস	আভ্যন্তরীণ কল মিনিট
জুলাই- ১৪	৫,৯৫৫,৮৫৫,৭৪৩
আগস্ট- ১৪	৬,০৪৫,৫৩৯,৫০৬
সেপ্টেম্বর- ১৪	৫,৫৯৮,২২৩,১১৫
অক্টোবর- ১৪	৫,০৩৪,৯৩৪,৮৩৫
নভেম্বর- ১৪	৪,৫৮২,৬৮৭,৫৫৪
ডিসেম্বর- ১৪	৪,৭৭৭,৬৫৬,১৪৩
জানুয়ারী- ১৫	৪,৮৫৩,৪৫৪,৫১৮
ফেব্রুয়ারী- ১৫	৪,৬৮৯,৫৩৪,৫৭২
মার্চ- ১৫	৫,৩৪২,৫৪৩,৮৬৫
এপ্রিল- ১৫	৫,১৯৭,২০৯,৫৮৩
মে- ১৫	৫,৩৯৮,৫১৮,১৯৪
জুন- ১৫	৫,২৫১,৩৭৭,৫৫৮

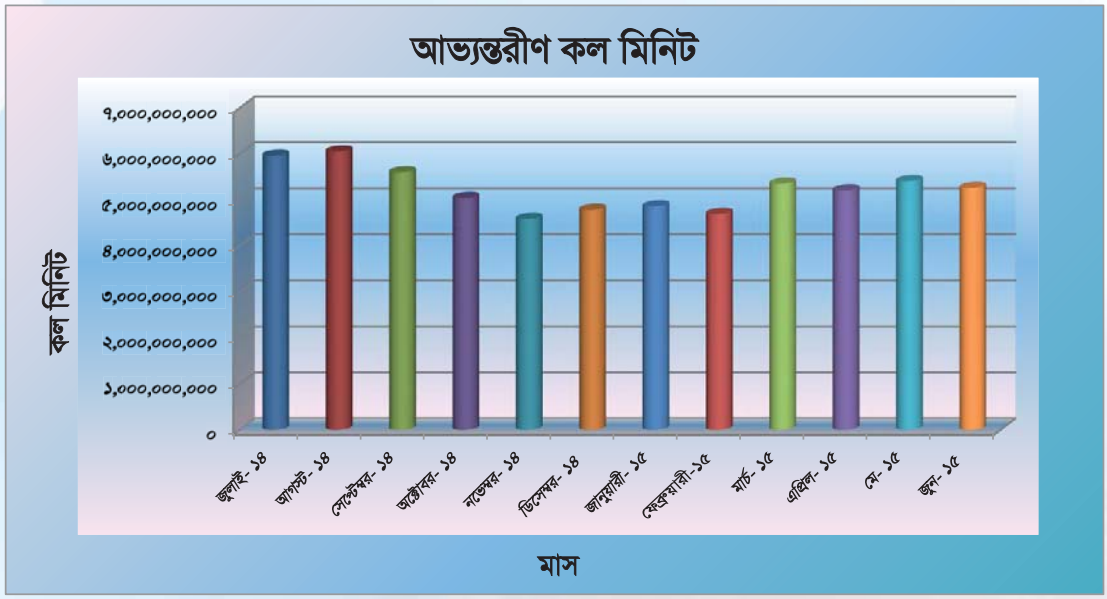

অন-নেট সংযোগ এর মাধ্যমে পরিচালিত কল মিনিট

অপারেটরদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমান ট্রাফিক পরিচালনা করা হচ্ছে যাকে অন-নেট ট্রাফিক বলে। জুলাই ২০১৪ এ অন-নেট কল মিনিটের পরিমান ছিল ১৩,৯১১,৩২৮,৭৭১ মিনিট যা পরবর্তিতে জুন ২০১৫ এ ১৪,০৩৫,১৩৯,৬০৮ কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে।

মাস	অন নেট মিনিট
জুলাই- ১৪	১৩,৯১১,৩২৮,৭৭১
আগস্ট- ১৪	১৪,১৯৮,৮৯৫,৯৩০
সেপ্টেম্বর- ১৪	১৩,৭৪১,৪১৪,২৮৫
অক্টোবর- ১৪	১৪,৩৭৭,৬৬৮,০৬৯
নভেম্বর- ১৪	১৩,৬১৩,০২৬,৫১৬
ডিসেম্বর- ১৪	১৩,৯৪১,১৬১,৭৮৫
জানুয়ারী- ১৫	১৩,৯৮৪,৬১৩,৫৮২
ফেব্রুয়ারী- ১৫	১৩,২৩২,৫৬৭,৪২০
মার্চ- ১৫	১৪,৬২১,৬৭২,৭৯০
এপ্রিল- ১৫	১৪,০৯৮,৪৬১,৪২৪
মে- ১৫	১৪,৭৫২,১৫২,৪১৭
জুন- ১৫	১৪,০৩৫,১৩৯,৬০৮

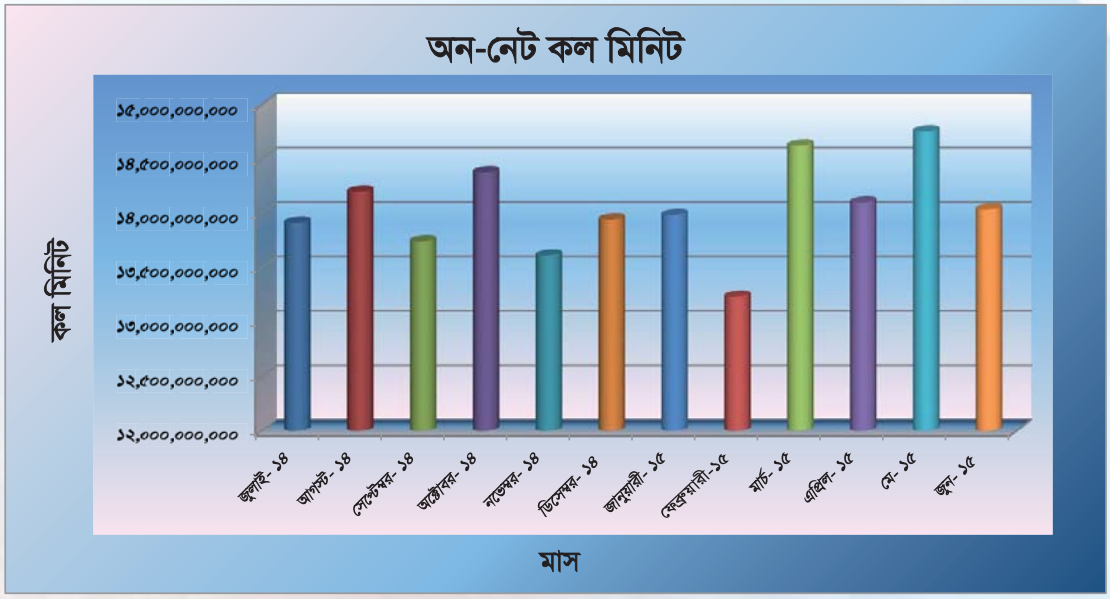

ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) অপারেটর

বিটিআরসি হতে বিগত ২০০৮ সালে প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে ম্যাঙ্গো টেলিসার্ভিসেস লিঃ এবং বিটিসিএল-এই ০২ টি প্রতিষ্ঠান International Internet Gateway (IIG) কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে নতুন করে আরও ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে IIG লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বর্তমানে পূরনো ২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৬টি প্রতিষ্ঠান IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া ৩টি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমানে চালু সকল IIG প্রতিষ্ঠান BSCCL হতে ১৭.১৬ Gbps এবং ITC হতে ৮৪.৫২ Gbps সহ মোট ১০১.৬৮ Gbps ক্যাপাসিটি সংযোগ গ্রহন করে IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে একনজরে IIG এর বর্তমান অবস্থান তুলে ধারা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	তথ্য
১	লাইসেন্স সংখ্যা	৩৭ টি
২	চালু IIG	২৬ টি
৩	শীঘ্রই চালু হবে	০৩ টি
৪	মোট Capacity	১০১.৬৮ Gbps
৫	মোট ব্যবহৃত Bandwidth	৮৬.৩৮ Gbps

সাবমেরিন ক্যাবল সিষ্টেম ও ইন্টারন্যাশনাল টেরিষ্ট্রিয়াল ক্যাবল সিষ্টেম

আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়ামের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের একমাত্র সাবমেরিন ক্যাবল অপারেটর "বিএসসিসিএল" এর পাশাপাশি আরও ৬ (ছয়টি) আইটিসি অপারেটর অপারেশনে আসায় বর্তমানে ব্যান্ডউইথ মূল্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি বাজার প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় আইটিসি অপারেটর সমূহ ও বিএসসিসিএল সেবার মান দিন দিন উন্নত হচ্ছে। Infrastructure Guideline অনুসরণ করে বর্তমানে আইটিসি অপারেটরগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকেশনে POP স্থাপনের মাধ্যমে গেটওয়ে ডাটা ও ভয়েজ সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছে। গত এক বছরে ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ৬৭ জিবিপিএস থেকে প্রায় ১৩৫ জিবিপিএস এ উন্নীত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাবমেরিন ক্যাবল ব্যাকআপ এবং নতুন গন্তব্যে সরাসরি সংযোগের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে গত ২৮শে ডিসেম্বর ২০১১ তে বিএসসিসিএল SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামে যোগদানের জন্য Memorandum of Understanding (MOU) স্বাক্ষর করেছে। ইতিমধ্যে ০৭ই মার্চ ২০১৪ তারিখে SEA-ME-WE-5 এর সাথে Contractions And Maintenance Agreement (C&MA) সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং ষ্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসরমান। ২০১৬ সালের মধ্যে SEA-ME-WE-5 তার কার্যক্রম শুরু করতে পারে এবং এর ক্যাপাসিটি হবে প্রায় ১৪০০ জিবিপিএস। অধিকন্তু উক্ত দুটি ক্যাবলের ল্যান্ডিং ষ্টেশন সমূহ (কক্সবাজার-কুয়াকাটা) ২ জোড়া ফাইবার এর মধ্যে ৩০০ কিমিঃ একটি আন্তঃসংযোগ সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানাগুলো বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে পারছে। আইটিসি ও বিএসসিসিএল একে অপরের বিকল্প হওয়ায় বিদেশী উদ্যোক্তারা দেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে আরও বেশি আগ্রহী হচ্ছেন।

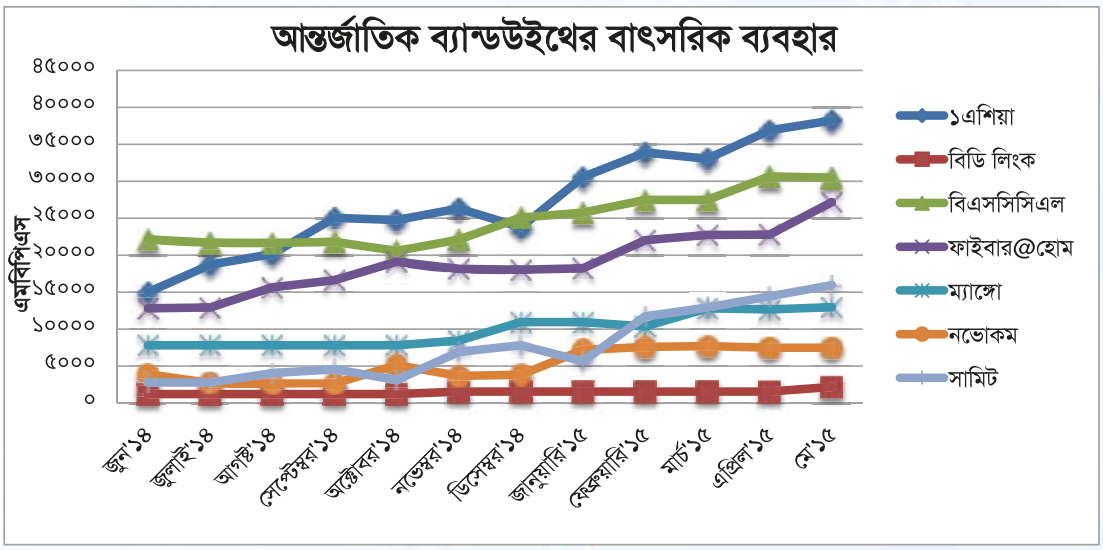

অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক/আন্তঃসংযোগ

১৯৮৯ সালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল) এর বাংলাদেশে প্রথম CDMA Technology সমন্বিত মোবাইল নেটওয়ার্ক এর সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে আরো ৫টি অপারেটর GSM Band এ লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। দেশব্যাপী নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যাপ্তির লক্ষ্যে উক্ত অপারেটরসমূহ নিজস্ব উদ্যোগেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন শুরু করে এবং উপজেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক বিস্তার করে।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Guideline প্রণয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত এই লাইসেন্সটি এক্সেস লেয়ারকে ট্রান্সমিশন লেয়ার হতে পৃথক করতঃ দেশব্যাপী একটি কমন নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে ।

নিম্নে কমিশন হতে ইস্যুকৃত এনটিটিএন লাইসেন্সধারীর তালিকা ছক আকারে তুলে ধরা হলো-

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ
১.	ফাইবার@হোম	০৭-০১-২০০৯
২.	সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ	০৯-১২-২০০৯
৩.	বিটিসিএল	২৮-১০-২০১৪
৪.	পিজিসিবি	২৮-১০-২০১৪
৫.	বাংলাদেশ রেলওয়ে	২০-১১-২০১৪

২০০৯ সালের ৭ই জানুয়ারি ফাইবার@হোম লিঃ এনটিটিএন লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। একইসাথে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটিকে দেশব্যাপী সকল উপজেলায় ক্রমান্বয়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক বিস্তারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্সিকে ১০ বছরের রোলআউট অবলিগেশন নির্ধারণ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম বছর ৫%, দ্বিতীয় বছর ১০% এবং তৃতীয় বছর ২০%, চতুর্থ বছর ৩০%, পঞ্চম বছর ৪০% এবং দশ বছরের

মধ্যে ১০০% উপজেলায় তাদের নেটওয়ার্ক স্থাপনায় বাধ্যবাধকতা বেঁধে দেওয়া হয় একই সাথে উক্ত টার্গেট পূরণের ব্যত্যয় সাপেক্ষে আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এর আলোকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০ কোটি টাকা PBG জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ একই বাধ্যবাধকতায় NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। নিম্নে ফাইবার@হোম এবং সামিট কমিউনিকেশনস্ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলো-

ফাইবার@হোম

Fiber@Home নামক NTTN অপারেটর কর্তৃক বছরভিত্তিক লাইলাইসেন্স বিধি অনুসারে সম্পাদিত রোল-আউট লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরুপঃ

বর্ষ	লাইসেন্স বাধ্যবাধকতা	বছরভিত্তিক Fiber@Home এর উপজেলার নিটওয়ার্ক এর বিস্তারিত তথ্য
২০১১ (১ম বর্ষ)	৫% অর্থাৎ ২৪টি উপজেলা	২০টি উপজেলা
২০১২ (২য় বর্ষ)	১০% অর্থাৎ ৪৮টি উপজেলা	অতিরিক্ত ২৪টি অর্থাৎ সর্বমোট ৪৯টি
২০১৩ (৩য় বর্ষ)	২০% অর্থাৎ ৯৭টি উপজেলা	অতিরিক্ত ৪৯টি অর্থাৎ সর্বমোট ৯৮টি
২০১৪ (৪র্থ বর্ষ)	৩০% অর্থাৎ ১৪৫টি উপজেলা	অতিরিক্ত ৪৭টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৪৫টি
২০১৫ (৫ম বর্ষ)	৪০% অর্থাৎ ১৯৪টি উপজেলা	অতিরিক্ত ৫৪টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৯৯টি
২০২০ (১০ম বর্ষ)	১০০% অর্থাৎ ৪৮৫টি উপজেলা	অর্থাৎ পরবর্তী ৫ বছরে ২৯১ টি উপজেলায় নেটওয়ার্কের উপস্থিতি বিস্তার করবে

Fiber@Home এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণঃ

- নেটওয়ার্ক কাভারেজ ১০,৪২০কি.মি.
- উপজেলা কাভারেজ ২৭৮টি
- জেলা কাভারেজ ৬০টি
- নিজস্ব স্থাপনায় (ভূ-গর্ভস্থ) অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক হচ্ছে ৫৫৯৫.৪৫ কি.মি.।
- লীজ ফাইবার (পিজিসিবি) ২,১৯২.৮৩ কি.মি. (NSP হিসেবে)।
- লীজ ক্যাপাসিটি ২৬৩১.০১ কি.মি. (বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর হতে)।
- সোয়াপিং ফাইবার (বিটিসিএল) ৫৫০ কি.মি.।

সামিট কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

Summit Communications Ltd. নামক NTTN অপারেটর কর্তৃক বছরভিত্তিক লাইসেন্স বিধি অনুসারে সম্পাদিত রোল-আউট টার্গেটের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরুপঃ

বর্ষ	লাইসেন্স বাধ্যবাধকতা	বর্ষভিত্তিক Summit Communications Ltd. এর উপজেলার নেটওয়ার্ক এর বিস্তারিত তথ্য
২০১১ (১ম বর্ষ)	৫% অর্থাৎ ২৪টি উপজেলা	২৫টি উপজেলা
২০১২ (২য় বর্ষ)	১০% অর্থাৎ ৪৮টি উপজেলা	অতিরিক্ত ২৪টি অর্থাৎ সর্বমোট ৪৯টি
২০১৩ (৩য় বর্ষ)	২০% অর্থাৎ ৯৭টি উপজেলা	অতিরিক্ত ৬৬টি অর্থাৎ সর্বমোট ১১৫টি
২০১৪ (৪র্থ বর্ষ)	৩০% অর্থাৎ ১৪৫টি উপজে	অতিরিক্ত ৪০টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৫৯টি
২০১৫ (৫ম বর্ষ)	৪০% অর্থাৎ ১৯৪টি উপজেলা	অতিরিক্ত ৯৮টি অর্থাৎ সর্বমোট ২৫৭টি
২০২০ (১০ম বর্ষ)	১০০% অর্থাৎ ৪৮৫টি উপজেলা	অর্থাৎ পরবর্তী ৫ বছরে ২২৮ টি উপজেলায় নেটওয়ার্কের উপস্থিতি বিস্তার করবে ।

Summit Communications Ltd.এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণ

- নেটওয়ার্ক কাভারেজ ১৭,০৭৭ কি.মি.
- উপজেলা কাভারেজ ৩১০ টি
- জেলা কাভারেজ ৬১টি
- নিজস্ব স্থাপনায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক (ভূ-গর্ভস্থ) হচ্ছে ৮১০ কি.মি. ।
- নিজস্ব স্থাপনায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক (ওভারহেড) হচ্ছে ১৪,৭১৭ কি.মি. ।
- লীজ ফাইবার (পিজিসিবি) ১,৮০০ কি.মি. (NSP হিসেবে) ।
- লীজ ক্যাপাসিটি ৪৯৬১ কি.মি. (বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর হতে) ।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, NTTN হিসেবে Summit Communication Ltd. ৬১ জেলা ও ৩১০টি উপজেলা এবং Fiber@Home Ltd. ৬০টি জেলা ও ২৭৮টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে ।

Fiber@Home এবং Summit Communications Ltd. এর NSP (Network Service Provider) সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা

ডোমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিএনসিসি) এর ১১ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারী প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় । এ লক্ষ্যে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক হতে ১ কোর জোন ভিত্তিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ নামক NTTN প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে NSP (Network Service Provider) পারমিট এর আদলে ১৫ বছরের জন্য লীজ দেয়া হয় ।

জেলাভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ

প্রতিষ্ঠানের নাম	বিভাগ/জেলা	মন্তব্য
ফাইবার@হোম লিঃ	চট্টগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগ	১০১+৪০= ১৪১ টি উপজেলা
	রাজশাহী বিভাগ (৩১)+ঈশ্বরদী উপজেলা +পাবনা	৩২ টি উপজেলা
	রংপুর বিভাগ	১৩ টি উপজেলা
সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ	ঢাকা+খুলনা বিভাগ	১২২+৫৯ =১৮১ টি উপজেলা
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগ (ময়মনসিংহ+ শেরপুর+নেত্রকোনা+জামালপুর)	১৩ টি উপজেলা
	সিলেট বিভাগ	১৪ টি উপজেলা
	সিরাজগঞ্জ+পাবনা (ঈশ্বরদী উপজেলা ব্যতীত)	১৩ টি উপজেলা

বরাদ্দকৃত PGCB জোনের মাধ্যমে NSP অপারেটরদ্বয়কে ৩ বছরের মধ্যে ৬৪ টি জেলার ২৫০ টি উপজেলার ৪৫০০ টি ইউনিয়নে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক এর বিস্তার অনুসারে নেটওয়ার্ক স্থাপনের বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়। বর্তমানে পিজিসিবি'র NSP নেটওয়ার্ক এর অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ফাইবার@হোম লিঃ (উপজেলা)	সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ (উপজেলা)
ঢাকা	১৭	১২২	৪	২৬
রাজশাহী	৮	৬৭	৭	২৩
চট্টগ্রাম	১১	১০১	১৬	২
খুলনা	১০	৫৯	৩	১৯
বরিশাল	৬	৪০	৩	০
সিলেট	৪	৩৮	০	১০
রংপুর	৮	৫৮	৯	০
সর্বমোট=	৬৪	৪৮৫	৪২	৮০

মোবাইল অপারেটরসমূহের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তার

মোবাইল অপারেটরসমূহ তাদের লাইসেন্স প্রাপ্তির পর হতে অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক কভারেজ গঠন করেছে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে NTTN গাইডলাইন প্রণয়নের মাধ্যমে অপারেটরের স্ব স্ব নেটওয়ার্ক বিস্তারের পরিবর্তে কেবলমাত্র NTTN লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উপজেলা ভিত্তিক বাধ্যবাধকতা প্রদান করতঃ দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের দায়িত্ব দেয়া হয়। যার ফলে নতুন করে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনা স্থগিত হয়ে পড়ে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে NTTN অপারেটরের নেটওয়ার্ক অনুপস্থিতির আলোকে কমিশনের অনুমোদনক্রমে কিছু কিছু এক্সেস লেয়ার এ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে।

নিম্নে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবারের তালিকা এবং উপজেলার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক উপস্থিতি তুলে ধরা হলোঃ

প্রতিষ্ঠান	নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার	উপজেলার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক উপস্থিতি
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল)	১১৯৩ কিঃ মিঃ	৬৯
গ্রামীণফোন লিঃ	২৭৩০ কিঃ মিঃ	১৮১
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ	৩১১১ কিঃ মিঃ	১৬২
রবি আজিয়াটা লিমিটেড	৫৯২ কিঃ মিঃ	২৯
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড	২৯৮ কিঃ মিঃ	২১
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৬০ কিঃ মিঃ	৬০

বাংলাদেশ রেলওয়ে

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গ্রামীণফোনকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত ২০১০ কিঃ মিঃ ২ কোর অপটিক্যাল ফাইবার লীজ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে উক্ত ভূগর্ভস্থ ফাইবারের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় গ্রামীণফোন তা নিজ খরচে আপগ্রেড করে স্থান বিশেষে ৩২-৪৮ কোর অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করে এবং উক্ত নেটওয়ার্ক হতে ৪ কোর বাংলাদেশ রেলওয়েকে সিগনালিং এ ব্যবহারের জন্য প্রদান করে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের OFC Network এর আওতাধীন ১০৫ টি উপজেলা রয়েছে যা গ্রামীণফোন রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৪৮ কোরের ১৫২ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করেছে।

পিজিসিবি

Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB) দেশব্যাপী High Voltage গ্রীড লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুত সরবরাহ করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি OPGW (Optical Ground Wire) এর সমন্বয়ে High-Voltage transmission line এর মাধ্যমে প্রায় ৩৩১৪ কি.মি বিস্তৃত দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫টি উপজেলায় এই নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে।

উল্লেখ্য, বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশনে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সিগনালিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যার ব্যবহার অনুপাতে খুব সামান্য PGCB কর্তৃক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ৪-২৪ কোর। ফলে দেখা যাচ্ছে ব্যবহারের পরেও যথেষ্ট Access Capacity উহ্য থাকছে। বিষয়টিকে আলোচ্য রেখে PGCB বিটিআরসি'র অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরকে টেলিকম সেবা প্রদানের জন্য Dark Fiber লীজ দিচ্ছে। একইভাবে, NTTN অপারেটরগণ দেশব্যাপী বিস্তৃত PGCB নেটওয়ার্ক এর এক কোর জোন ভিত্তিক বিতরণের মাধ্যমে NSP (Network Service Provider) পারমিট প্রাপ্ত হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত ২৮/১০২০১৪ এবং ২০/১১/২০১৪ তারিখে পিজিসিবি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে কমিশন কর্তৃক NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় যার কর্মপরিকল্পনা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।

বিটিসিএলঃ

বিটিসিএল ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৬টি জেলায় এর অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক এবং ৮টি জেলা সদর (পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, মানিকগঞ্জ, শরিয়তপুর, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ) মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে দেশব্যাপি নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে। ১২৬টি উপজেলার ১০৮টি ইউনিয়ন পরিষদে বিটিসিএল এর OFC Network রয়েছে। বর্তমানে দুটি প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৬ এর মধ্যে ২৯০টি উপজেলা এবং ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদ অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। এছাড়াও JICA'র আর্থিক সহযোগিতায় কেবলমাত্র ভোলা ব্যতীত Microwave ব্যবহৃত ৭টি জেলা শহরে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

সারাদেশে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের সমন্বিত চিত্রঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা
			গ্রামীন ফোন		বাংলালিংক		সিটিসেল		রবি		এয়ারটেল		টেলিটক	
ঢাকা	১৭	১২২	১৩	৫৪	১৪	৫৩	৬	১৮	৩	৯	২	৭	১২	২১
রাজশাহী	৮	৬৭	৮	৩৩	৭	২২	৫	১২	০	০	০	০	৬	৮
চিটাগাং	১১	১০১	৭	২৮	৭	৩০	৫	১৭	৭	১৩	৩	১৪	৯	১৩
খুলনা	১০	৫৯	৬	২১	৩	২৮	৪	১৩	০	০	০	০	৭	৭
বরিশাল	৬	৪০	৩	৯	৩	৬	০	০	০	০	০	০	৩	৩
সিলেট	৪	৩৮	৪	১৬	৪	১৩	৩	৯	২	৭	০	০	৩	৩
রংপুর	৮	৫৮	৬	২০	৫	১০	০	০	০	০	০	০	২	৫
মোট =	৬৪	৪৮৫	৪৭	১৮১	৪৩	১৬২	২৩	৬৯	১২	২৯	৫	২১	৪২	৬০

সারাদেশে পিএসটিএন এবং বাংলদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের সমন্বিত চিত্রঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা
			বিটিসিএল		বাংলাফোন		র‍্যাংকস টেল		বাংলাদেশ রেলওয়ে	
ঢাকা	১৭	১২২	১৫	৩১	১৭	৭৯	৫	৮	৯	৩১
রাজশাহী	৮	৬৭	৭	১৭	৮	৩৭	১	১	৭	২৭
চট্টগ্রাম	১১	১০১	১০	২৪	১১	৭২	৩	১৬	৪	১৩
খুলনা	১০	৫৯	১০	২২	১০	২৬	১	১	৫	১৩
বরিশাল	৬	৪০	৩	৮	৬	১৪	০	০	..	..
সিলেট	৪	৩৮	৩	৮	৪	২৮	১	১	৪	১০
রংপুর	৮	৫৮	৮	১২	৫	১৬	০	০	৪	১৮
মোট =	৬৪	৪৮৫	৫৬	১২২	৬১	২৭২	১১	২৭	৩৩	১১২

ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস একসেস (বিডব্লিউএ) অপারেটর

সারা দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড সেবা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে Banglalion Communication Ltd. ও Augure Wireless Broadband Bangladesh Ltd. (AWBBL) কে এবং ২০১৩ সালে Bangladesh Internet Exchange Ltd. কে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয় । Rollout obligation হিসেবে তিনটি লাইসেন্সীকেই বেঁধে দেয়া হয় জোন ভিত্তিক নেটওয়ার্ক কভারেজ এর দায়বদ্ধতা ।

বর্তমানে AWBBL এর ঢাকা ও চট্টগ্রামের ২টি ASN gateway সাথে ৭টি Divisional Head Quarter এর সাথে সংযুক্ত । এছাড়াও বরাদ্দকৃত জোন সমূহের মধ্যে নারায়ানগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, নাটোর, নওগা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, কক্সবাজার, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং লালমনিরহাটে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত রয়েছে । শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবনে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত নেই ।

AWBBL এর মোট একটিভ সাবস্ক্রাইবার	সাল					
	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	জুন, ২০১৫
	২৬,৩১৭	১০৭,৯০৬	১২৬,২৮৬	১৩৫,৪৫৬	১০৪,৫৯৩	৮২,৭৯৮

AWBBL এর মতো Banglalion communication Ltd. (BCL) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত ASN gateway মাধ্যমে সকল বিভাগীয় শহরের সাথে সংযুক্ত । বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা,পটুয়াখালী, ভোলা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, ও বগুড়া জেলা সমূহে BCL এর নেটওয়ার্কের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় । শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবন এ নেটওয়ার্ক বিস্তৃত নেই । তবে ২০১৫ এর অক্টোবরের মধ্যে এই ০৩ জেলায় নেট্ওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে ।

BCL এর মোট একটিভ সাবস্ক্রাইবার	সাল					
	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	জুন,২০১৫
	২২,০৩৪	১,৪৩,৫১১	১,৮৮,৪৯৮	১,৮০,৩৩৯	১,৬৪,৯৫৮	৯৬,৯৮৯

উল্লেখ্য, Bangladesh Internet Exchange Ltd. এখন পর্যন্ত বানিজ্যিকভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করেনি । ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বিশেষতঃ মোবাইল ইন্টারনেট উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০১৩ সালে 3G প্রযুক্তি প্রবর্তনের পরে WiMAX অপারেটরগণ গ্রাহক হারাতে শুরু করে যা বিভিন্ন সময় গনমাধ্যম ও বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রতিবেদনে ধারাবাহিকভাবে প্রতীয়মান হয় । তদুপরি বিডব্লিউএ অপারেটর কর্তৃক গ্রাহক সেবার মান ও দায়বদ্ধতা সন্তোষজনক এবং জাতীয় ও জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি, সরকারের সাথে বিভিন্ন অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, মন্ত্রণালয় অধীনস্ত প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্প এবং জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নমুলক কাজে অংশগ্রহণ প্রশংসিত হয়েছে । সরকারের পরিকল্পিত পরিবেশবান্ধব ও সৌন্দর্যমণ্ডিত তারবিহীন রাজধানী বাস্তবায়নে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস একসেস (বিডব্লিউএ) অপারেটরগণ গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম ।

কলসেন্টার

কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশে কলসেন্টার শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহনে শিল্পটি ক্রমশই বিকাশ লাভ করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কলসেন্টার কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে।

কলসেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য বিটিআরসি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে কলসেন্টার শিল্পে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing (BACCO)- সহ United Kingdom-এর Birmingham এ অনুষ্ঠিত কলসেন্টার প্রদর্শনীতে ২০০৮, ২০০৯ এবং ২০১০ সালে বিটিআরসি অংশগ্রহণ করা সহ গত ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এ বিটিআরসি'র এবং BACCO এর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত World BPO ITO Forum-২০১৪ তে কয়েকজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কলসেন্টারের বিকাশের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্যোগ তুলে ধরেন। এছাড়া নামমাত্র মূল্যে লাইসেন্স প্রদান এবং একই সঙ্গে ৩ থেকে ৫ বছরের Revenue Sharing Holidays সুবিধা প্রদান করাসহ কলসেন্টার সমূহের Bandwidth (IP/IPLC) ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৬০% মূল্য ছাড় দেয়া কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে বিটিআরসি'র প্রণোদনার স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য সাবমেরিন ক্যাবল এর পাশাপাশি আইটিসি প্রতিষ্ঠান সমূহ কার্যক্রম শুরু করায় Bandwidth ব্যবহারের ক্ষেত্রে Redundant Path এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কলসেন্টার শিল্পের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

Description	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
Existing Call Centre Licensee (CC/HCC/HCCSP/ICC)	২২৯	২৭০
International Call Centres	৫৪	৬২
Domestic Call Centres	২০	২৩
Employment	২৪০০০+	২৪০০০+

বাংলাদেশে কলসেন্টার শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে, বিটিআরসি ইতোমধ্যে Call Centre Training Institute (CCTI) নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এর প্রেক্ষিতে উক্ত নীতিমালার আলোকে ৬টি CCTI প্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে Accreditation প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠান CCTI এর লাইসেন্স গ্রহন করেছে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

Business Process Outsourcing (BPO) এবং কলসেন্টার ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিটিআরসি বিভিন্ন প্রণোদনা এবং সক্রিয় উদ্যোগের ফলে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবে এবং দেশের অগণিত শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকুরীর সংস্থানের পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করবে।

কোয়ালিটি অব সার্ভিস

কোয়ালিটি অব সার্ভিস বলতে টেলিকম অপারেটরদের ডাটা ও ভয়েস সার্ভিসের নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্স পরিপূর্ণ করাকে বুঝায়। অর্থাৎ Service Response Time, Loss, Signal to Noise Ratio, Cross Talk, Echo, Interrupts, Frequency Response, Loudness Level ইত্যাদি সার্ভিসের গ্রাহক সন্তুষ্টির মানদন্ডকে কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS) বলা হয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টেলিকম গ্রাহকরা কোন অপারেটরের সার্ভিস গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করছে তার কোয়ালিটি অব সার্ভিস এর উপর। নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিটিআরসি'র দায়িত্ব হলো কোয়ালিটি অব সার্ভিস এর মানদন্ড নির্ধারন করা, সব অপারেটরদের তুলনামূলক

কোয়ালিটি তথ্য তুলে ধরা এবং সেবার মান নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ অতি সহজেই সর্বোৎকৃষ্ট অপারেটর বেছে নিতে পারবে এবং একই সাথে অপারেটরদের মধ্যে একটি সুষম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে। এসব উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরদের জন্য গত জানুয়ারী ২০১৪ এ একটি নির্দেশনামা (Interim Directives) জারি করেছে। এ নির্দেশনামার নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী অপারেটরগণ তাদের কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট সংরক্ষণ করছে ও তা নিয়মিত কমিশনে দাখিল করছে এবং কমিশন চাইলে তা প্রকাশ করতে পারবে। বর্তমানে বিটিআরসি তাদের নিজস্ব ড্রাইভ টেস্ট যন্ত্রপাতি দ্বারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় QoS মানদন্ড (KPI) পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী অপারেটরদের এ লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করে। নির্দেশনা জারি করার পর তাদের কোয়ালিটি অব সার্ভিস উন্নয়নের জন্য সকল মোবাইল অপারেটরদের সাথে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোবাইল অপারেটরদের এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। প্রত্যেক অপারেটরেরই নেটওয়ার্ক পারফরমেন্স মনিটরিং টুলস ও এ সংক্রান্ত কাজে জনবল রয়েছে। তারা বিটিআরসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী এ ব্যাপারে কাজ করছে। এছাড়া সকল অপারেটরদের উপস্থিতিতে সম্মিলিতভাবে ড্রাইভ টেস্ট করে প্রতিবেদন তৈরি করা হবে যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। QoS উন্নয়নে বিটিআরসি'র নানামুখি পদক্ষেপের কারণে একটি সুষম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং গ্রাহকদের উত্তরোত্তর উন্নততর সার্ভিস পাওয়া সম্ভব হবে।

এছাড়া দেশব্যাপী বিভিন্ন ভবনে মোবাইল অপারেটরদের স্থাপিত বেজ ট্রানসিভার স্টেশন (বিটিএস) হতে নির্গত রেডিয়েশনের বিষয়ে বিটিআরসি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে একযোগে কাজ করেছে। সহনশীল রেডিয়েশনের মাত্রা বিষয়ে World Health Organization (WHO) এবং International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) এর Benchmarking এর আলোকে বিটিআরসি বিভিন্ন স্থানে রেডিয়েশন পরিমাপ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অবকাঠামো অংশীদারিত্ব

বিটিআরসি হতে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অবকাঠামো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং গাইডলাইন চালু করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো তৈরী এবং এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো তৈরী করা হলে টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের এ সংক্রান্ত বিনিয়োগ কমবে, একই অবকাঠামোর জন্য উপর্যুপরি বিনিয়োগ বন্ধ হবে এবং সর্বোপরি সর্বোৎকৃষ্টভাবে নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর ব্যবহার সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই নিজস্ব বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন অবকাঠামো তৈরী অপেক্ষা তার/অন্যের অবকাঠামো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবহার করাকে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকদের খুবই দ্রুততম সময়ে ও সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের পথ উম্মুক্ত হয়েছে। বিটিআরসির অবকাঠামো অংশীদারিত্বের নীতিমালায় অনুপ্রাণিত হয়ে মোবাইল অপারেটরগণ একে অপরের সাথে অবকাঠামো অংশীদারিত্বের চুক্তি করছে, যার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাওয়ার, স্থান, ফাইবার ক্যাবল এবং জেনারেটর ইত্যাদি যৌথভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে একে অপরের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যত অবকাঠামো অংশীদারিত্বের সুযোগ করে নিতে হবে। বিটিআরসি'র গাইড লাইনের সৃষ্ট সুযোগ ব্যবহার করতে নিয়মিতভাবে অবকাঠামো ব্যবহারকারী ও অবকাঠামো ইজারাদানকারী যথাসম্ভব অবকাঠামো ভাগাভাগি করে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

Infrastructure Sharing Guideline গাইডলাইন অনুযায়ী, সকল টেলিকম অপারেটরের দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক সমূহের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং নতুন অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপিত হলে তা অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। বিটিআরসি প্রত্যেক টেলিকম অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার কভারেজ ম্যাপ,একটিভ নেটওয়ার্ক এবং উপজেলা কভারেজ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সন্নিবেশ করে একটি জাতীয় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ডাটাবেজ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তাছাড়া infrastructure sharing গাইডলাইনের আলোকে OFC data এর সাহায্যে ITU Ges ESCAP সহযোগীতায় বিশ্বব্যাপী ভৌগোলিক

ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে আঞ্চলিক ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের একটি interective Web Map প্রস্তুত এর কাজ অতি শীঘ্রই শুরু হবে।

সাইবার ক্যাফে

ইন্টারনেট এর ব্যবহারকে অধিক ফলপ্রসু এবং সাধারন মানুষের দোরগোড়ায় সহজে পৌছে দেয়ার প্রয়াসে বিটিআরসি ২০০৯ সাল হতে সাইবার ক্যাফে কার্যক্রমকে আইএসপি লাইসেন্সিং এর আওতায় এনে ISP License Including Cyber Cafe লাইসেন্স প্রদান শুরু করে। এর ফলে যে কোন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা স্বল্প পুঁজিতে ইন্টারনেট ও সাইবার ক্যাফে সেবা প্রদান করতে পারবে। সেই সাথে সাইবার ক্যাফে সমূহের অবাধ ব্যবহার যেন তরুণদের অনাকাঙ্খিত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবার কারণ না হয় বা অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত না হয়, সে লক্ষ্যেই তাদেরকে একটি লাইসেন্সিং কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। গ্রাহকদের তথ্য, লগ ইন/আউট টাইম ইত্যাদি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার বিষয়েও তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং তাদের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৪২ টি প্রতিষ্ঠানকে সাইবার ক্যাফে (আইএসপি) লাইসেন্স প্রদান হয়েছে। সাইবার ক্যাফেসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট এবং তথ্য সেবা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

আইপি-পিএবিএক্স (IP-PABX)

বিটিআরসি কর্তৃক দেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিমিত্ত ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে IP-PABX System ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখ্য কার্যালয়ের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য IP-PABX ব্যবস্থা হচ্ছে একটি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সমাধান, যার ব্যবহারে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দৃঢ়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।

আইপি-টেলিফোনি (IP-Telephony)

বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য নতুন টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং জনসাধারণকে স্বল্প মূল্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিটিআরসি কাজ করে আসছে। ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি যা সহজভাবে আইপি টেলিফোনি নামে পরিচিত বর্তমান সময়ে সাশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। এ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল করা সম্ভব। বিটিআরসি এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪২ টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে আইপিটিএসপি লাইসেন্স প্রদান করেছে। বর্তমানে ২৭ টি আইপিটিএসপি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে জনগণ সহজে স্বল্প মূল্যে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে।

অনাপত্তি পত্র (NOC)

বিভিন্ন লাইসেন্সধারীর লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ হতে নন-ওয়্যারলেস টেলিযোগাযোগ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুমোদন পেতে হলে অপারেটরদের বিটিআরসি নীতিমালার আলোকে আবেদন করার প্রয়োজন হয়। অত্র বিভাগের আওতাধীনে গত অর্থ বছরে বিপুল পরিমানে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদিসহ সুইচ, রাউটার, মডেম, পাওয়ার সাপ্লাই যন্ত্রপাতি, রেকটিফায়ার, ক্যাবল আমদানীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদীর গুণগতমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিটিআরসি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কল ট্রাফিক পর্যালোচনা

গেটওয়ে সমূহের কল রেকর্ড পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বিটিআরসি'তে সিডিআর এ্যানালাইজার সিস্টেম রয়েছে। লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স এবং আইআইজি সমূহ বিটিআরসি'তে সিডিআর এ্যানালাইজার সিস্টেম স্থাপন করেছে যার মধ্যে মেডিয়েশন সার্ভার, ডাটাবেজ সার্ভার, এ্যপ্লিকেশন সার্ভার সহ প্রয়োজনীয় মনিটরিং কনসোল রয়েছে। এর মাধ্যমে কমিশন গেটওয়ে অপারেটরদের ট্রাফিক ভলিউম, ফিন্যানসিয়াল ডাটা, রুট এ্যানালাইসিস সহ রিয়েল টাইম হিসাব মনিটর করছে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব নিশ্চিতকরণ, রিয়েল টাইম ডিস্ট্রিবিউশন সহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ কল প্যাটার্ন সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া কল ট্রাফিকের ট্রাঙ্ক গ্রুপ এবং রাউটিং হিসাব পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রতিটি গেটওয়ে এবং ইন্টারকানেকশন অপারেটর এর অপারেশনস এন্ড মেইনটেন্যান্স টার্মিনাল বিটিআরসি'তে স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি অপারেশনাল কার্যক্রমে আসা নতুন আইজিডব্লিউ এবং আইসিএক্স অপারেটর সমূহ তাদের মনিটরিং টার্মিনাল বিটিআরসিতে স্থাপন করেছে। যার মাধ্যমে তাদের কল রেকর্ড পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধ

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে টেলিকম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেছে। উক্ত কমিটিতে বিটিআরসি সহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। ভিওআইপি প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ কল্পে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হ'লঃ

১) অভিযান পরিচালনা ঃ

ভিওআইপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবৈধ স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক গঠিত কমিটি ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। নিত্য নতুন কৌশল ব্যবহার করে সীমবক্স ব্যবহার কারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি সর্বদা তৎপর এবং এ লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারিগরী পদ্ধতি অবলম্বন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা মোট ৩৫ টি। সাধারনত এধরনের অভিযানে অবৈধ যন্ত্রপাতি হিসেবে চ্যানেল বক্স, গেটওয়ে, সার্ভার, ভুয়া রেজিষ্ট্রিকৃত সীম, কম্পিউটার সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়ে থাকে। পরিচালিত ৩৫ টি অভিযানের মাধ্যমে বিপুল পরিমান চ্যানেল বক্স, গেটওয়ে, সার্ভার, ভুয়া রেজিষ্ট্রিকৃত সীম জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত আলামত মামলা রুজু করার পর সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুকূলে তা ন্যস্ত থাকে।

২) ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর অপব্যবহার রোধকল্পে মনিটরিং ঃ

ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর অপব্যবহার করে অবৈধ স্থাপনার মাধ্যমে ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে অপারেটর হতে প্রাপ্ত Deep Packet Inspection (DPI) Ges Multi Router Traffic Grapher (MRTG) Link প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষন সহ অপারেটরগণকে সংশোধন মূলক নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিটিআরসি ইতোপূর্বে একাধিকবার ব্যান্ডউইথ সীমিতকরণ, Virtual Private Network (VPN) অনুমতি বাধ্যতামূলক, UL/DL ratio সীমিত করন সহ নানামূখী তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করত: ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর অপব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৩) কল ডিটেইল রেকর্ড (CDR) পর্যবেক্ষণঃ

বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যকার পরিচালিত কল-ভলিউম পর্যবেক্ষন করা সহ সঠিক হিসাব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল আইজিডব্লিউ অপারেটরদের CDR Terminal বিটিআরসিতে স্থাপন করা হয়েছে। টার্মিনাল হতে প্রাপ্ত

CDR সমূহ প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। এছাড়া সকল অপারেটরদের মধ্যকার কলের হিসাব সুচারুরুপে Cross Examine করার লক্ষ্যে সকল অপারেটর হতে ভিন্ন ভিন্ন ছকে কলের হিসাব সংরক্ষণ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে করে কোন অপারেটর এর ভুল তথ্য অথবা Mismatch সঠিক উপায়ে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ইতোমধ্যে কিছু আইজিডব্লিউ অপারেটর এর CDR Hismatch এবং Misdeclaration এর সম্পৃক্ততা সনাক্তকরত: সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে অপারেটর হতে সঠিক রাজস্ব নিশ্চিতকরণে বিটিআরসি সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৪) সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমঃ

ভূয়া রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ সীমবক্স ব্যবহারকরীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটরদের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিটিআরসির নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত Sim Box Ditection System এ additional Hits বৃদ্ধিকরন সহ Virtual Circuit বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বেশি সংখ্যক সন্দেহজনক সীম/রীম সনাক্তকরনে বিটিআরসি কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বিটিআরসি কর্তৃক গঠিত কমিটি Self Regulatory পদ্ধতিতে Logics এর মাধ্যমে অপারেটরদের সীম/রীম সনাক্তকরণে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

৫) Self Regulations পদ্ধতিঃ

বিটিআরসি অবৈধ ভিওআইপি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করে আসছে।এরই ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে অবৈধ ভিওআইপি তে ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্তকরন এবং তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অবৈধ ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্তকরনের জন্য কমিশন কিছু Logic নির্ধারন করে দিয়েছে যা Self Regulations পদ্ধতি বলা হয়। উক্ত Logic সমূহ প্রতিটি মোবাইল অপারেটরদের প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বার বার প্রয়োগ করে অবৈধ ভিওআইপি তে ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্ত করা হয়। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ঠ অপারেটর কর্তৃক উক্ত সীম/রিম সমূহ সনাক্তের সাথে সাথে বন্ধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত Logic সমূহ কমিশন সময় সময় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তা পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করা হয়ে থাকে। এর ফলে অবৈধ ভিওআইপি তে সীম/রীম এর ব্যবহার নিরৎসাহিত হচ্ছে।

৬) নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমঃ

বিটিআরসি কর্তৃক জারিকৃত লাইসেন্সধারীদের বিভিন্ন স্থাপনা প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং অপারেটরগণ তাদের নেটওয়ার্ক এর সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হচ্ছে। ফলে বিটিআরসির কর্মকর্তাগণ লাইসেন্স, গাইডলাইন এবং বিভিন্ন নির্দেশনার সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকার রিপোর্ট, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনার পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

ভিডিও কনফারেন্সিং

সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক ব্যবহারের জন্য কমিশন কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং অভ্যন্তরীণ এবং অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ট্যারিফ ধার্য করা হয়নি। এর আলোক, বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দেশে অথবা দেশের বাইরে অবস্থতি তাদের শাখা অফিস এবং অন্যান্য সহযোগী অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানমমূহের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং করছে। ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহরে মাঝে যোগাযোগ ফলপ্রদ হয়েছে এবং কাজে গতিশীলতা এসেছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর চাহিদা প্রতিনিয়ত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এনজিও সমূহের নিকট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP)

সাধারণ ইন্টারনেট সেবা হতে শুরু করে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে আইএসপি অপারেটররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা (Literacy) বৃদ্ধি করতে আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা বিকাশ এবং ইন্টারনেট পেনিট্রেশন বৃদ্ধি করতে আইএসপি অপারেটররা কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

গ্রাহকদের অব্যাহত চাহিদার প্রেক্ষিতে আইএসপি অপারেটরা সবসময় নতুন নতুন প্রযুক্তির সূচনা ঘটিয়েছে, যার ব্যাপ্তি অফলাইন ই-মেইল হতে শুরু করে উচ্চ গতির মাল্টিমিডিয়া সেবা পর্যন্ত বিস্তৃত। আইএসপি অপারেটরা প্রান্তিক গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডায়াল-আপ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস ও DSL ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, ডাটা কানেক্টিভিটি (L2/L3 Connectivity, IP-VPN & MPLS-VPN, MPLS & SDH) এবং অন্যান্য সেবা যেমন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং, ম্যানেজড নেটওয়ার্ক সলিউশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সলিউশন, DNS পার্কিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল হোস্টিং, Streaming এবং FTP সার্ভার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশে কয়েক ধরনের আইএসপি অপারেটর সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে একশ'র বেশী ন্যাশনওয়াইড আইএসপি রয়েছে। এছাড়া জোনাল আইএসপি এবং উপজেলা/থানা ভিত্তিক আইএসপি (সাইবার ক্যাফে) সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলাই আইএসপি অপারেটরদের সেবার আওতায় এসেছে। নিজস্ব এবং অন্যান্য টেলিকম অপারেটরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আইএসপি অপারেটররা প্রায় ৪৫ টি জেলায় তাদের সেবা বিস্তৃত করেছে। ওয়্যারলেস এবং অপটিক্যাল ফাইবার উভয় পদ্ধতিতেই তারা সেবা প্রদান করছে।

ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার (VSP)

আন্তর্জাতিক ভিওআইপি কল টার্মিনেশন সহজীকরণকল্পে গত মার্চ ২০১২ এ VoIP Service Provider (VSP) লাইসেন্স প্রদান করার জন্য আবেদন আহবান করার প্রেক্ষিতে মোট ১৫০৪টি আবেদন জমা হয়। বিটিআরসি হতে আবেদন পত্রগুলি যাচাই-বাছাই করে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ৮৪২টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সরকারের নির্দেশে পরবর্তীতে কমিশন হতে আরও ৪০টি ভিএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফলে কমিশন হতে সর্বমোট ৮৮২টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল ভিএসপি নন-ফেসিলিটি বেজড অপারেটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রতিটি ভিএসপি অপারেটর আন্তর্জাতিক অন্তঃগামী কল গ্রহনের জন্য শুধুমাত্র একটি আইজিডবিউ হতে সর্বোচ্চ ৯০টি পোর্ট বরাদ্দ নিতে পারবে। বর্তমানে ২১টি IGW অপারেটর অপারেশনাল থাকায়, প্রতিটি IGW'র অনুকুলে সর্বোচ্চ ৬০টি করে VSP বরাদ্দ করা হয়েছে। তম্মধ্যে, ২০টি VSP অপারেটর IGW কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারণের সুযোগ দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৪০টি VSP বিটিআরসি কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান

টেলিযোগাযোগ শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ITU স্ট্যান্ডার্ড এর সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৫ সালে বিটিআরসি নতুন নাম্বারিং প্ল্যান এর সূচনা করে। নাম্বারিং প্ল্যান এ ডায়ালিং প্রনালীর ক্ষেত্রে ITU-T এর Recommendation ই-১৬৪ (E.164) অনুসরণ করা হয়েছে।

জাতীয় নাম্বারিং প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন অপারেটরদের নাম্বারিং বিন্যাস নিম্নরূপঃ

Sl no	Name of the operators	Subscriber Number in Each Zone
1.	BTCL	2-T-XYZ-ABCDE [100 (XY) exchanges of 10 Lac capacity in each Zone or even 1000 (XYZ) exchanges of 1 Lac Capacity]
2.	M/s Pacific Bangladesh Telecom Ltd. (Citycell)	11 – ABCDEFGH [100 million capacity for each all over country]
3.	M/s Teletalk Bangladesh Ltd.	15 – ABCDEFGH
4.	M/s Airtel Bangladesh Ltd.	16 – ABCDEFGH
5.	M/s Grameenphone Ltd.	17 – ABCDEFGH
6.	M/s Robi Axiata Ltd.	18 – ABCDEFGH
7.	M/s Banglalink Digital Communicatios Ltd.	19 – ABCDEFGH
8.	M/s. Westec Limited	31-T-XY-ABCDE
9.	M/s. One Tel Communication Limited	33-T-XY-ABCDE
10.	M/s. Bangla Phone Limited	35-T-XY-ABCDE
11.	M/s. Tele Barta Ltd.	36-T-XY-ABCDE
12.	M/s. S.A Telecom System Ltd.	39-T-XY-ABCDE
13.	M/s. Jalalabad Telecom Limited	40-T-XY-ABCDE
14.	M/s. Integrated Service Limited	42-T-XY-ABCDE
15.	Broadband Wireless Access (BWA)	61X-ABCDEFG [10 (X) operators of 10 million capacity for each all over country]
16.	Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP)	96XX-ABCDEF [10 (XX) operators of 01 million capacity for each all over country or licensed zone]

নাম্বারিং প্ল্যান এর আলোকে বিশেষ সার্ভিস প্রদানের জন্য Short Code প্রদানের কার্যক্রম ইএন্ডও বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা করা হয়। কোন বিশেষ সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত টেলিফোন নাম্বারের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে কম Digit সম্পন্ন নাম্বার'কে Short Code বলা হয়। Short Code সমূহ মোবাইল ফোন বা ল্যান্ড ফোন হতে ডায়াল আপ, Short Message Service (SMS) বা Multimedia Message Service (MMS) সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। Short Code এর Digit সংখ্যা কম হওয়ায় মনে রাখা সহজ। অন্যান্য টেলিফোন নাম্বারের মত Short Code সমূহকে টেকনিক্যাল লেভেলে বিভিন্ন অপারেটর ভেদে একবারে স্বাধীন ও অনন্যরূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিসে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার জন্যই প্রধানত Short Code গুলো প্রচলিত রয়েছে।

নাম্বারিং প্ল্যান অনুযায়ী কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট সার্ভিস অথবা ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিস যেমন জরুরী সার্ভিস, অনুসন্ধান কিংবা অপারেটর সহায়ক সার্ভিস ইত্যাদি সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে লেভেল '১' ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও ইন্ট্রা অপারেটর নেটওয়ার্কের কাজে কিছু কোড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তবে বিটিআরসি ইন্ট্রা অপারেটর নেটওয়ার্কের কোড সিরিজ নিয়ে কাজ করছে যাতে করে জন সাধারণের কাছে কোড ব্যবহার সহজতর হয়।

বিভিন্ন অপারেটর/প্রতিষ্ঠানের বিবিধ সার্ভিসের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত Short Code সমূহ নিম্নরূপঃ

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
1.	Bangladesh Police	100 (toll free)	Police
2.	Rapid Action Battalion Forces (RAB)	101 (Toll free)	RAB
3.	Fire Service & Civil Defense Directorate	102 (toll free)	Emergency Fire Service
4.	Ambulance Service	103	Emergency Ambulance Service
5.	S.A Telecom System Ltd.	123	Post Paid Billing
6.	Bangladesh Railway	1313	Railway Information Service
7.	Japan Bangladesh Friendship Hospital Ltd.	10600	EMRT Service
8.	Japan Bangladesh Friendship Hospital Ltd.	10601	প্রান্তিক চাষীদের চাষীদের মেডিকেল সার্ভিস প্রদানের জন্য
9.	LAB AID Ltd.	10606	Emergency Medical Service
10.	Ad-din Hospitall	10610	Emergency Medical Service
11.	Telemedicine Reference Center Ltd.	10611	Emergency Medical Service
12.	Ashik Foundation	10650	Emergency Medical Service
13.	Apollo Hospital	10678	Emergency Medical Service
14.	United Hospital Ltd.	10666	Emergency Medical Service

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
15.	Multi-Sect oral Program me on Violence against Women Project Implementation Unit.	10921	Help Line Service
16.	Disaster Management Bureau (DMB)	10941	Early Warning and Disaster Management Information Dissemination Service
17.	United Hospital	10666	Emergency Medical
18.	PBTL (Citycell)	2231	ESME (SMS based discount service)
19.	PBTL (Citycell)	2021	Ekushey TV News Service
20.	PBTL (Citycell)	5959	Channel One News
21.	BBC World Service Trust	3000 & 3400	English Learning Service
22.	Bangladesh Police	7374 & 7374	Police Information (A2PI) Service'
23.	বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (BSAF)	1098	Child help line
24.	Foreign Ministry	10929 (toll free)	Child help line/Emergency Service
25.	Civil Aviation Authority	13601	Flight Information Service
26.	Times ASL Call Centre Ltd.	13602	Flight Information Service
27.	NOVO Air Limited	13603	Flight Information Service
28.	R & R Aviation Ltd.	13604	Air Ambulance Service
29.	Windmill Advertising Limited	13801	Travel Related Service
30.	S.M. Telecom & Technologies	13802	Travel Related Service
31.	Bangladesh Parjatan Corporation	13803	Travel Related Service
32.	Bangladesh Olympic Association	14204	Fund Rising Service
33.	Dhaka Ahsania Mission	14202	Fund Rising through SMS
34.	Trade Textaile Bangladesh dot com Ltd	14333	One stop 24/7 resouece centre for migrants
35.	Teletalk Bangladesh Ltd.	16222	E-education
36.	Augeree Wireless Broadband	15858	Customer Care Service
37.	Dhaka City Corporation	16101	Citizen Help line/ Desk Service
38.	AMTOB	1600	NID Service
39.	Bangladesh Yellow Pages	16161	Information Service
40.	Trust Bank	16201	Digital Wallet/Money

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
41.	Digital Technology Ltd	16203	Digital Money Electronic Prepaid
42.	Ministry of LGRD & Co-	16102	E-Information Service
43.	Bangladesh Election Commission	16103	E-Information Service
44.	Bank Asia	16205	Banking Service
45.	Southeast Bank Ltd	16206	Banking Service
46.	AB Bank Limited	16207	Banking Service
47.	Bangladesh Scouts	16208	E-Ticketing
48.	Marico Bangladesh Ltd.	16209	Customer Care Service
49.	Service Solutions Pvt. Ltd.	16210	Agriculture Service
50.	Legato Services Ltd.	16211	Tele-Legal Service
51.	Transcom Limited	16212	Customer Care Service
52.	Rahimafrooz (Bangladesh) Ltd	16213	Customer Care Service
53.	Duch Bangla Bank	16214	Banking Service
54.	Software Shop Ltd.	16214	Banking Service
55.	Multisourcing Limited	16215	News Service
56.	Dutch-Bangla Bank Limited	16216	Banking Service
57.	Lion A. Badal Eye Hospital	16217	Emergency Medical Service
58.	Prime Bank Limited	16218	Banking Service
59.	Mutual Trust Bank Limited	16219	Banking Service
60.	Ministry of Religious Affairs	16220	Hajj Information Service
61.	BRAC Bank Ltd.	16221	Customer Care Service
62.	Teletalk Bangladesh Ltd.	16222	E-governance/e-registation/e-health
63.	Bangladesh Society of Hypertension	16223	Fund Rising Service
64.	Bangladesh Army	16224	General Information Service
65.	Mercantile Bank Ltd.	16225	Mobile Money Electronic Remittance & Customer Care Service
66.	Bangladesh Red Crescent Society	16226	M-Ticketing
67.	D net	16227	Health Information Service
68.	Computer Source Ltd.	16228	Customer Help Line Service
69.	Pi Labs Bangladesh Ltd.	16229	E-service
70.	Eastern Bank Ltd.	16230	Mobile Bank's Customer Service

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
71.	Arena Phone bd Ltd.	16231	E-service (e-information)
72.	Independent Television Ltd.	16232	E-service (e-news)
73.	Standard Chartered Bank	16233	Bank's Customer Service
74.	City Bank Ltd	16234	Call centre,Sms bangking, mobile bangking
75.	Gakk Media bd Ltd.	16235	E-service (e-entertainment: jokes, ringtone, youth tips, breaking news and music)
76.	Bangladesh Bank	16236	Customer Care Service
77.	Shurjo Mukhi	16237	E-business
78.	HG Aviation Ltd. (Regent Airways)	16238	Customer Care
79.	Maasranga Communications Ltd.	16239	E-service
80.	HSBC	16240	Customer Care Service
81.	Brack Microfinance Programme	16241	Customer Care Service
82.	Somoy Media Ltd.	16242	E-service (e-news)
83.	New Generation Graphics Ltd.	16243	Customer Care Service
84.	Bangladesh Thalassaemia Samity	16244	M-Ticketing
85.	Semicon Private Ltd.	16245	E-information service
86.	EXIM Bank	16246	Customer Care Service
87.	bKash Ltd.	16247	Mobile Financial Service
88.	Transcom Foods Ltd.	16248 & 16249	Customer Care Service
89.	Bangladesh Institute of ICT in Development (BIID)	16250	e-information service
90.	Mobile Multimedia	16251	E-information service
91.	Pubali Bank Ltd.	16253	Customer Care Service
92.	Navana Real Estate Ltd.	16254	Customer Care Service
93.	IFIC Bank Ltd.	16255	Customer Care Service
94.	Synesis IT Limited	16256	Help Line Service for local Govt Division
95.	First Security Islami Bank Ltd.	16257	Banking Service
96.	Mir Technologies Ltd.	16258	M-Ticketing
97.	Islami Bank Bangladesh Ltd.	16259	Banking Service
98.	Dhaka FM Limited	16260	E-service
99.	Binbit Mobile Entertainment Ltd.	16261	E-service
100.	BBC World Service dhaka bureau	16262	

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
101.	Management Information System (MIS), Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare	16263	E-health information service
102.	VU Mobile Ltd.	16264	E-entertainment service
103.	Adbox Bangladesh	16265	E-entertainment service
104.	National Television Ltd. (RTV)	16266	E-service
105.	Walton Hi-Tech Industries Ltd.	16267	Customer Care Service
106.	United Commercial Bank Ltd.	16268	Banking Service
107.	ONE Bank Ltd.	16269	Banking Service
108.	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	16270	Banking Service, call center service
109.	H S International	16271	Customer Care Service
110.	SB Tel Enterprises Ltd.	16272	Customer Care Service
111.	Runner System Technology	16273	Customer Care Service
112.	DNS SatComm Limited	16274	Customer Care Service
113.	CAPM (Capital & Asset Portfolio Management) Company Ltd.	16275	Customer Care Service
114.	INTRACO Ltd.	16276	Customer Care Service
115.	True Services Pvt. Ltd.	16277	Islamic Information Service
116.	B2M Technologies Ltd.	16278	Customer Care Service
117.	Live Technoiogies Ltd.	16279	Business & e-news service
118.	Shell & Kernel	16280	E-business
119.	Shah Cement Industries Ltd.	16281	Customer Care Service
120.	Bangladesh Post Office	16282	E-pay service
121.	Bangladesh News 24 Hours Limited	16283	News Service
122.	National Bank Ltd.	16284	Customer Care Service
123.	BRAC EPL Stock Brokerage Ltd.	16285	Customer Care Service
124.	Arial Communications Ltd.	16286	e-service
125.	Swansoft Limited	16287	Customer Care Service
126.	Voice Tel Ltd.	16288	Customer Care Service

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
127.	Vocable BD Ltd.	16289	Islamic Information Service
128.	Ethics Advanced Technology Ltd.	16290	E-service (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার ও কৃষি)'
129.	Online Solution International Ltd.	16291	E-marketing service
130.	Symbiotic Infotech BD Ltd.	16292	E-service
131.	World Com Solutions	16293	E-service
132.	Poriborton.Com Ltd	16294	E-news
133.	Banglatrac Miaki VAS Ltd	16295	E-business Service
134.	Augere wireles broadband bangladesh ltd. (QUBEE)	16296	Customer Care Service
135.	OnnoRokom Web Services Ltd	16297	Customer Care Service
136.	DataSoft Systems Bangladesh Ltd.	16298	Customer Care Service
137.	O'Source Solutions Ltd.	16299	E service
138.	Three R Enterprise Farms	16301	E service
139.	Shahjalal Islami Bank	16302	Banking Service
140.	Momagic Bangladesh Ltd.	16303	E-service (e-entertainment)
141.	Systech Unimax	16304	E-service (mobile marketing)
142.	MANAS- Madak Drrabbo O Nesha Nerodh Sangstha	16305	E-ticketing service
143.	One97 Communications Private Ltd.	16306	E-service (e-entertainment)
144.	Nitol Motors Ltd.	16307	Customer Care Service
145.	Pedrollo nk Ltd.	16308	Customer Care Service
146.	Tech2moro Limited	16309	E-service (Games & Entertainment)
147.	IT Consultants Ltd.	16310	General Banking Information Service
148.	IT Connect Limited	16311	Customer Care Service
149.	Guardian IT Limited	16312	E-marketing
150.	Banglalion Communications Ltd.	16313	Customer Care Service
151.	Radio Furti Limited	16314	Customer Care Service
152.	National Credit and Commerce Bank Ltd. (NCCBL)	16315	Banking Service
153.	Live Entertainment Ltd.	16316	E -entertainment

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
154.	The Codero Ltd.	16317	Customer Care Service
155.	Suncrops Ltd.	16318	Train Tracking and Monitoring Service
156.	Holcim Cement (Bangladesh) Ltd.	16319	Customer Care Service
157.	Premier LP GAS Ltd.	16320	Customer Care Service
158.	Dhaka University	16321	E -education
159.	JhoroTEK	16322	E-service (product Authenticity)
160.	SLL Solutions	16324	E- entertainment service
161.	Lanka Bangla Finance Ltd.	16325	E- entertainment service
162.	Uniwave Broadcasting Company Ltd.	16326	Customer Care Service
163.	SBAC Bank Ltd.	16327	Customer Care Service
164.	Systems Solutions & Development Technologies Ltd.	16328	Customer Care Service
165.	J.K International	16329	M-ticketing
166.	King Digital Recharge Ltd.	16330	Customer Care & E-entertainment Services
167.	Tusuka Technotrade Ltd.	16331	E-service (Entertainment, News, Product Information)
168.	Bds'71.com	16332	E- Information Service
169.	Teletalk Bangladesh Ltd.	16333	E-governance/e-registration/e-health
170.	Radio Shadhin Private Ltd.	16334	Customer Service
171.	Link3 Technologies Ltd.	16335	Customer Care Service
172.	ATN Times Ltd.	16336	News and News related information'
173.	Infocom Limited	16337	Customer Care Service
174.	e-World Limited	16338	IVR Service & SMS notification
175.	Bashundhara Group	16339	Customer Care Service
176.	icddr,b	16340	E – Health Service
177.	E-Medicare Ltd.	16341	Customer Care (appointment service)
178.	NRB Telecom Ltd.	16342	E-entertainment service
179.	Rupkotha Productions	16343	E- entertainment service
180.	American Life Insurance Company	16344	Customer Care Service

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
181.	Agricultural Ministry	16123	Agricultural Information Service
182.	Flag Bangladesh Limited	16346	Islamic Information Service
183.	Modhumoti Bank Ltd.	16347	Customer Care Service
184.	Live Media Ltd.	16348	E- entertainment service
185.	Khan Enterprise & Engineers Ltd	16349	M-ticketing
186.	Solvers	16350	E- entertainment service
187.	Enroute International Ltd.	16351	E- entertainment service
188.	MXN Modern herbal Food Ltd.	16352	Customer Care Service
189.	eSafari Limited	16353	E-service (News, Sports update, Horoscope)
190.	United Leasing Company Ltd.	16354	Customer Care Service
191.	Elite Force Ltd.	16355	Security/Emergency Alert Service
192.	শ্রম অধিদপ্তর (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)	16356(Toll Free)	Help Line Service
193.	কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ অধিদপ্তর (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)	16357(Toll Free)	Help Line Service
194.	Min. of Fisheries & Livestock	16358 (Toll free)	Help Line Service
195.	DHL Worldwide Express	16359	Customer Care Service
196.	Link Technologies Ltd.	16360	E- entertainment service
197.	S.A Channel (Pvt.) Ltd.	16361	Customer Care Service
198.	Verse Innovation Ltd.	16362	E-Service (Job Search, Real State, Matrimony)
199.	Microcredit Regulatory Authority	16364	Customer Care Service
200.	Bank Asia Ltd.	16365	Mobile Financial Service (MFS)
201.	Miaki Media Ltd	16366	E-information (Islamic Quaries)
202.	Ibrahim Cardiac Hospital & Research Institute	10677	Emergency Medical Service
203.	GM Technology	16368	E- entertainment service
204.	Dhaka Fiber Net Ltd.	16369	E-information Service
205.	Mobitech	16370	E-information Service

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
206.	Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs	16371	Legal Services
207.	Unicom Enterprise Ltd.	16372	E-information Service
208.	Edison Communication Ltd.	16373	E-entertainment service
209.	Shohoj Limited	16374	E -ticketing service
210.	Birdcube Technology Ltd.	16375	E-information Service
211.	Real Technologies Ltd.	16376	E-information Service
212.	Big Bang Computer's Ltd.	16377	E-information Service
213.	Data Edge Ltd.	16378	Customer Care Service
214.	Royal Capital Ltd.	16379	Customer Care Service
215.	NextNet Ltd.	16380	E- entertainment service
216.	Cubic Developments Ltd.	16381	Customer Care Service
217.	New Line Travel International	16382	Customer Care Service
218.	Art Box	16383	E- entertainment service
219.	Unifon Ltd.	16384	E-information Service
220.	Pioneer People Ltd.	16385	E- entertainment service
221.	Axon Infotech Ltd.	16386	E- entertainment service
222.	Social Marketing Compan	16387	E-Health Service
223.	TM Telecom	16367	E-information Service
224.	Ministry of Women and Children Affairs	10921(Toll free)	Help Line Service
225.	Centre for Research and Information	1971	E-information Service
226.	STS Hospitals Ltd	10679	Emergency Medical Service
227.	Liberation War Museum	16371	Mobile Financial Service
228.	AnS Techbd Ltd	16388	E-entertainment service (News Service, Sports update, Jokes)
229.	Mobizone Telecommunication Services Ltd.	16389	E-entertainment service (Daily News, Jokes, Music, Ringtone)
230.	Raiyan Technology Limited	16390	E-entertainment service (Daily News, Jokes, Music, Ringtone)
231.	Vasonomics Bangladesh Ltd.	16392	E-information
232.	Amar Phonebook Ltd.	16393	E-Information service
233.	Eskimi Ltd.	16395	E-entertainment service
234.	Jamuna Bank Ltd.	16396	Banking Service

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
235.	Crown Transportation & Logistics Ltd.	16397	Customer Care Service
236.	Grameen Intel Social Bussiness Ltd.	16398	Agricultural Services
237.	Color Box Ltd.	16399	E-Information service
238.	Yardarm Solutions Ltd.	16400	E-entertainment (Solution Media Portals)
239.	Bangladesh Telecommunication Company Ltd. (BTCL)	16402	Customer Care Service
240.	Triumph Technologies Ltd.	16403	E-entertainment Services (Text based Life style & Infotainment, Games, Wall Paper, Ring Tones, Music Tones, Themes)
241.	ILM Services (Pvt.)	16405	Islamic Portal Service
242.	In Mobiles BD Pvt. Ltd.	16406	E-Entertainment Service (fashion alerts, cricket alerts, breaking news, music)
243.	Orbit Informatics	16407	E-entertainment (Wallpaper, Animations, Music, Information Services)
244.	IDLC Finance Ltd.	16409	Customer Care Service
245.	4DLBangladesh Ltd.	16410	E-Entertainment Service (Jokes, Beauty Tips, Love Tips, News, Horoscope)
246.	Premier Bank Ltd.	16411	Customer Care Service
247.	United News of Bangladesh Ltd.	16412	E-information (News Service)
248.	NRB Commercial Bank Ltd.	16413	Customer Care Service
249.	Summit Communications Limited	16414	Customer Care Service
250.	Movers Pvt. Ltd.	16416	E-entertainment (Ringtones, CRBT, Text Alert, push-pull & Subscription service, News)
251.	I am digital Ltd.	16417	E-Information (Braking News, Funny/Famous Quotes, Life Style, Sports News)
252.	Union Communications Ltd.	16418	E-entertainment service (News Service, Sports Update, Follow/Blog Service, Horoscope, Jokes)

SL No	Operator/Organization Name	Short Code	Type of Services
271.	Content House	16437	E-service (News update, Horoscope, Music, Ring tones, Jokes)
272.	Computter Services Ltd.	16438	E-service (Jokes, News, Sports update, Lifestyle, Video, MP3 Song)
273.	Ideal Enterprise	16439	Customer Care Service
274.	Music Box	16440	E-information (Music, Jokes, News Update, Sports update, Horoscope, Tips, Ringtones, Namaz Alert)
275.	Mobi Buzz	16441	E-service (News update, Jobs Alert, Horoscope, Music, Jokes)'
276.	BEXIMCO Communications Ltd.	16442	Customer Care Service
277.	Stellar Digital Ltd.	16443	E-entertainment Service (Breaking News, Music, Video, Ringtones, Life style, Soprt update)
278.	Software Shop Ltd.	16444	E service' (news, entertainment, iformation)
279.	ProgGyan Ltd.	16445	E-information (Knowledge base)
280.	Hash Tag Solutions	16446	E-infotainment (Music, Jokes, News Update, Sports update, Horoscope, Tips, Ringtones, Video)
281.	E.B. Solutions Ltd.	16447	E-information (Music, News update, Jokes, Horoscope, Ringtones, Love quote)
282.	Bangla Trac Ltd.	16448	Customer Care Service

উল্লেখ্য, শর্ট কোডের এই বন্টন ভবিষ্যতে প্রয়োজনভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান অনুযায়ী, Toll Free সার্ভিসের জন্য Number Series 0800 নির্ধারণ করা হয়েছে এবং Toll Free সার্ভিসের জন্য Number Structure নিম্নরূপঃ

0800+SCP CODE + IN
SCP = Signalling Control Point
IN = Intelligent Network.

Inter-Network Service এ Short Code ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিটিআরসি হতে পৃথক পৃথক নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। এতদবিষয়ে বিস্তারিত www.btrc.gov.bd ওয়েবসাইটে রয়েছে।

তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা

মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার এবং অপারেটরদের মার্কেট শেয়ার:

জুন, ২০১৫ সালে মোট মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১২৬,৮৬৬,০৯১ তে উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মোট ৮.৬% যা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। এছাড়া এ সময় মাসিক গ্রাহক বৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে প্রায় ১% ছিল। বিগত এক বছরে মোবাইল গ্রাহকসংখ্যার মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা		
মাস	গ্রাহক সংখ্যা	বৃদ্ধির হার
জুলাই- ১৪	১১৬,৮৭০,৯১৫	-
আগস্ট- ১৪	১১৭,৫৭৬,৮০৩	০.৬০%
সেপ্টেম্বর- ১৪	১১৮,৪৯২,৫৪৭	০.৭৮%
অক্টোবর- ১৪	১১৮,৯৩১,৭৩০	০.৩৭%
নভেম্বর- ১৪	১১৯,৬২৩,২২১	০.৫৮%
ডিসেম্বর- ১৪	১২০,৩৫০,৪৯৭	০.৬১%
জানুয়ারী- ১৫	১২১,৮৫৯,৮৩৪	১.২৫%
ফেব্রুয়ারী- ১৫	১২২,৬৫৬,৬৬২	০.৬৫%
মার্চ- ১৫	১২৩,৬৯০,৩৭১	০.৮৪%
এপ্রিল- ১৫	১২৪,৭০৪,৮৬৯	০.৮২%
মে- ১৫	১২৫,৯৭০,৭৪৩	১.০২%
জুন- ১৫	১২৬,৮৬৬,০৯১	০.৭১%

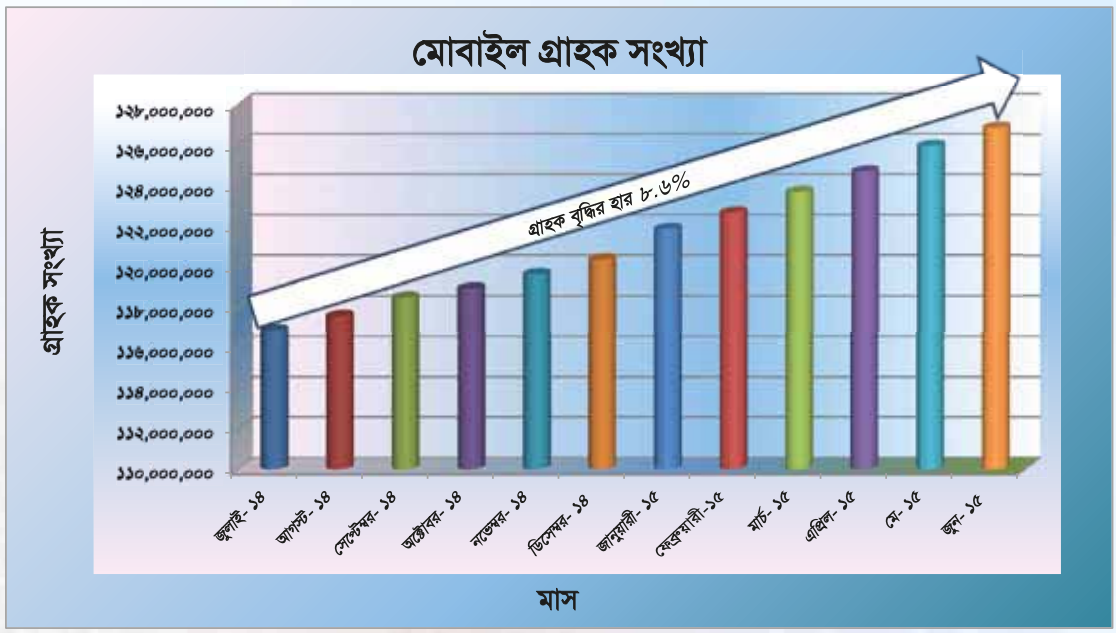

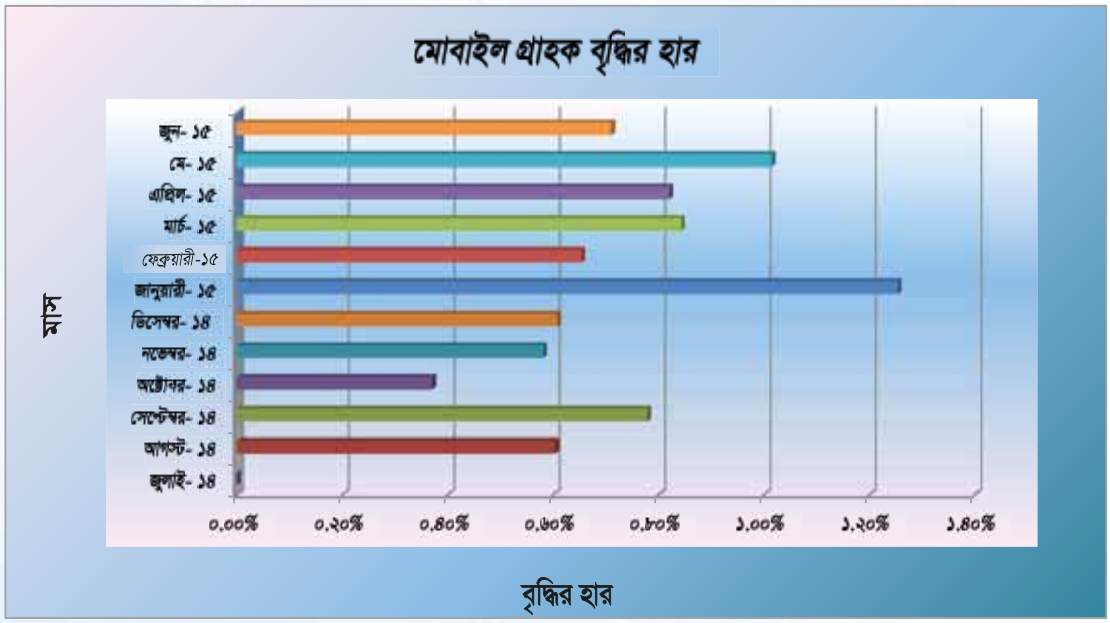

একইসাথে মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মার্কেটের সাম্যাবস্থা ইতিবাচক দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে প্রত্যেক মোবাইল অপারেটরই তার নেটওয়ার্ক এবং সেবার মানোন্নয়েন জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি সৃষ্টি হচ্ছে।

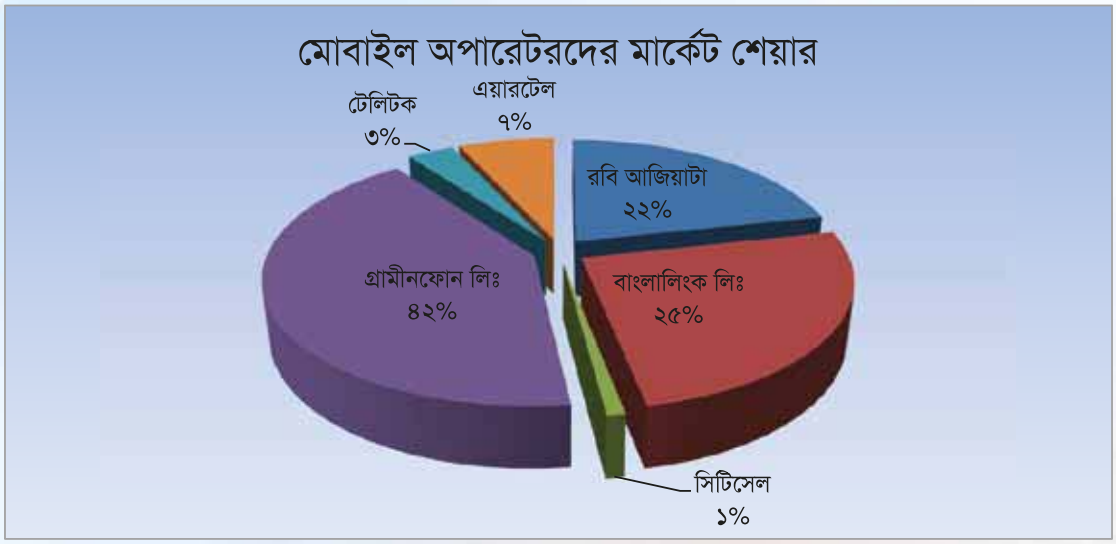

ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বিশেষতঃ মোবাইল ইন্টারনেট উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ১২ মাস অর্থাৎ জুলাই' ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত এক বছরে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২২%।

ইন্টারনেট গ্রাহক		
মাস	গ্রাহক সংখ্যা	বৃদ্ধির হার
জুলাই- ১৪	৩৯,৩৫৩,১৪২	
আগস্ট- ১৪	৪০,৮৩২,৩৮৭	৩.৭৬%
সেপ্টেম্বর- ১৪	৪২,২৮১,৯৩১	৩.৫৫%
অক্টোবর- ১৪	৪৪,০৮১,৯৪২	৪.২৬%
নভেম্বর- ১৪	৪২,৯৯৬,৬৮৭	-২.৪৬%
ডিসেম্বর- ১৪	৪৩,৬৪১,৬০৪	১.৫০%
জানুয়ারী- ১৫	৪২,৭৬৫,৮২৯	-২.০১%
ফেব্রুয়ারী- ১৫	৪৩,৪১৮,৯৯৯	১.৫৩%
মার্চ- ১৫	৪৪,৬২৪,৭৪৮	২.৭৮%
এপ্রিল- ১৫	৪৫,৬৭৬,৬০৯	২.৩৬%
মে- ১৫	৪৭,৪২১,৪৬৮	৩.৮২%
জুন- ১৫	৪৮,৩৪৬,৭৩৯	১.৯৫%

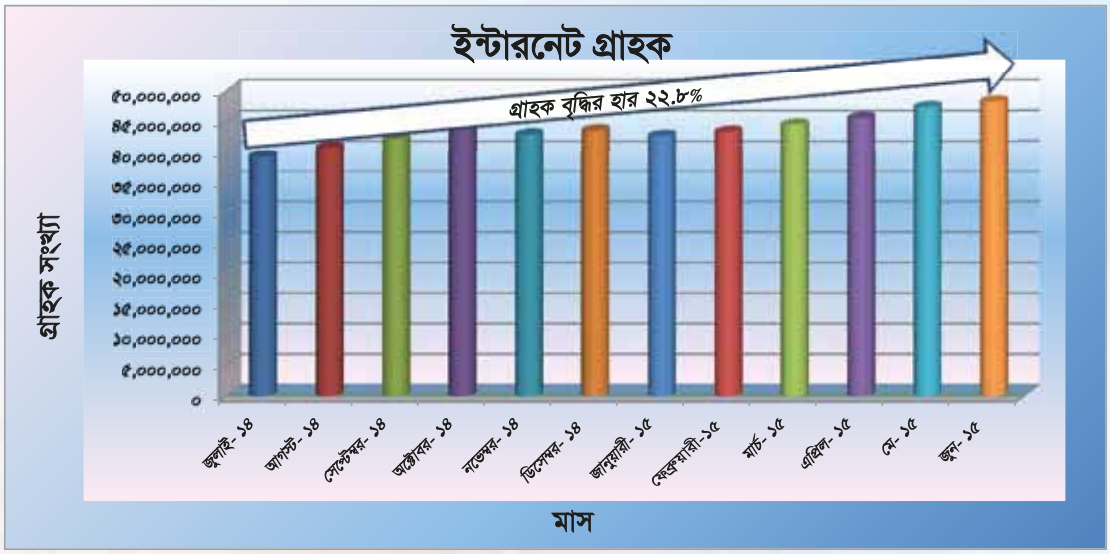

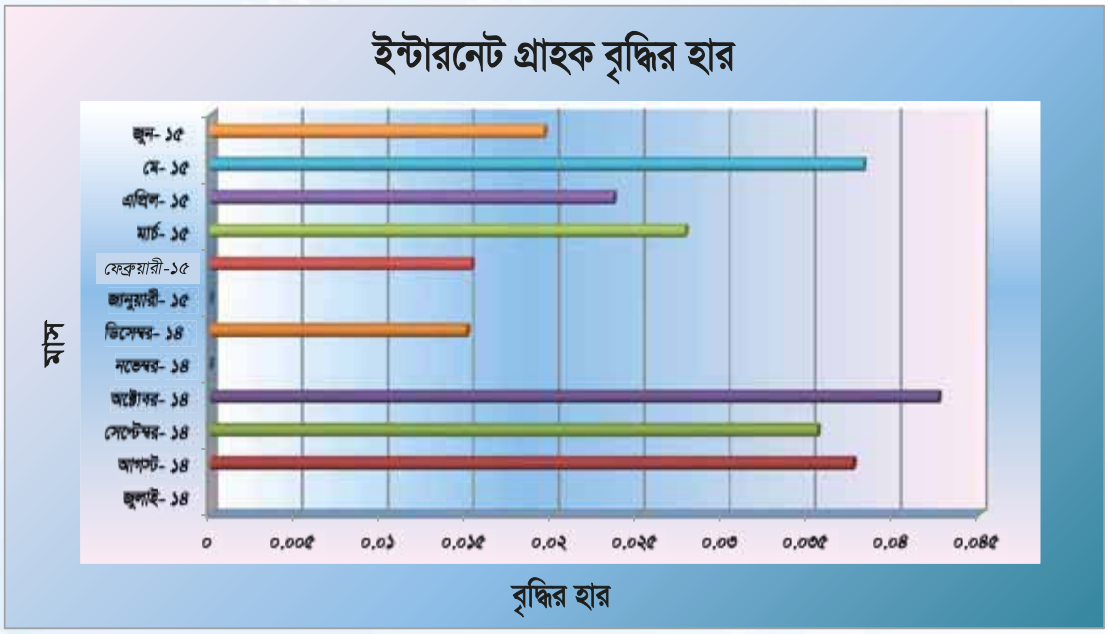

এছাড়াও থ্রিজি ও ওয়াইম্যাক্স অপারেটরদের নেটওয়ার্ক বিস্তার এবং আইএসপি অপারেটরদের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের হার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ব্রডব্যান্ড গ্রাহক সংখ্যা ১৬.৪ মিলিয়নে পৌঁছেছে, যার ঘনত্ব ১০.৪%। তারহীন ব্রডব্যান্ড সেবার জনপ্রিয়তা ব্রডব্যান্ড সেবার ভবিষ্যত বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

ব্রডব্যান্ড গ্রাহক	
গ্রাহক সংখ্যা	১৬.৪ মিলিয়ন
গ্রাহক ঘনত্ব	১০.৪%

এসএমএস (SMS) সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত

মোবাইল নেটওয়ার্কে ভয়েস (Voice) সেবার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবা হল এসএমএস। প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন এসএমএস স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রেরিত এবং গৃহীত হয়ে থাকে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু উপাত্ত সন্নিবেশিত হলোঃ

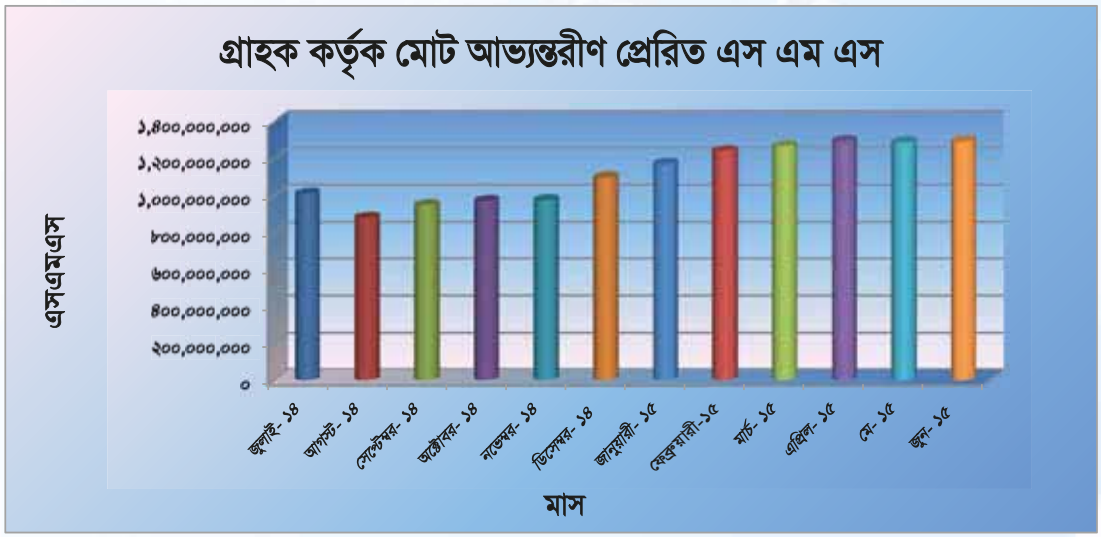

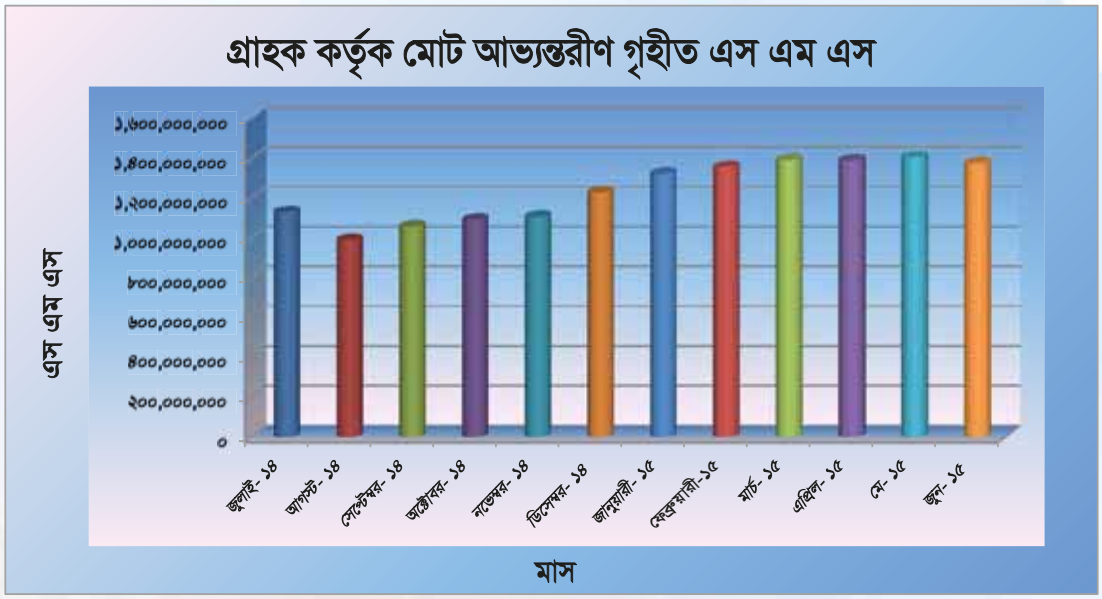

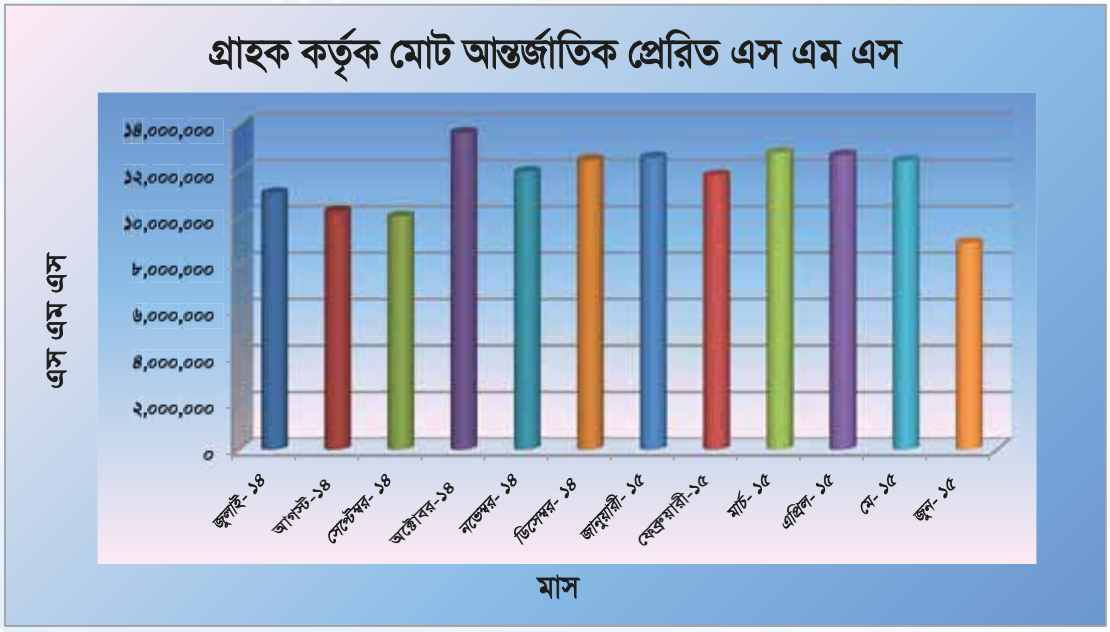
গ্রাহক কর্তৃক মোট আন্তর্জাতিক প্রেরিত এস এম এস
এস এম এস
১৪,০০০,০০০
১২,০০০,০০০
১০,০০০,০০০
৮,০০০,০০০
৬,০০০,০০০
৪,০০০,০০০
২,০০০,০০০
০
জুলাই- ১৪
আগস্ট- ১৪
সেপ্টেম্বর- ১৪
অক্টোবর- ১৪
নভেম্বর- ১৪
ডিসেম্বর- ১৪
জানুয়ারী- ১৫
ফেব্রুয়ারী- ১৫
মার্চ- ১৫
এপ্রিল- ১৫
মে- ১৫
জুন- ১৫
মাস

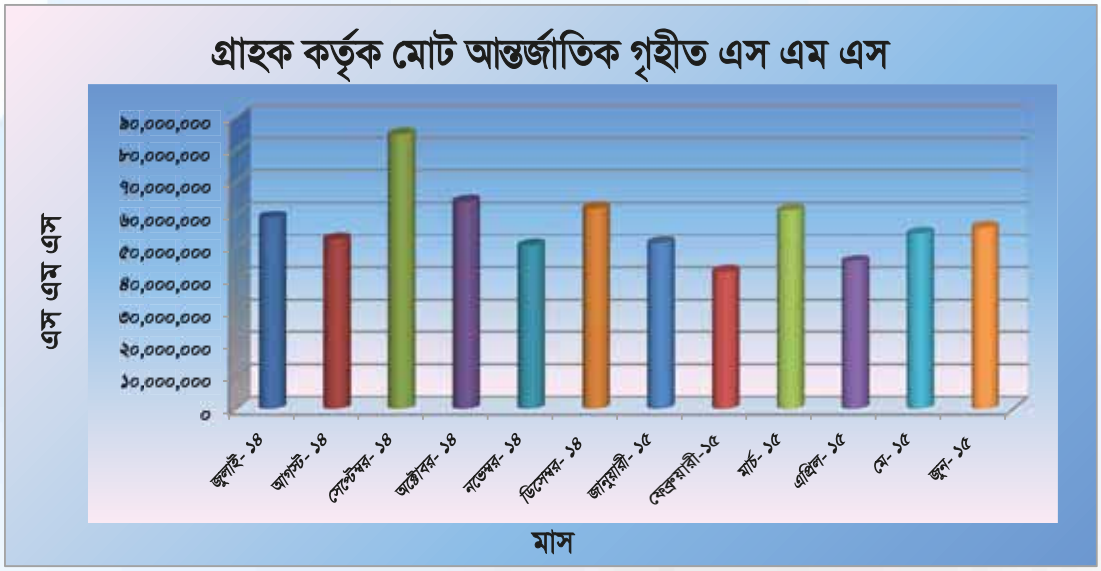
গ্রাহক কর্তৃক মোট আন্তর্জাতিক গৃহীত এস এম এস
এস এম এস
৯০,০০০,০০০
৮০,০০০,০০০
৭০,০০০,০০০
৬০,০০০,০০০
৫০,০০০,০০০
৪০,০০০,০০০
৩০,০০০,০০০
২০,০০০,০০০
১০,০০০,০০০
০
জুলাই- ১৪
আগস্ট- ১৪
সেপ্টেম্বর- ১৪
অক্টোবর- ১৪
নভেম্বর- ১৪
ডিসেম্বর- ১৪
জানুয়ারী- ১৫
ফেব্রুয়ারী- ১৫
মার্চ- ১৫
এপ্রিল- ১৫
মে- ১৫
জুন- ১৫
মাস

লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং (এলএল) বিভাগ

লীগ্যাল শাখা

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণসহ টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত; বাংলাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়ন; দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ব্যয়সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং প্রতিযোগীতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতামূলক ও বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন, উহার পরিপন্থী বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান; নতুন নতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সরকার টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর আওতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই কমিশনের অন্যান্য বিভাগের মতোই লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সচেষ্ট রয়েছে।

টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য আইনঃ

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় আইন প্রণীত হয়েছে। তার মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ উল্লেখযোগ্যঃ

১. The Telegraph Act, 1885; ২. The Wireless Telegraphy Act, 1933; ৩. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ ; ৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬; ৫. কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬; ৬. টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; ৭. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবং ৮. প্রতিযোগীতা আইন, ২০১২

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর সংশোধনীসমূহঃ

দেশের স্বার্থ ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০০১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ বিভিন্ন সময় সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধনীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপঃ

১. **১ম সংশোধনঃ** ২০০৫ সনের ১নং অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশটি ২০০৬ সনের ৭নং আইন দ্বারা রহিত হয়। উক্ত সংশোধনের মেয়াদকাল ছিল ১০-১২-২০০৫ পর্যন্ত।

২. **২য় সংশোধনঃ** ২০০৬ সনের ৭নং সংশোধন আইন। উক্ত ২য় সংশোধনীর মেয়াদকাল ১১-১২-২০০৫ হতে অদ্যাবধি।

৩. **৩য় সংশোধনঃ** ২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ। বর্ণিত ৩য় সংশোধনীর মেয়াদকাল ২২-১২-২০০৮ হতে ২৪-০২-২০০৯ পর্যন্ত ছিল। বাংলাদেশ সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-৯৩(২) এর বিধান মোতাবেক সংসদের ১ম অধিবেশনে উপস্থাপিত না হওয়ায় অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়।

৪. **৪র্থ সংশোধনঃ** ২০১০ সনের ৪১ নং আইন। উক্ত ৪র্থ সংশোধনীর মেয়াদকাল ০১-০৮-২০১০ হতে অদ্যাবধি।

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত পলিসিসমূহঃ

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত আইনের বিধান বাস্তবায়ন এবং একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় পলিসি বা নীতিমালা গ্রহণ করে। সময়ে সময়ে গৃহীত পলিসিসমূহ নিম্নরূপঃ

১. National Telecommunications Policy, 1998; ২. ILDTS Policy, 2007; ৩. National Broadband Policy, 2009; ৪. ILDTS Policy, 2010; ৫. National ICT Policy, 2009; ৬. জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত রুলস/বিধিমালা/আদেশ সমূহঃ

একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় রুলস/বিধিমালা/আদেশ জারী করে। সময়ে সময়ে জারীকৃত রুলস/বিধিমালা/আদেশসমূহ নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪।
২. আমদানী নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫।

সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত প্রবিধানমালাসমূহঃ

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের লাইসেন্স প্রদান, আন্তঃসংযোগ, কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী প্রবিধানমালা, কর্মচারীদের চাকুরী সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী কি পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে তার বিধান সম্বলিত বেশ কয়েকটি প্রবিধানমালা কমিশন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছে। বর্ণিত প্রবিধানমালা দিয়েই কমিশনের প্রাত্যহিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ১৮(৪), ২৪(২)(খ),৩১(২)(থ), ৩২, ৩৬(৬), ৩৮, ৪৯(৩)(খ), ৫৪(১), ৫৫(৩), ৫৭(১), ৬৫, ৭৫, ৮৭(৩) ও ৯৯ ধারার বিধান অনুসারে কমিশন অত্র আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে প্রবিধান প্রণয়ন করে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে। কমিশন হতে নিম্নেবর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহের খসড়া প্রস্তুত করতঃ সরকারের অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১১।
২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০১১।
৩. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (টেলিযোগাযোগ প্রতিযোগিতা) প্রবিধানমালা, ২০১১।
৪. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর কর্মচারী অবসর ভাতা প্রবিধানমালা, ২০১৫।
৫. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর কর্মচারী প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৫।
৬. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৫।

কমিশনে বর্তমানে নিম্ন বর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহ কার্যকর রয়েছেঃ

Sl. No.	Name of Regulation
1.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No. 1 of 2004).
2.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, 2004 (BTRC Regulations No 2 of 2004).
3.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Employees) Service Regulations, 2005.
4.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Amendment no 1 of 2005 of the BTRC Licensing Procedure Regulations, 2004 (Regulations No. 1 of 2004).
5.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Amendment no 1 of 2007 of the BTRC Licensing Procedure Regulations, 2004 (Regulations No. 1 of 2004).
6.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Administrative Fine) Regulations, 2007 (BTRC Regulation No. 2 of 2007).
7.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No 1 of 2008).
8.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Licensing Procedure) (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No. 2 of 2008).
9.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) (Second Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No. 3 of 2008).
10.	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) (Amendment) Regulations, 2009 (BTRC Regulation No. 1 of 2009).
11.	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯

লীগ্যাল শাখার কার্যক্রম

লীগ্যাল ডাইরেক্টরেট কমিশনের আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কমিশনের প্রয়োজনীয় সকল বিভাগের কার্যক্রম হতে উদ্ভুত ক্ষেত্রে আইনী পরামর্শ প্রদান, প্রস্তাবিত চুক্তির আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিযোগ শুনানি, কারণ দর্শানোর নোটিশ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্ এবং লাইসেন্সসমূহের খসড়া প্রণয়ন এ সরকারকে সহায়তা করা, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রবিধানমালা বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন, কমিশনের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রয়োজনীয় আইনগত মতামত প্রদান, লাইসেন্সধারীদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তি, মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ল'ফার্ম এবং সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, আইনজীবী নিয়োগ, Affidavit তৈরী, FRT/Chargesheet তৈরী, মামলার তদন্ত সম্পন্ন, সারাদেশে বিভিন্ন থানায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ দায়েরকৃত মামলাসমূহে VoIP যন্ত্রপাতি সনাক্তকরণ, দেশের বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Chargesheet/ FRT দাখিল এর অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) কমিশন-কে মামলার বিষয়ে বা আইনী যে কোন বিষয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
(খ) দেশের ৬৪টি জেলার নিম্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদারকি, মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা ও আদালতে মামলা পরিচালনা করা;
(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) এর বিধান মোতাবেক অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চার্জশীট/চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে আদালতে দাখিলের অনুমোদন প্রদান করা;
(ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে দায়েরকৃত মামলায় জব্দকৃত আলামত আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;
(ঙ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীন নিম্ন আদালতে দায়েরকৃত সকল মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যাচিত জব্দকৃত আলামত সংক্রান্ত কারিগরি মতামত প্রদানের ব্যবস্থা করা;
(চ) বিভিন্ন মামলার সাক্ষীসমূহকে পরামর্শ প্রদান এবং সাক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করা;
(ছ) কমিশনের নিকট দায়েরকৃত সকল আন্তঃ অপারেটরদের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানীর ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তি করা;
(জ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮০(৭) অনুযায়ী কমিশনের পক্ষে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করা;
(ঝ) মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুত ও আদালতে দাখিল করা;
(ঞ) কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়ের করা উচ্চ আদালতের মামলাসমূহ পরিচালনা করা;
(ট) র‍্যাব/পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মালামাল কোর্টের নির্দেশে সংরক্ষণ করা;
(ঠ) কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী/ল'ফার্ম-কে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা;
(ড) লাইসেন্সিং শর্ত ভঙ্গের কারণে আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে কারণ দর্শানো নোটিশের ভেটিং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
(ঢ) রুলস্, রেগুলেশনস্, গাইডলাইনস, লাইসেন্স প্রণয়ন, নির্দেশনা, পারমিট, চুক্তি, সমঝোতা স্মারকসহ নানাবিধ লীগ্যাল ডকুমেন্ট পরীক্ষা (ভেটিং) করা;
(ণ) সকল রেগুলেশন বা আইন সংশোধনের বিষয়ে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করা;
(ত) লাইসেন্স/ চুক্তির শর্ত লংঘন সংক্রান্ত আইনগত তদন্ত করা;
(থ) আইন/লীগ্যাল সংশ্লিষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

(দ) মামলার তদন্তের স্বার্থে আসামীদের সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (গ্রেফতার, আদালতে সোপর্দ) গ্রহণ করা;
(ধ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন থানার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তে সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
(ন) মামলার কাগজপত্র সংগ্রহ করে কমিশনকে অবহিত করা এবং কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(প) মামলার আলামত সংরক্ষণ এবং কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত মালখানা নিয়ন্ত্রণ, রক্ষনাবেক্ষণ এবং আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;
(ফ) কমিশন-কে সময় সময় তদন্ত অগ্রগতি অবহিত করা এবং আদালতে তদন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করা;
(ব) সার্টিফিকেট অফিসার নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
(ভ) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে আইন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সমূহ সম্পন্ন করা;

কমিশনের নিয়োগপ্রাপ্ত ল'ফার্ম এবং আইনজীবীঃ

বিটিআরসি'র মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ল'ফার্ম এবং আইনজীবী বর্তমানে লীগ্যাল বিভাগের সাথে যুক্ত রয়েছে-

১। লীগ্যাল এ্যাডভাইজার

লেক্স কাউন্সেল
বিএসইস ভবন, (লেভেল-১০)
১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

২। প্যানেল ল'ফার্ম

ক) পাটোয়ারী জুরিষ্ট এন্ড এসোসিয়েট (রুপায়ন করিম টাওয়ার, স্যুইট নং-৭সি(৭ম তলা), ৮০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০)।
খ) সলিউশন্স লিগ্যাল (বেইলী রীট্জ, ফ্ল্যাট নং-সি-৩, (৩য় তলা), ১ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০। কোর্ট চেম্বার-রুম নং-৪১৫,(৩য় তলা), সুপ্রীম কোর্ট বার এ্যানেক্স বিল্ডিং, ঢাকা-১০০০)।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণঃ

সাধারণতঃ অপরাধী কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর লঙ্ঘন করায় কমিশন নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতের শরনাপন্ন হয়। আবার কখনও কখনও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহও আদালতে মামলা দায়ের করে থাকে।

বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	বিটিআরসি কর্তৃক দায়েরকৃত	মন্ত্রণালয়/বিটিআরসি'র বিপক্ষে দায়েরকৃত	মোট মামলার সংখ্যা
১.	জজ কোর্ট	দেওয়ানী (Civil)	০৩	০১	৪৮টি
২.	জজ কোর্ট	ফৌজদারী (Criminal)	০২	০০	
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition-29 Company Matter-03 Contempt Petition-01	০	৩৩	
৪.	মহামান্য আপীল বিভাগ	আপীল	০৬	০৩	
		মোট মামলার সংখ্যা =	১১	৩৭	

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিটিআরসি/মন্ত্রণালয় এর পক্ষে/ বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা পরিসংখ্যানঃ

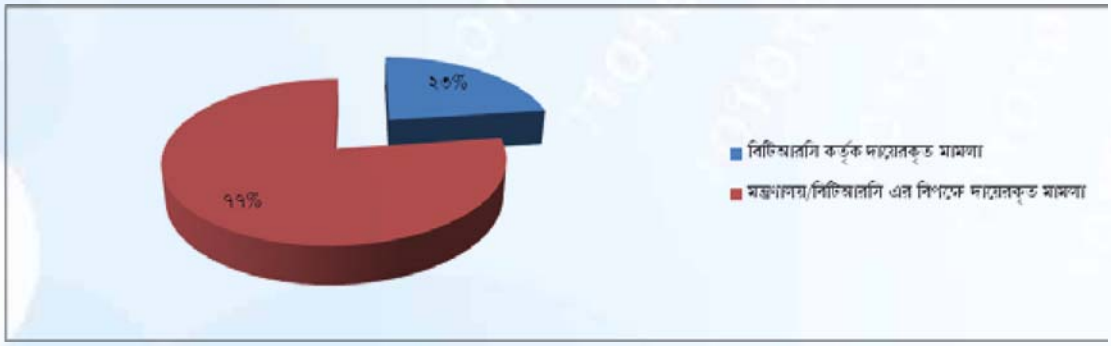

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণঃ

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১.	জজ কোর্ট	দেওয়ানী (Civil)	০১
২.	দায়রা কোর্ট	ফৌজদারী (Criminal) রিভিশন	০২
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition, Contempt Petition	১৫
৪.	মহামান্য আপীল বিভাগ	আপীল	০৯
		মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা =	২৭

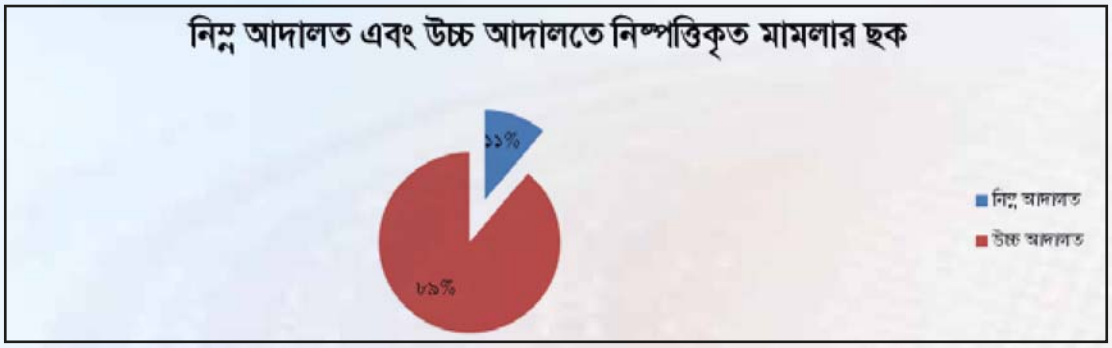

২০১০-২০১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়কালে কমিশন এর পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১.	২০১৪-২০১৫	৪৮	২৭
২.	২০১৩-২০১৪	৩৩	৫
৩.	২০১২-২০১৩	২০	১৬
৪.	২০১১-২০১২	৫১	১৮
৫.	২০১০-২০১১	১৪	১২

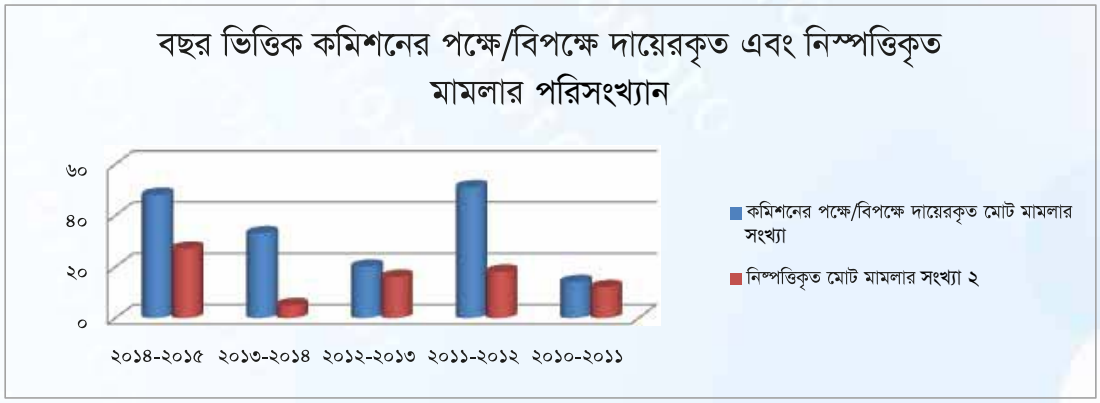

নিম্ন আদালতে বিচারাধীন বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রমঃ

লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিটিআরসি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় জি. আর. মামলা রুজু করার মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই বিভাগ সর্বদা আদালতের সিদ্ধান্তসমুহ যাতে কমিশনের পক্ষে পাওয়া যায় সে জন্য আইনগত তথ্য উপাত্ত দিয়ে অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমানে নিম্ন আদালতে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা সর্বমোট ১২২ টি যার মধ্যে ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন ৬৯ টি, ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিকৃত ২৭ টি, এবং দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন ২৩ টি, দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তিকৃত ০৩ টি।

অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট এর অনুমোদন জ্ঞাপনঃ

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী এবং সশ্লিষ্ট আইনের ৬১, ৭৮ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ অনুসরণ সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) অনুযায়ী এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ এর ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত রিপোর্ট জমা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন হতে অনুমোদনপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুযায়ী কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহাপরিচালক (লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং) প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার কেস ডায়েরী (সি,ডি), সম্পূরক কেস ডায়েরী (এস, সি, ডি), অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করতঃ লিখিতভাবে অনুমোদন জ্ঞাপন বা প্রয়োজনীয় আইনানুগ আদেশ প্রদান করে থাকেন।

উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার কার্যক্রমঃ

এই বিভাগ যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন ধরনের মামলা পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য যে, সাধারণত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কমিশনের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়, তাঁরা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে Writ Petition দাখিল এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে। এছাড়াও দায়রা আদালত কর্তৃক চার্জ গঠনের আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী রিভিশন দায়ের এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে থাকে। উক্ত মামলাসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে কমিশনের পক্ষে affidavit in opposition প্রস্তুত করে এবং মামলার রুল শুনানী বা আদেশের জন্য প্রস্তুত হলে নিয়োগকৃত ল-চেম্বারের মাধ্যমে শুনানিতে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকে। এছাড়া প্রাথমিক কাজসমূহ যেমন affidavit in opposition দাখিল করার জন্য ক্ষমতা অর্পণ পত্র, ওকালতনামা এবং নোটিশ প্রস্তুত করাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে ল'ফার্মকে সরবরাহ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমানে উচ্চ আদালতে মোট দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ২৮৭ টি, এর মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে ইতোমধ্যে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৫২ টি, হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৩৫ টি।

প্রশাসনিক জরিমানা ঃ

কোন লাইসেন্সধারী লাইসেন্সের কোন শর্ত অথবা নির্দেশনা অথবা আইন/প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১(ঠ), ৪৬(৩)(গ), ৪৬(৩)(ঘ), ৬৩(৩), ৬৪(৩), ৬৫ ধারা এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী উক্ত লাইসেন্সধারীকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করে। যদি লাইসেন্সধারীর বক্তব্য সন্তোষজনক না হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীর উপর প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশনের সামনে উত্থাপন করা হয়। কমিশন আইনের বিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশনের লীগ্যাল ও লাইসেন্সিং বিভাগ হতে প্রশাসনিক জরিমানা সংশ্লিষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ

যদি কোন পরিচালনকারী অথবা কোন গ্রাহক অন্য কোন অপারেটর সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণে কমিশনের বরাবরে অভিযোগ করে, কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বর্ণিত অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট অপারেটরদেরকে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। কমিশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১(২)(চ) এবং ৩১(২)(দ) ধারা, The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, ২০০৪ এর প্রবিধান-১০ এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী কমিশন উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের কমিশনের সিদ্ধান্ত মান্য করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কমিশনে বর্তমানে কয়েকটি অপারেটরের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে।

লাইসেন্সিং শাখা

কমিশন প্রতিনিয়ত উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক লাইসেন্স ইস্যুসহ কলসেন্টার রেজিস্ট্রেশন এর কাজ লাইসেন্সিং ডাইরেক্টরেট সম্পন্ন করছে। এছাড়াও সরকারের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতেও লাইসেন্স ইস্যু করছে। লাইসেন্সিং শাখার কর্মকর্তাগণ নতুন লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র উপস্থাপন, আবেদনপত্র মূল্যায়ন, পরিদর্শন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, পুনঃবৈধকরণ, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, সমর্পন, সংশোধন, পরিবর্তন, একীভূতকরণ, লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন এবং লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্নকরাসহ বিটিআরসি এর ওয়েবসাইটে লাইসেন্সধারীদের তথ্য হালনাগাদ করে থাকে।

লাইসেন্সিং শাখার কার্যক্রমঃ

লাইসেন্সিং শাখা যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) কমিশনের লাইসেন্সিং সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;
(খ) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লাইসেন্সের প্রস্তাবনা আহবান করা;
(গ) লাইসেন্সের আবেদন প্রস্তাব জমা রাখা এবং আবেদনপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
(ঘ) লাইসেন্সের মূল্যায়ণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
(ঙ) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক লাইসেন্স প্রস্তুতকরণ;
(চ) সকল প্রকার লাইসেন্স ইস্যু করা;
(ছ) সকল লাইসেন্স নবায়ন করা;
(জ) লাইসেন্সের বাৎসরিক এনডোরসমেন্ট এর আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা;
(ঝ) লাইসেন্স এর শর্ত ভঙ্গের কারণে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা;
(ঞ) কমিশন হতে প্রণয়নকৃত সকল প্রকার গাইডলাইন জারী করা;
(ট) কমিশনের অডিট কার্যক্রমে সহায়তা করা;
(ঠ) বাৎসরিক প্রতিবেদনসহ লাইসেন্স সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে সহায়তা করা;
(ড) কমিশনের লাইসেন্স ইস্যু/বাতিল সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সময়োপযোগী করে সংরক্ষণ করা এবং ওয়েব সাইটে প্রদান করা;
(ঢ) লাইসেন্সের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন/একীভূতকরণ সংশ্লিষ্ট কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;
(ণ) লাইসেন্সের শর্ত আরোপ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
(ত) সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদনের ব্যবস্থা করা;
(থ) লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন;
(দ) কমিশন সভার সিদ্ধান্তের জন্য লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যপত্র উপস্থাপন;
(ধ) কমিশন সভার সিদ্ধান্তের পর উহা বাস্তবায়ন;
(ন) বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারী করা;
(প) রোল আউট সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্যারান্টি সংরক্ষণ, কর্তন ও অবমুক্তকরণ;
(ফ) লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
(ব) শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;
(ভ) কোম্পানী একীভূত করণ সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;
(ম) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা;

লাইসেন্স ইস্যুকরণঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে কমিশন আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে লাইসেন্স প্রদান এর লক্ষ্যে The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No. 1 of 2004) প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত লাইসেন্সিং রেগুলেশন অনুযায়ী কমিশন হতে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে এবং উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

১। উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিঃ

কমিশন হতে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে আইএসপি, ভিটিএস, এনটিটিএন ভিস্যাট ও নিক্স ইত্যাদি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সকল লাইসেন্সের আবেদনপত্র পাওয়ার পর কমিশনের নির্ধারিত কমিটি সরেজমিনে আবেদনকারীর স্থাপনা পরিদর্শন করে আইনের বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দেখে কমিশনে একটি প্রতিবেদন জমা প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র সমূহ মূল্যায়ন করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশন বরাবর জমা প্রদান করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদন পাওয়ার পর কমিশন হতে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

নিম্নে কমিশন হতে ওপেন লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহ চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলোঃ

২। বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতিঃ

যে সকল লাইসেন্স সীমিত সংখ্যক ইস্যু করা প্রয়োজন তা কমিশন হতে বিডিং পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। সাধারণত: প্রতি ধরনের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন করে উহার ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কমিশন প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক ধরনের লাইসেন্স ইস্যুকরণের প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যথাযথ বাছাই ও পরীক্ষা করণের জন্য মূল্যায়ণ কমিটি গঠন করে থাকে। কমিশনে পেশকৃত সকল লাইসেন্সের আবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ণ কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যোগ্য আবেদনকারীদের বিষয়ে তাদের সুপারিশ কমিশন বরাবর পেশ করে। এই বিভাগ হতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক উক্ত মতামত/সুপারিশ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দেশের দুস্প্রাপ্য এবং দূর্লভ সম্পদ হিসেবে স্পেকট্রাম সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান লাইসেন্সসমূহ বিডিং অথবা অকশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে কমিশন অনুমোদিত গাইডলাইনে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অকশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

নিম্নে কমিশন হতে বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহ চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলোঃ

কমিশনের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত গাইডলাইনসমূহ জারী করা হয়েছেঃ

Category	Name of the Guidelines	Issue No.
PSTN	Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN Operator License, 2004	
2G Cellular Mobile	Regulatory and Licensing Guidelines for GSM Cellular Mobile Telecommunication Services	BTRC/LL/New Cellular Mobile(218)/2005-1729, Dated: 05-10-2005
Central Zone PSTN	Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN Services in Central Zone	BTRC/LL/Central Zone/PSTN(227)/2006-1916, Dated: 23-03-2006
IGW	Regulatory and Licensing Guidelines for International Gateway (IGW) Services	BTRC/LL/IGW(247)/2007-3447, Dated: 08-10-2007
ICX	Regulatory and Licensing Guidelines for Interconnection Exchange (ICX) Services	BTRC/LL/ICX(248)/2007-3448, Dated: 08-10-2007
IIG	Regulatory and Licensing Guidelines for International Internet Gateway (IIG) Services	BTRC/LL/IIG(249)/2007-3452, Dated: 16-10-2007
PSTN Conversion	Zonal PSTN License থেকে National License এ Conversion করার পদ্ধতি ও সম্ভাব্য শর্তাবলী	BTRC/LL/PSTN Conversion (235)/2006-2996, Dated: 04-07-2007
Infrastructure Sharing	Amended Guidelines for Infrastructure Sharing	BTRC/LL/INF-Sharing (304)/2008-227, Dated: 07-07-2007
BWA	Regulatory and Licensing Guidelines for Broadband Wireless Access Services in Bangladesh	BTRC/LL/BWA(275)/2008-1033, Dated: 06-08-2008
NTTN	Regulatory and Licensing Guidelines for National Telecommunication Transmission Network	BTRC/LL/NTTN(307)/2008-1346, Dated: 30-11-2008
IPTSP	Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Protocol Telephony Service Provider License	BTRC/LL/IP Telephony(276)/2008-260, Dated: 15-04-2009
VTS	Regulatory and Licensing Guidelines (Amended) for Vehicle Tracking Service	BTRC/LL/Vehicle Tracking(311)/2008-277, Dated: 26-04-2009
Call Center	Amended Guidelines on Call Center Licensing	BTRC/LL/Call Center/Licensing Procedure(268)/2008-503(1), Dated: 14-07-2009
ITC	Regulatory and Licensing Guidelines for International Terrestrial Cable (ITC) Systems and Services in Bangladesh	BTRC/LL/ITC(369)/2008-178, Dated: 31-03-2011
SC	Regulatory and Licensing Guidelines for Submarine Cable Systems and Services	BTRC/LL/SC(270)/2008-177, Dated: 31-03-2011
NIX	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to National Internet Exchange	BTRC/LL/NIX(387)/2011-845, Dated: 27-06-2012
IGW	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Gateway (IGW) Services in Bangladesh	BTRC/LL/IGW(383)/2011-699, Dated: 20-10-2011

ICX	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Interconnection Exchange (ICX) Services Establishing, Operating and Maintaining Services in Bangladesh	BTRC/LL/ICX(384)/2011-700, Dated: 20-10-2011
IIG	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Internet Gateway (IIG) Services in Bangladesh	BTRC/LL/IIG(385)/2011-701, Dated: 20-10-2011
2G Cellular Mobile (Renewal)	Regulatory and Licensing Guidelines for Renewal of Cellular Mobile Phone Operator License for Establishing, Operating and Maintaining Cellular Mobile Phone Systems and Services in Bangladesh	BTRC/LL/Mobile/License Renewal(342)/2009-563, Dated: 11-09-2011
VSP	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to VoIP Service Provider (VSP) in Bangladesh	BTRC/LL/VSP(392)/2012-889, Dated: 22-07-2012
3G	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 3G Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh	BTRC/LL/3G Guideline(394)/Part-1/2012-148, Dated:14-02-2013

সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত গাইডলাইনসমূহ ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে কমিশন আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে লাইসেন্স প্রদান এর লক্ষ্যে The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No. 1 of 2004) প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত লাইসেন্সিং রেগুলেশন অনুযায়ী কমিশন হতে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে এবং ওপেন পদ্ধতিতে টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। নিম্নে উল্লিখিত গাইডলাইনসমূহ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশন হতে সরাকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

১। Guidelines for Invitation of Proposals/offers for Spectrum Assignment from 2100 MHz Band to Cellular Mobile Phone Service Operators and Issuing License for Establishing, Operating and maintaining 3G Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh.

২। Guidelines for Invitation of Proposals/offers for Spectrum Assignment from GSM 1800 MHz Band to Cellular Mobile Phone Service Operators and Issuing License for Establishing, Operating and maintaining Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh.

৩। Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Service Provider (ISP) in Bangladesh.

৪। Regulatory and Licensing Guidelines for Mobile Number Portability Services in Bangladesh.

৫। Regulatory and licensing Guidelines for Tower Sharing.

কমিশন হতে ইস্যু করা লাইসেন্সসমূহের সেবা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১. **International Gateway (IGW) Servicesঃ** আন্তর্জাতিক আর্ন্তগামী ও বর্হিগামী বৈধ পথে কল পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। International Gateway (IGW) এমন একটি সুইচিং পদ্ধতি যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভয়েস কল প্রেরণ ও গ্রহণ নিশ্চিত হয়। IGW তে কল ট্রাফিক সঞ্চালনের বাস্তব কার্যক্রম পরিচালন এবং নিরীক্ষণ করা যায়। কমিশন হতে বর্তমানে ইস্যূকৃত IGW লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ২৫ (পঁচিশ) টি । সকল IGW অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২. **Interconnection Exchange (ICX) Servicesঃ** আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। Interconnection Exchange (ICX) অর্থ দুই বা ততোধিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রদানের সুইচ সম্বলিত এক্সচেঞ্জ যেখানে নিরীক্ষণ, আইনানুগ এবং অভিগ্রহণ ব্যবস্থাদি সংরক্ষণ করা হয়। কমিশন হতে ইস্যূকৃত ICX লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ২৬ টি । সকল ICX অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৩. **International Internet Gateway (IIG) Servicesঃ** ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য এবং গ্রাহকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। International Internet Gateway (IIG) এমন একটি সুইচিং পদ্ধতি যার মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ডাটা ট্রাফিক প্রেরন ও গ্রহণ করা হয়। কমিশন হতে ইস্যূকৃত IIG লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৩৭টি । সকল IIG অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৪. **Broadband Wireless Access (BWA) Servicesঃ** সেলুলার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভয়েস সার্ভিস প্রদানের পাশাপাশি উচ্চতর গতিসম্পন্ন ডাটা সার্ভিস প্রদান এবং গ্রাম বাংলাকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। দেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রবর্তন এবং নতুন টেকনোলজির সাথে তাল মিলিয়ে চলাই এ লাইসেন্সে উদ্দেশ্য। ওয়াইম্যাক্স এমন একটি মঞ্চ যার মাধ্যমে অপারেটররা দেশে ইন্টারনেট কেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীকে নতুন নতুন ভেল্যু এডেড সার্ভিস প্রদান করতে পারে। কমিশন হতে ইস্যূকৃত BWA লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৩ টি । সকল BWA অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৫. **International Terrestrial Cable (ITC) Servicesঃ** দেশের স্থলপথে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের সাথে এবং মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সুপার হাইওয়ে অর্থাৎ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। উহার মাধ্যমে ডাটা এবং ভয়েস সার্ভিসেস এর প্রয়োজনাতিরিক্ত সংযোগ স্থাপন করে বিরতিহীনভাবে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা যায়। কমিশন হতে ইস্যূকৃত ITC লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৬ টি । সকল ITC অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৬. **PSTN Operator Licenseঃ** সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসের পাশাপাশি ফিক্সড ফোন সেবা মানুষের দোঁড়-গোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় তারের মাধ্যমে এবং ডব্লিউ এলএল পদ্ধতি ব্যবহার করে জনগণকে তারবিহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে কমিশন হতে কয়েকটি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং কয়েকটি অপারেটর তাদের লাইসেন্স সমর্পণ করেছে। তাছাড়া অবৈধ কল টার্মিশনের কারণে ২০১০ সালে মোট ৫টি পিএসটিএন অপারেটর এর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩টি পিএসটিএন অপারেটর যথাঃ র‍্যাঙ্কস টেলিকম লিঃ, ন্যাশনাল টেলিকম লিঃ এবং ওয়ার্ল্ড টেল বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বাকি ২টি অপারেটর যথাঃ ঢাকা টেলিফোন কোম্পানী লিঃ এবং পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিঃ কর্তৃক সরকার প্রদত্ত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হবার কারণে উক্ত কোম্পানীসমূহের লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করার সুযোগ স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে PSTN লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ১২টি ।

৭. **National Telecommunication Transmission Network (NTTN)ঃ** সারাদেশে একটি সাধারণ ও একক টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারী সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির উপযোগী নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। কমিশন হতে ইস্যুকৃত NTTN লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৫ টি । সকল NTTN অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৮. **Vehicle Tracking Serviceঃ** এ পদ্ধতি ব্যবহার করে সারাদেশের সকল প্রকার যানবাহনের অবস্থান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে জিপিএস সিস্টেম এবং সেলুলার মোবাইল ফোন সিস্টেম এর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত Vehicle Tracking লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ১৯টি এবং Service Approval ৩টি। সকল Vehicle Tracking অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৯. **Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP) Licenseঃ** ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফনি যা সহজভাবে IP Telephony নামে পরিচিত বর্তমান সময়ে সাশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। এ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভয়েস কল করা সম্ভব। কমিশন হতে ইস্যুকৃত IPTSP লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৪২টি । সকল IPTSP অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১০. **Internet Service Provider (ISP) Licenseঃ** ISP অপারেটররা প্রান্তিক গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডায়াল আপ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস ও ডিএসএল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, ডাটা কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য সেবা যেমন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং, ম্যানেজড নেটওয়ার্ক সল্যুশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সল্যুশন, ডিএনএস পার্কিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল হোস্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করে আসছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত ISP লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ২৮৯ টি । সকল ISP অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১১. **Internet Service Provider with Cyber Cafe Licenseঃ** ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা স্বল্প পুঁজিতে ইন্টারনেট ও সাইবার ক্যাফে সেবা প্রদান করতে পারে। যে কোন ব্যক্তি যাতে যে কোন সময়ে ইন্টারনেট সেবা পেতে পারে, এই লক্ষ্যে সাধারণত শহর এলাকায় সাইবার ক্যাফেসমূহ সেবা প্রদান করছে। সাইবার

ক্যাফেসমূহের অবাধ ব্যবহার যেন ছাত্রদের অনাকঙ্খিত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবার কারন না হয় বা অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত না হয়, সে লক্ষ্যেই তাদেরকে একটি লাইসেন্সিং কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত Cyber Cafe লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ২৫২ টি। সকল Cyber Cafe অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১২. **Call Center Licenseঃ** কলসেন্টার এর মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ পদ্ধতি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান, ব্যবসা পরিচালনা, বিপনন ইত্যাদি সেবা গ্রহণ ও প্রদান করা যায়। কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সুচনায় বাংলাদেশে কলসেন্টারের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। দেশে সাবমেরিন ক্যাবলের বিকল্প ক্যাবল সংযোগ স্থাপিত হলে কলসেন্টার সেবা আরও বিকশিত হবে। ইতোমধ্যে দেশে ছয় (০৬) টি আইটিসি লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা প্রদান করছে। তাছাড়া শীঘ্রই বাংলাদেশ সাবমেবিন কেবল অপারেটর লিঃ আরও একটি সাবমেরিন কেবলের (SEA ME WE-5) সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত Call Center লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ১৮০টি। অতি সম্প্রতি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে কল সেন্টার সেবা কে টেলিকম সেবার আওতা মুক্ত রেখে শুধু রেজিস্ট্রেশন করে উক্ত সেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর কল সেন্টার সেবা দেয়ার জন্য ১০৮টি প্রতিষ্ঠানকে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে দেশে সকল প্রকারের কল সেন্টারের বিকাশ ঘটবে এবং বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উহা দেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখবে।

১৩. **National Internet Exchange (NIX)ঃ** ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের নিরপক্ষে মিলন স্থল। NIX প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো ঘরোয়া (Domestic) ইন্টারনেট ট্রাফিক সমূহের গমনাগমন পথ নিশ্চিত করা। NIX স্থানীয় কনটেন্ট এর উন্নয়ন, ওয়েব হোষ্টিং এবং অভ্যন্তরীণ ট্রাফিক এর গমনাগমন সহজতর করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথড এবং বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় নিশ্চিত করে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত NIX লাইসেন্স এর সংখ্যা ০২ টি। সকল NIX অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১৪. **VoIP Service Provider (VSP)ঃ** ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল অর্থ কোন ইন্টারনেট বা ইন্টারনেট প্রটোকল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কণ্ঠসরে (Voice) কথোপকথন চালনার পদ্ধতি। এতে ভয়েস-ডাটা প্রচলিত Dedicated Circuit Switched Voice Transmission লাইনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত VSP লাইসেন্স এর সংখ্যা ৮৮১ টি। লাইসেন্স ইস্যুর পর কমিশন হতে VSP অপারেটর সমূহকে বিভিন্ন IGW অপারেটরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও VSP অপারেটর সমূহের সু-শৃঙ্খল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন হতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সকল VSP অপারেটর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রদত্ত লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যঃ

কমিশন ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু করেছে, যথাঃ এনটিটিএন, ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস, ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং কলসেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি । গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ৭৬ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের নাম/ ধরন	ইস্যুকৃত লাইসেন্সধারীর সংখ্যা
১.	এনটিটিএন	০৩
২.	ভেহিক্যাল ট্রাকিং সার্ভিসেস	০৪
৩.	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার-ন্যাশনওয়াইড	০২
৪.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ন্যাশনওয়াইড	০৭
৫.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- সেন্ট্রালজোন	০৩
৬.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি এ	০৩
৭.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি বি	০১
৮.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি সি	০৫
৯.	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	৪৮
	সর্বমোট	৭৬

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশন হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যানঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নতুন NTTN লাইসেন্সের ইস্যুর তালিকাঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	Bangladesh Railway	BTRC/LL/NTTN(435)Railway/2014-5, date:20-11-2014
2.	Power Grid Company of Bangladesh Limited	BTRC/LL/NTTN(434)PGCB/2014-4, date:28-10-2014
3.	Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)	BTRC/LL/NTTN(386)BTCL/2011-3, date:28-10-2014

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নতুন ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং লাইসেন্সের ইস্যুর তালিকাঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	Tracking & Survey Solutions	BTRC/LL/VTS(23)Survey/2014-22, dated: 31-08-2014
2.	Geon Technologies Ltd.	BTRC/LL/VTS(24)Geon/2014-21, dated: 04-08-2014
3.	M2M Communications Ltd.	BTRC/LL/VTS(25)M2M/2014-23, dated: 22-09-2014
4.	Robi Axiata Limited	BTRC/LL/Vehicle Tracking(26)Robi/2014-20, dated: 08-07-2014

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নতুন আইপিটিএসপি লাইসেন্সের ইস্যুর তালিকাঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	Red Data (Pvt.) Ltd.	BTRC/LL/IPTSP-Nationwide(42)reddata/2014-37, date: 12-08-2014
2.	Next Online Limited	BTRC/LL/IPTSP-Nationwide(40)Nextonline/2013-38, date: 26-08-2014

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নতুন Nationwide ISP এবং Zonal ISP লাইসেন্সের ইস্যুর তালিকাঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	Bangladesh Submarine Cable Company Limited	14.32.0000.007.55.118.15.165, date: 14-06-2015
2.	Orange Communication	BTRC/LL/ISP-Nationwide(188)Orange/2014-164, date: 22-09-2014
3.	Race Online Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(187)Race/2014-163, date: 22-09-2014
4.	Geotel Bangladesh Limited	BTRC/LL/ISP-Nationwide(186)Geotel/2014-165, date: 03-03-2015
5.	Bright Technologies Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(185)BTL/2014-162, date: 26-08-2014
6.	Stargate Communication Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(182)Stargate/2013-161, date: 03-08-2014
7.	Optimax Communication Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(180)Optimax/2013-166, date: 29-09-2014
8.	Infolink	BTRC/LL/ISP-Central Zone (140) Infolink/2014-119, Dated: 25-08-2014
9.	Enterprise Secured Wireless	BTRC/LL/ISP-Central Zone (139) Secured/2014-118, Dated: 27-11-2014
10	TAHOE COMMUNICATION LTD.	BTRC/LL/ISP-Central Zone (145) TAHOE/2014-120, Dated: 12-04-2015

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নতুন আইএসপি ইনক্লুডিং সাইবারক্যাফে লাইসেন্সের ইস্যুর তালিকাঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	Hanzo Communication	BTRC/LL/ISP-Cat: A (189) Hanzo/2014-174, Date: 10-08-2014
2.	X-Press Technology	BTRC/LL/ISP-Cat: A (188) Xpress/2014-172, Date: 20-07-2014
3.	Sithil Digital Cable Network	BTRC/LL/ISP-Cat: A (187) SDCN/2014-173, Date: 10-08-2014
4.	Red Network	BTRC/LL/ISP-Cat: B (29) RED/2014-29, Date: 03-08-2014
5.	Skynet Technologies	BTRC/LL/ISP-Cat: C (48) Skynet/2014-45, Date: 10-08-2014
6.	Rose International	BTRC/LL/ISP-Cat: C (49) Rose/2014-46, Date: 10-08-2014
7.	Ultimate Solution	BTRC/LL/ISP-Cat: C (50) Ultamete/2014-47, Date: 10-08-2014
8.	Abacus Computer Traning	BTRC/LL/ISP-Cat: C (51) Abacus/2014-48, Date: 10-08-2014
9.	Fast Bee 24	BTRC/LL/ISP-Cat: C (52) B24/2014-49, Date: 10-08-2014

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নতুন কলসেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যুর তালিকাঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	North Info Tech.	BTRC/LL/CC(508)NIT/2014-59, Date: 07-07-2014
2.	HELLO WORLD TECHNOLOGIES LTD	BTRC/LL/CC(510)HWT/2014-60,Date: 07-07-2014
3.	Universal IT Ltd.	BTRC/LL/CC(513)UIT/2014-63,Date: 17-09-2014
4.	Skytech Solutions	BTRC/LL/CC(514)Skytech/2014-64,Date: 17-09-2014
5.	SOLAR WORLD	BTRC/LL/CC(517)Solar/2014-65,Date: 17-09-2014
6.	KM IT SOLUTION	BTRC/LL/CC(516)KM/2014-67,Date: 21-10-2014
7.	CIPROCO COMPUTERS LTD.	BTRC/LL/CC(523)CIPROCO/2014-72,Date: 06-11-2014
8.	Data Pro Soluations Ltd.	BTRC/LL/CC(519)DataPro/2014-69,Date: 25-11-2014
9.	WindhamTech	BTRC/LL/CC(521)Wind/2014-70,Date: 02-11-2014
10	M/s. Mobile Multimedia	BTRC/LL/CC(524)Mobile/2014-73,Date: 03-11-2014
11	TILL ROOLLS CALL CENTER	BTRC/LL/CC(518)TILL/2014-75,Date: 09-11-2014
12	FIFO Tech	BTRC/LL/CC(522)FIFO/2014-71,Date: 06-11-2014
13	HASAB (HIV/AIDS and STD Alliance Bangladesh)	BTRC/LL/CC(522)HASAB/2014-76,Date: 10-11-2014
14	RYMDEN TECHNOLOGIES LTD.	BTRC/LL/CC(517)Rymden/2014-68,Date: 17-11-2014
15	M/s. Bright Power Solution	BTRC/LL/CC(533) Bright/2014-77,Date: 14-12-2014
16	M/s. Communication B2B	BTRC/LL/CC(531) B2B/2014-78,Date: 14-12-2014
17	M/s. ENERGOTECH	BTRC/LL/CC(525) Energotech/2014-74, Date: 18-12-2014
18	M/s. AUTHENTIC IT SOLUTION	BTRC/LL/CC (534) AITS/2014-80,Date: 22-01-2015
19	ERGO Ventures Pvt. Ltd.	BTRC/LL/CC (533) Ergo/2014-79,Date: 22-01-2015
20	Prodigi Automation Limited	BTRC/LL/CC (535) Prodigi/2015-82, Date: 27-01-2015
21	Nice Power & IT Solution LTD.	BTRC/LL/CC (539) Nicepower/2015-85, Date: 05-02-2015

22	M/s. Synergy Solutions	BTRC/LL/CC (540) Synergy/2015-86, Date: 05-02-2015
23	M/s. TELETECH CORPORATION	BTRC/LL/CC (538) Teletech/2015-84, Date: 29-01-2015
24	VIRGO CONTACT CENTER SERVICES LTD.	BTRC/LL/CC (536) VIRGO/2015-81, Date: 22-01-2015
25	M/s. Wave Communication	BTRC/LL/CC (541) Wave/2015-87, Date: 05-02-2015
26	M/s. Yellowray Corporation	BTRC/LL/CC (537) Yellow/2015-83, Date: 22-01-2015
27	M/s. Max70 Independent	BTRC/LL/CC (546) Max70/2015-89, Date: 01-03-2015
28	ET TECH LIMITED	BTRC/LL/CC (543) ET Tech/2015-90, Date: 05-03-2015
29	Big Bang Computer Ltd.	BTRC/LL/CC (547) Big Bang/2015-92, Date: 08-03-2015
30	M/s. RIDGEBEN IT SOLUTIONS	BTRC/LL/CC (544) Ridgeben/2015-91, Date: 05-03-2015
31	M/s. THINK HUB	BTRC/LL/CC (548) Think/2015-93, Date: 11-03-2015
32	M/s. Global Communication	BTRC/LL/CC (545) Global/2015-94, Date: 15-03-2015
33	M/s. IPE Technologies Ltd.	BTRC/LL/CC (551) IPE/2015-96, Date: 22-04-2015
34	M/s. AHYAN INTERNATIONAL	14.32.0000.007.57.281.15.97, Date: 05-05-2015
35	MEGH TECHNOLOGIES LTD.	14.32.0000.007.57.282.15.98, Date: 05-05-2015
36	M/s. Lumos Incorporation	14.32.0000.007.57.284.15.99, Date: 07-05-2015
37	SBT Japan Ltd.	14.32.0000.007.57.286.15.100, Date: 01-06-2015
38	China-Bangla Trade & E-Commerce Co. Ltd.	14.32.0000.007.57.288.15.101, Date: 01-06-2015
39	M/s. Visiwave	14.32.0000.007.57.294.15.102, Date: 04-06-2015
40	M/s. EarthLink Technologies	14.32.0000.007.57.295.15.104, Date: 22-06-2015
41	M/s. SPARROW INTERNATIONAL	14.32.0000.007.57.293.15.107, Date: 28-06-2015
42	Fortune Computer Services Ltd.	14.32.0000.007.57.291.15.105, Date: 28-06-2015
43	Inland Empire Business Ltd.	14.32.0000.007.57.292.15.106, Date: 28-06-2015
44	Software Shop Limited	BTRC/LL/CC(330) Software Shop/2009-78, Date: 12-08-2014
45	M/s. Teleconsult Group	BTRC/LL/CC(321) TCG/2009-88, Date: 02-09-2015
46	M/s. Just Call	BTRC/LL/CC(341) Just Call/2009-90,Date: 10-25-2014
47	M/s. Orbit Enterprise	BTRC/LL/CC(205) Orbit/2008-95, Date: 10-25-2014
48	Global Tel (Pvt.) Ltd.	14.32.0000.007.57.157.15.103, Date: 03-05-2015

বর্তমানে কার্যকর বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের বিবরণঃ

৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স এর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের প্রকার	লাইসেন্সধারী
১.	ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সার্ভিসেস	২৫
২.	ইন্টারকানেশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) সার্ভিসেস	২৬
৩.	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) সার্ভিসেস	৩৭
৪.	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সেস (নিক্স)	২
৫.	ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ)	৩
৬.	সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটর	৬
৭.	থ্রিজি সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর	৪
৮.	ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল	৬
৯.	পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক (পিএসটিএন) অপারেটর	১২
১০.	ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন)	৫
১১.	ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস	২২
১২.	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার- ন্যাশনওয়াইড	৩২
১৩.	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার- সেন্ট্রাল জোন	৭
১৪.	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার- জোনাল	৩
১৫.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - ন্যাশনওয়াইড	১২৯
১৬.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - সেন্ট্রাল জোন	৯৬
১৭.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - জোনাল	৬৪
১৮.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - ক্যাটাগরি এ	১৭৫
১৯.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - ক্যাটাগরি বি	২৯
২০.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - ক্যাটাগরি সি	৪৮
২১.	ভিস্যাট-ইউজার	২২
২২.	ভিস্যাট-প্রোভাইডার	১২
২৩.	ভিস্যাট-প্রোভাইডার উইথ হাব	৫
২৪.	ক'ল সেন্টার	১৮০
২৫.	হোস্টেড ক'ল সেন্টার	৪০
২৬.	হোস্টেড ক'ল সেন্টার সার্ভিস প্রোভাইডার	৩৫
২৭.	ইন্টারন্যাশনাল ক'ল সেন্টার	২
২৮.	ভিএসপি (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল সার্ভিস প্রোভাইডার	৮৮১
২৯.	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১০৮
	মোট লাইসেন্সের সংখ্যা=	২০১৬

কমিশন হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান ঃ

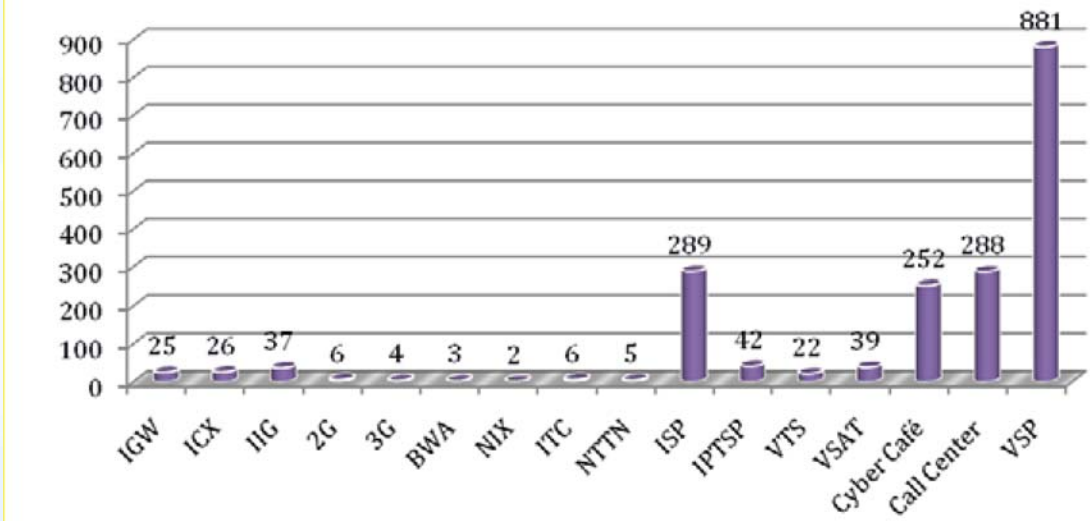

কমিশনের কার্যক্রম শুরু হতে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বছর ভিত্তিক উন্নয়নের চিত্রঃ

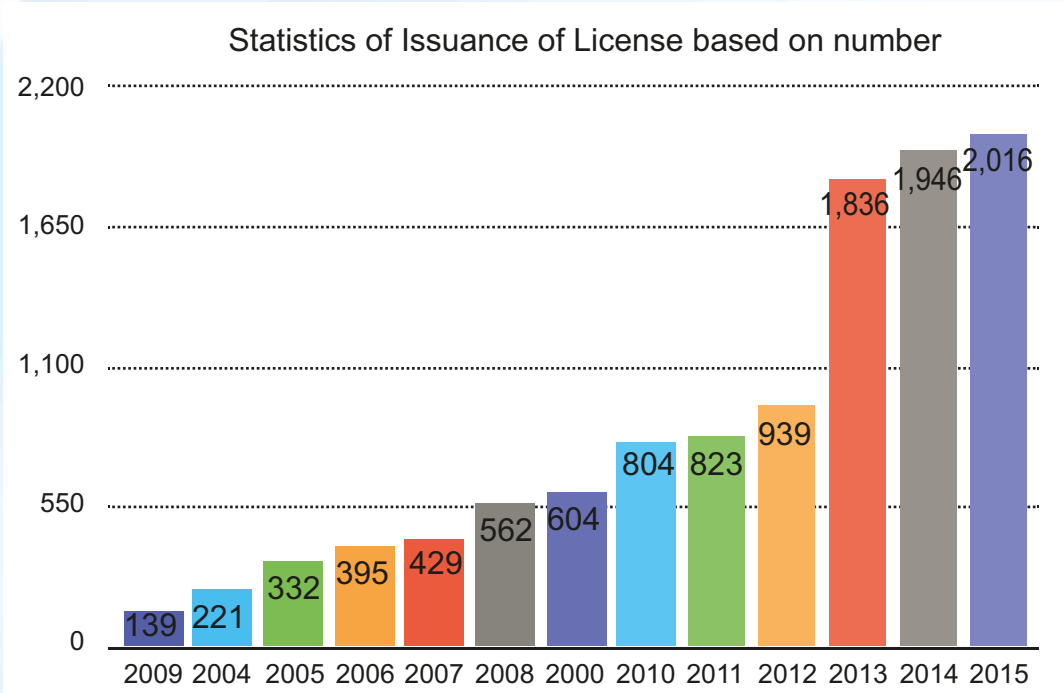

এক নজরে কমিশন হতে ইস্যুকৃত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের আনুপাতিক পরিসংখ্যানঃ

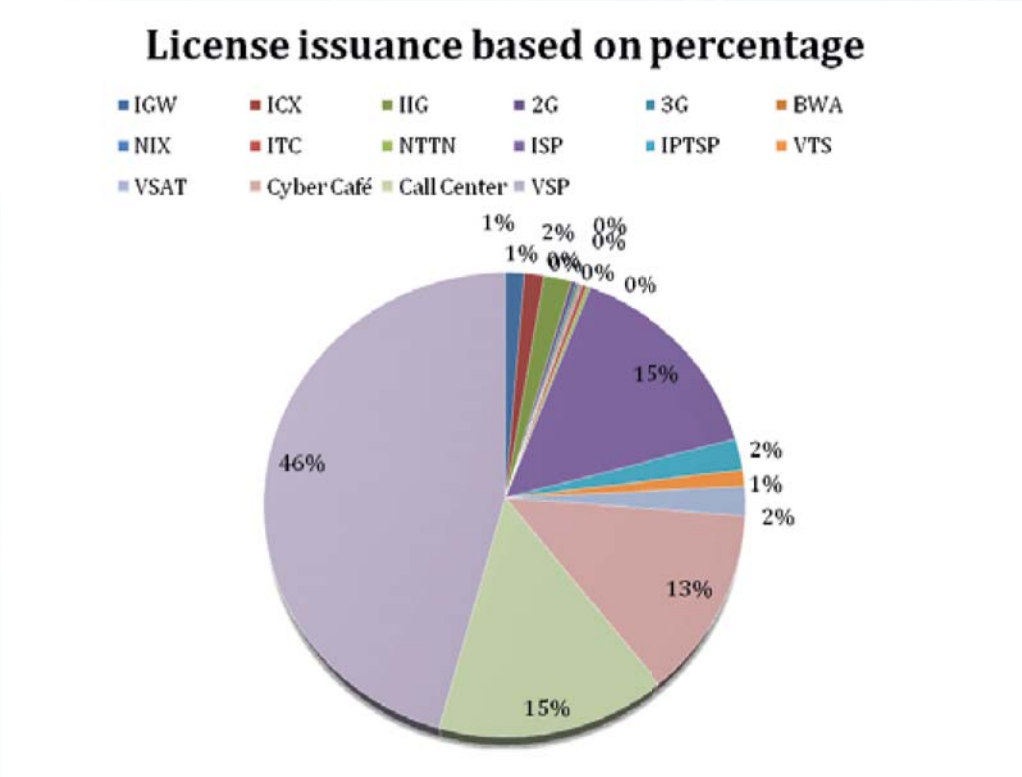

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর এবং মালিকানা একীভূতকরণঃ

কোন অপারেটর কমিশনের কাছে অন্য কোন অপারেটর/কোম্পানী/স্বত্ত্বা এর বরাবরে শেয়ার হস্তান্তর বা উক্ত অপারেটর/কোম্পানী/স্বত্ত্বা এর সাথে একীভূত হওয়ার জন্য আবেদন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৭(২)(ঝ) অনুযায়ী উক্ত আবেদন পরীক্ষা করে। আবেদনকারী আইনের শর্ত পূরণ করলে সেগুলো সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য প্রতিবেদন আকারে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত লাইসেন্সিং শাখা বাস্তবায়ন করে। বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ০৯টি লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে যৌথ মূলধনী কারবার এবং কোম্পানীসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় হতে শেয়ার হস্তান্তর কার্যকর করার জন্য কমিশন হতে পূর্বানুমতি দেয়া হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ধরন	শেয়ার হস্তান্তরকারী লাইসেন্সধারীর সংখ্যা
১.	ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সার্ভিসেস	০২
২.	ইন্টারকানেশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) সার্ভিসেস	০১
৩.	সেলুলার মোবইল ফোন সার্ভিসেস্	০১
৪.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ন্যাশনওয়াইড	০২
৫.	কল সেন্টার সার্ভিসেস্	০৩
	সর্বমোট=	০৯

লাইসেন্স বাতিলকরণ ও স্থগিতকরণ এবং বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারীকরণঃ

কোন লাইসেন্সধারী/অপারেটর যদি লাইসেন্সের কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়/শর্ত লঙ্ঘন করে বা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ বা তদধীন প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধান ভঙ্গ করে, সে ক্ষেত্রে এই বিভাগ উক্ত আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী উক্ত লাইসেন্স বাতিল/স্থগিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে লাইসেন্সধারীকে যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক কেন তার লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা হবে না, এই মর্মে ত্রিশ (৩০) দিনের সময় প্রদান করে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। যদি উক্ত লাইসেন্সধারী নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৪৬(৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন উক্ত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এছাড়া যদি কোন লাইসেন্সধারী/পরিচালনকারী এ আইনের অথবা প্রবিধানের কোন বিধান বা লাইসেন্স বা পারমিটের আওতায় পরিচালিত ব্যবস্থা বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন শর্ত লংঘন করে বা ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে লাইসেন্স বা পারমিট বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ হাসিল করে, তবে 'কেন একটি বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ ইস্যু করা হবে না বা উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ বাতিল করা হবে না' মর্মে এই বিভাগ কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করে। যদি উক্ত লাইসেন্সধারী উক্ত নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৬৩(৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া এই বিভাগ আরোপকৃত প্রশাসনিক জরিমানা/লাইসেন্স স্থগিতকরণ/লাইসেন্স বাতিলকরণ অথবা অনুমতিপত্র বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লাইসেন্সধারী/অপারেটরদেরকে অবহিত করে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে IGW লাইসেন্স cancellationএর তালিকাঃ

No.	Name	License Number & Issue Date
1.	Telex Limited	BTRC/LL/IGW(8)Telex/2012-8, Dated: 12-04-2012
2.	Vision Tel Ltd.	BTRC/LL/IGW(20)Vision/2012-20, Dated: 12-04-2012
3.	Ratul Telecom Ltd.	BTRC/LL/IGW(13)Ratul/2012-13, Dated: 12-04-2012
4.	Kay Telecommunications Ltd.	BTRC/LL/IGW(12)Kay Telecom./2012-12, Dated: 12-04-2012

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অন্যান্য লাইসেন্স **Surrender** এর তালিকাঃ

Sl. No.	Name	License Number & Issue Date	Category of license
1.	HN Telecom	BTRC/LL/IPTSP-N-W-Zone(04)HN Tel/2010-4, date: 19-04-2011	Nationwide IPTSP
2.	Next Online Limited	BTRC/LL/IPTSP-Central Zone(06)Next/2009-4, date: 03-09-2009	Central Zone IPTSP
3.	CITech Cyber Net Limited	BTRC/LL/ISP-Central zone(33)CCL/2008-29, dated: 02-07-2008	Zonal-ISP License
4.	M/s. VIRGO	BTRC/LL/CC (235) Virgo/2009-298, dated: 29-07-2009	Call Centre License
5.	Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET)	BTRC/LL/VSAT-U(23)BUET(Dhaka)/2007-57 Dated: 27-08-2008	VSAT User
6.	Civil Aviation Authority of Bangladesh	BTRC/LL/VSAT-U(138)CAAB(Kurmitola)/2012-1230, Dated: 30-12-2012	VSAT User
7.	Chevron Bangladesh Blocks Thirteen and Fourteen, Ltd	BTRC/LL/VSAT-User(1)Chevron(Dhaka) /2006-113, Dated: 13-12-2006	VSAT User
8.	United States Embassy	BTRC/LL/VSAT-U(103)US Embassy (Dhaka)/2004-1, Dated: 29-04-2008.	VSAT User
9.	Citibank N.A. Bangladesh	BTRC/LL/VSAT-U(15)Citibank(Chittagong) /2007-51, Dated: 06-07-2009	VSAT User

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে লাইসেন্স নবায়নঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী সাধারণতঃ ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী এবং কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি/প্রশাসনিক আদেশে ধার্যকৃত পদ্ধতিতে ফিস প্রদান সাপেক্ষে ইতোপূর্বে প্রদত্ত সেবার বিষয় বিবেচনাপূর্বক মতামত/সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশন হতে মোট ৭১টি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ধরণ	নবায়নকৃত লাইসেন্সধারীর সংখ্যা
১.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-ন্যাশনওয়াইড	০৮
২.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-সেন্ট্রাল জোন	০৭
৩.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-জোনাল	০৬
৪.	সাইবার ক্যাফে-ক্যাটাগরী এ	০৮
৫.	সাইবার ক্যাফে-ক্যাটাগরী সি	০১
৬.	ভিস্যাট ইউজার	১৯
৭.	ভিস্যাট প্রোভাইডার	০৫
৮.	ভিস্যাট প্রোভাইডার উইথ হাব	০৫
৯.	ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস	০২
	সর্বমোট=	৬১

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশন হতে নবায়নকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যানঃ

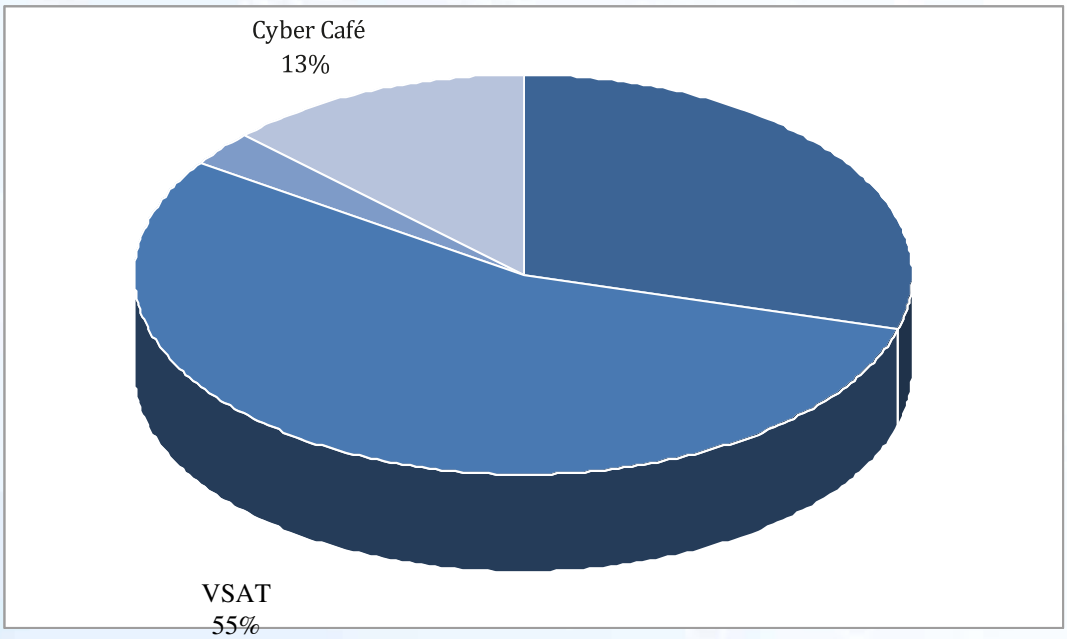

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নবায়নকৃত Nationwide ISP এবং Zonal ISP লাইসেন্সের তালিকা ঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	X-net Limited	BTRC/LL/ISP-Nationwide(52)X-net/2008-15,
2.	Dynamic Analogix	BTRC/LL/ISP-Nationwide(86)Dynamic/2009-86, date: 01-09-2009
3.	Digital Conncetivity Limited	BTRC/LL/ISP-Nationwide(93)Digital/2009-89,
4.	Data Edge Limited	BTRC/LL/ISP-Nationwide(89)Dataedge/2009-92, date: 26-05-2008
5.	Communication One (Pvt.) Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(106)C.One/2009-101,
6.	Bangladesh Telecommunication Company Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(6)BTTB/2008-02, date: 18-06-2008
7.	Bangladesh Internet Exchange Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(100)BIEL/2009-100,
8.	Bangladesh Export Import Company Ltd.	BTRC/LL/ISP-Nationwide(108)BEXIMCO//2009-102, date: 11-11-2009
9.	1 Touch BD Online Ltd.	BTRC/LL/ISP- Central Zone (84) 1 Touch/2009-76, Date: 05-08-2009
10.	Dev Consultants Limited	BTRC/LL/ISP-Central Zone (80) Dev/2009-70, date: 30-06-2009
11.	Dhaka Fiber Link Ltd.	BTRC/LL/ISP-Central Zone (48) DFL/2008-43,

12.	M/s. Faith Online Network	BTRC/LL/ISP-Central Zone (70) Faith/2009-69, Date: 30-06-2009
13.	M/s. J.F. Optical Services	BTRC/LL/ISP-Central Zone (55) J.F/2008-53, Date: 11-08-2008
14.	M/s. Rafin Satellite	BTRC/LL/ISP-Central Zone (54) Rafin/2008-48, Date: 11-08-2008
15.	Sine-10 (BD) Ltd.	BTRC/LL/ISP-Central Zone (90) Sine-10/2009-81, Date: 29-07-2009
16.	M/s. Easy Net	BTRC/LL/ISP- South- East (56) Easy Net/2009-54, Date: 13-10-2009
17.	M/S Continental Communications	BTRC/LL/ISP- South- East (10) Continental/2008-06, Date: 21-07-2008
18.	M.R. Khan Joint Int. Trade Centre	BTRC/LL/ISP- South-West (33) M.R. Khan/2008-55, Date: 25-11-2009
19.	M/s. Maya Cyber World	BTRC/LL/ISP-North- West (07) Maya/2008-26, Date: 22-07-2008
20.	SOL-BD	BTRC/LL/ISP-North-East (42) SOL-BD/2009-43, Date: 01-04-2009
21.	M/S Brosis Communication	BTRC/LL/ISP- South- East (46) Brosis/2009-46, Date: 11-05-2009

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নবায়নকৃত ISP Including Cyber Cafe লাইসেন্সের তালিকা ঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	M/s. GENIOUSNET BANGLADESH	BTRC/LL/ISP-Cat: A (45) Genious/2009-43, Date: 11-06-2009
2.	M/s. Gold Cable and Communication	BTRC/LL/ISP-Cat: A (99) Gold/2009-98, Date: 13-10-2009
3.	M/s. KS Network	BTRC/LL/ISP-Cat: A (43) KS Network/2009-42, Date: 11-06-2009
4.	M/s. Mazeda Cyber Cafe & SFN	BTRC/LL/ISP-Cat: A (08) Mazeda/2009-08, Date: 03-02-2009
5.	M/s. Optima	BTRC/LL/ISP-Cat: A (35) Optima/2009-32, Date: 08-04-2009
6.	M/s. S.A. Onlin	BTRC/LL/ISP-Cat: A (02) S.A. Online/2009-02, Date: 03-02-2009
7.	M/s. SAM Online	BTRC/LL/ISP-Cat: A (62) SAM/2009-35, Date: 13-05-2009
8.	M/s. Speed Net Communication	BTRC/LL/ISP-Cat: A (56) Speed/2009-51, Date: 11-06-2009
9.	M/s. Easy Net	BTRC/LL/ISP-Cat: C (03) Easy Net/2009-03, Date: 09-08-2009

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নবায়নকৃত VSAT User লাইসেন্সের তালিকা ঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	M/s. Standard Chartered Bank	BTRC/LL/VSAT-U(43)Standard Chartered Dhaka)/2008-41, Dated: 10-02-2009
2.	United Nations Development Programme (UNDP)	BTRC/VSAT-U(90)UNDP(Dhaka)/2004-53, Dated: 06- 07-2009
3.	M/s. Woori Bank (Dhaka Branch)	BTRC/VSAT-U(97)Woori(Dhaka)/2004-80, Date: 28-08-2004
4.	Chevron Bangladesh Blocks Twelve Ltd.	BTRC/LL/VSAT-User(111)Unocal(Sylhet) /2005-93, Dated: 23-01-2006
5.	Bangladesh Meteorological Department	BTRC/LL/VSAT-U(128)Meteorological (Dhaka)/2006-19, Dated: 15-06-2008.
6.	Bangladesh Meteorological Department	BTRC/LL/VSAT-U(126)Meteorological (Cox'sBazar)/2006-20, Dated: 15-06-2008.
7.	Bangladesh Meteorological Department	BTRC/LL/VSAT-U(13)Meteorological (Cox'sBazar)/2007-21, Dated: 15-06-2008.
8.	Bangladesh Meteorological Department	BTRC/LL/VSAT-U(65)Meteorological (Moulovibazar)/2008-48, Dated: 26-05-2009
9.	Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)	BTRC/LL/VSAT-U(38)CTBTO(Dhaka) /2008-66 Dated: 07-07-2010
10.	Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)	BTRC/LL/VSAT-U(57)CTBTO(Chittagong) /2008-67. Dated: 07-07-2010
11.	World Health Organization, Bangladesh	BTRC/LL/VSAT-U(101)W.H.O(Dhaka) /2004-68, Dated: 04-07-2010
12.	United Nations Children's Fund (UNICEF)	BTRC/LL/VSAT-U(37)Unicef(Dhaka)/2008-69 Dated: 04-07-2010
13.	The Embassy of Japan	BTRC/LL/VSAT-U(31)Japan Embassy (Dhaka)/2007-70, Dated: 27-07-2010.
14.	British Broadcasting Corporation (BBC)	BTRC/LL/VSAT-U(89)B.B.C.World (Dhaka)/2004-71 Dated: 29-07-2010
15.	C & A Sourcing International Limited	BTRC/LL/VSAT-U(34)Mondial(Dhaka) /2008-72 Dated: 03-08-2010
16.	Commercial Bank of Ceylon PLC	BTRC/LL/VSAT-U(130)CBOC/2011-83, Dated: 21-07-2011
17.	Bangladesh Meteorological Department	BTRC/LL/VSAT-U(135)Meteorological(Rangpur)/2012-923, Dated: 02-08-2012
18.	Bangladesh Meteorological Department	BTRC/LL/VSAT-U(136)Meteorological(Dhaka)/2012-924, Dated: 02-08-2012
19.	Civil Aviation Authority of Bangladesh	BTRC/LL/VSAT-U(137)CAAB(Dhaka)/2012-45 Dated: 16-01-2013

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নবায়নকৃত VSAT Provider লাইসেন্সের তালিকা ঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	CyberBets Ltd.	BTRC/LL/VSAT-P(4)CyberBets(Dhaka)/2007-20 Dated: 27-08-2009
2.	Reach Services Asia Limited (formerly known as HongKong Telecom) Local Agent: M/s. Dactel Systems	BTRC/LL/VSAT-P(7)Reach/2007-24, Dated: 24-02-2010
3.	Agni Systems Limited	BTRC/LL/VSAT-P(6)Agni(Dhaka)/2007-23,Dated: 24-02-2010
4.	PCCW Global (HK) Limited Local Agent: M/s. Dactel Systems	BTRC/LL/VSAT-P(17)PCCW(Hong Kong) /2008-26 Dated: 24-02-2010
5.	Bangladesh Export Import Company Limited	BTRC/LL/VSAT-P(18)Beximco(Dhaka) /2009-21 Dated: 11-11-2009

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নবায়নকৃত VSAT Provider with Hub লাইসেন্সের তালিকা ঃ

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	DNS SatComm Limited	BTRC/LL/VSAT-P/H(10)DNS SatComm /2007-6, Dated: Date: 30-07-2009
2.	Square Informatix Limited	BTRC/LL/VSAT-P/H(2)Square(Dhaka) /2007-8, Dated: 27-07-2010
3.	M/s. Gazi Communications	No. BTRC/VSAT-P/H(16)Gazi(Dhaka) /2008-7, Dated: 05- Date: 05-01-2010
4.	M/s. Flora Limited	BTRC/LL/VSAT-P/H(56)/Flora(Dhaka) /2006-7, Dated: 29-06-2006
5.	ADN Telecom Limited	BTRC/LL/VSAT-P/H (58) ADNSL (Dhaka)/2006-9, Date: 28-02-2007

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নবায়নকৃত Vehicle Tracking **লাইসেন্সের তালিকা ঃ**

No.	Name of licensee	License Number & Issue Date
1.	NITS SERVICE (PVT.) LTD	BTRC/LL/Vehicle Tracking(03)NITS/2009-3, Date: 21-06-2009.
2.	Nexdecade Technology (Pvt.) Limited	BTRC/LL/Vehicle Tracking(05)Nexdecade/2009-4, Date: 04-08-2009

লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কমিশন যে কোন লাইসেন্সের যে কোন শর্ত সংশোধন করতে পারে। কমিশন স্বীয় উদ্যোগে কোন লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের নির্দেশ দিলে এই বিভাগ লাইসেন্সধারীকে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিয়ে একটি নোটিশ প্রেরণ করে। যদি কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, এই বিভাগ হতে উক্ত পরিবর্তন/সংশোধন বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার স্ব-উদ্যোগে লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণ যুক্তি সংগত কারণে তাদের লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের জন্য কমিশন/সরকারের নিকট আবেদন করতে পারে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিবরণঃ

১। থ্রিজি নেটওয়ার্ক রোলআউটঃ

কমিশন হতে গত ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে Grameenphone Ltd, Banglalink Digital Communications Ltd, Robi Axiata Ltd এবং Airtel Bangladesh Ltd এর অনুকূলে 3G লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। উক্ত লাইসেন্সের বিধান অনুযায়ী 3G লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রাপ্তির নয় (০৯) মাসের মধ্যে সকল Divisional Headquarters, আঠার (১৮) মাসের মধ্যে ৩০% District Headquarters এবং ছত্রিশ (৩৬) মাসের মধ্যে সকল District Headquarters এ তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ইতোমধ্যেই 3G লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী দেশের ০৭ টি Divisional Headquarter সহ সকল District Headquarters এ অর্থাৎ সকল Phase এর Rollout নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করায় Grameenphone Ltd, Banglalink Digital Communications Ltd ও Robi Axiata Ltd কর্তৃক জমাকৃত ১৫০ কোটি টাকার PBG কমিশন হতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ইতোমধ্যে Airtel Bangladesh Ltd. কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১ম Phase এর Rollout সম্পন্ন করায় কমিশন হতে পঞ্চাশ (৫০) কোটি টাকার অবমুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির 2nd Phase ও 3rd Phase এর 3G Rollout এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

কমিশন হতে 3G লাইসেন্স প্রাপ্ত বিভিন্ন অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত **Node-B** এর পরিসংখ্যানঃ

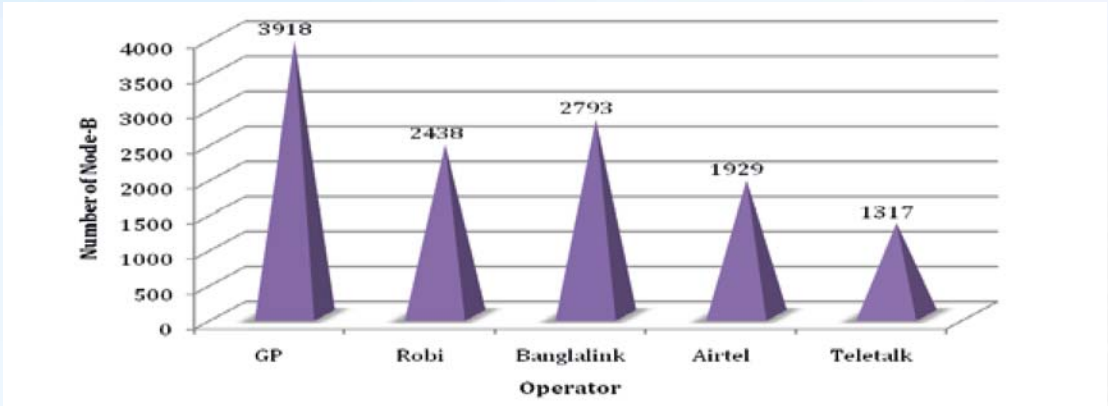

কমিশন হতে 3G লাইসেন্স প্রাপ্ত বিভিন্ন অপারেটর কর্তৃক উপজেলা কভারেজ এর পরিসংখ্যানঃ

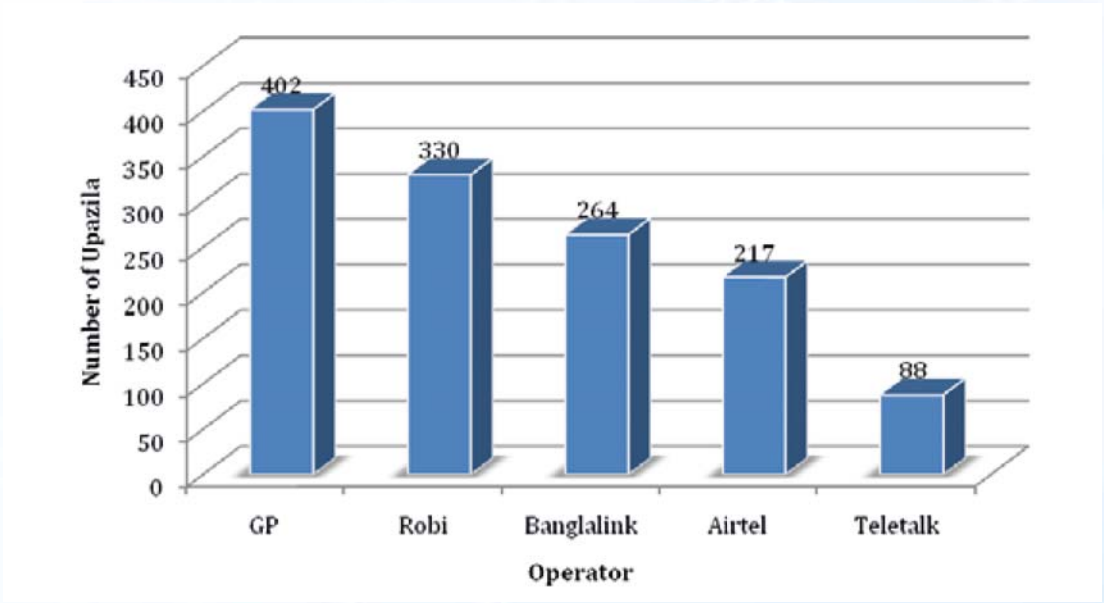

কমিশন হতে 3G লাইসেন্স প্রাপ্ত বিভিন্ন অপারেটর কর্তৃক জেলা কভারেজ এর পরিসংখ্যানঃ

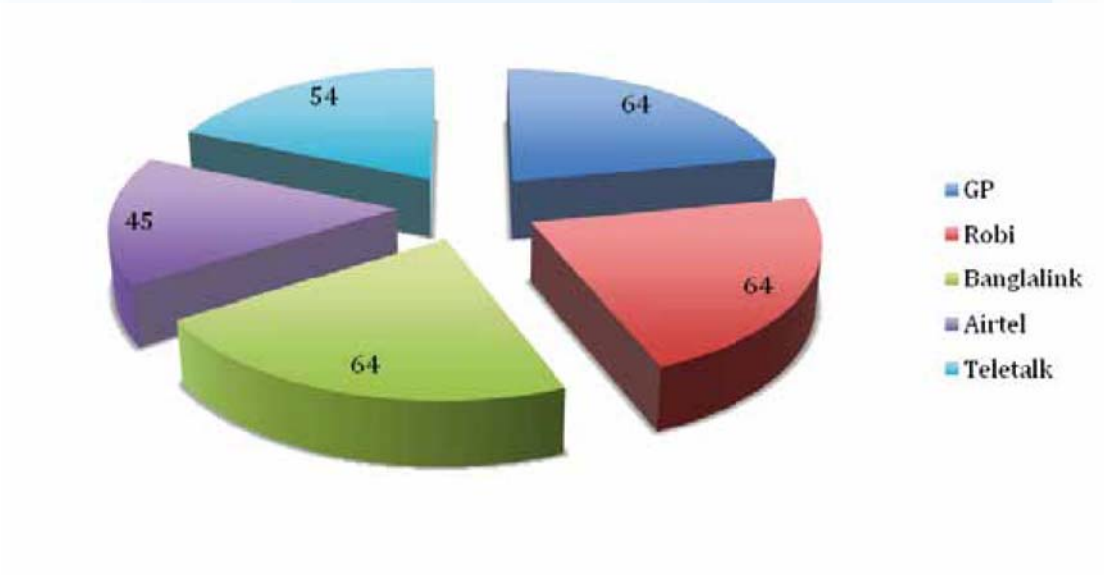

২। নতুন NTTN লইসেন্স ইস্যুঃ

দেশব্যাপী অভ্যন্তরীণ ট্রান্সমিশন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান Fiber@Home Ltd. এর অনুকূলে গত ০৭-০১-২০০৯ তারিখে একটি এবং Summit Communication Limited এর অনুকূলে গত ০৯-০২-২০০৯ তারিখে একটি মোট দুই (০২) টি NTTN লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়ন করাসহ দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ব্যয় সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে যাছে। তাছাড়া নতুন নতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং উক্ত খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার বিষয়েও কমিশনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ একটি সাবমেরিন ক্যাবল এবং ৬টি ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্টেরিয়াল ক্যাবলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দেশসমূহের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে Bandwidth এর মূল্য অনেকাংশে কমে এসেছে। অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে ট্রান্সমিশন এর ক্ষেত্রে NTTN লাইসেন্সধারীদের মধ্যে ব্যবসায়ীক প্রতিযোগীতা সৃষ্টি না হওয়ায় আশানুরূপভাবে Bandwidth এর মূল্য এবং একইসাথে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন ব্যয় হ্রাস পায়নি। সরকার ইন্টারনেট সেবা দেশব্যাপী সকল জনসাধারনের হাতের নাগালে পৌছে দেয়ার পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে আইসিটি সেবাকেন্দ্র স্থাপন, ই-পোস্ট অফিস স্থাপন সহ বিবিধ টেলিযোগাযোগসেবা/আইসিটিসেবা মূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য প্রয়োজন দ্রুত গতি সম্পন্ন Bandwidth ইন্টারনেট সংযোগ এবং দেশব্যাপী বিস্তৃত ব্যাকবোন। দেশের ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ সেবার চাহিদা ও এই সেবা সহজলভ্য করাসহ টেলিযোগাযোগ সেবার দ্রুততম বিস্তারের উদ্দেশ্যে কমিশন দেশের টেলিকম অপারেটরদের সংখ্যা ও বর্ণিত সেবার চাহিদা বিবেচনায় সরকারী সংস্থা Bangladesh Railway, Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL) ও Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB) এর নিজস্ব ট্রান্সমিশন সুবিধা থাকায় প্রতিষ্ঠান ০৩ (তিন) টি'কে চলতি অর্থবছরে NTTN লাইসেন্সের আওতায় আনা হয়েছে।

৩। নতুন ১টি 2G এবং ২টি 3G সেলুলার অপারেটর লাইসেন্স ইস্যুসহ 1800 MHz এবং 2100MHz ব্যান্ড হতে তরঙ্গ নিলাম এর উদ্যোগ গ্রহণঃ

গত ২০১৩ সালে ২১০০ মেগাহার্জ স্পেকট্রাম ব্যান্ড হতে দেশের ৪টি মোবাইল অপারেটরকে অকশনের মাধ্যমে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং 3G সেবার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে মোবাইল অপারেটর দের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, তাদের বিনিয়োগ এবং সেবার বিস্তৃতি ও মান উন্নয়নের জন্য 2G ও 3G স্পেকট্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হওয়ায় কমিশন হতে ১৮০০ MHz এবং ২১০০MHz ব্যান্ড হতে অবশিষ্ট তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য দুটি পৃথক খসড়া গাইডলাইন প্রনয়ন করে সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইন দুটি সরকার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে কমিশন হতে জারী পূর্বক অতি শীঘ্রই উক্ত তরঙ্গ নিলাম সম্পন্ন করা হবে। এতে করে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের সাথে সাথে এই খাত হতে বিপুল পরিমাণ সরকারী রাজস্ব নিশ্চত করা সম্ভব হবে।

প্রযুক্তিগত উপায় সহজলভ্য, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠা টেলিযোগাযোগ ব্যবসা রোধকল্পে এবং টেলিযোগাযোগ খাতের বিকাশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, 2007 অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাদি সযত্নে বিশ্লেষণ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৩ অনুসরণ করে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, 2010 অনুমোদন ও জারী করে।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ILDTS Policy 2010 এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন এ পর্যন্ত ২৮টি ক্যাটাগরির ২০১৬ টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বের বুকে আধুনিক বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সরকারের পলিসির সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্য অর্জনে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা গেলে আগামী ২০২১ সালের পূর্বেই দেশ একটি পরিপূর্ণ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখা কমিশনের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, রাজস্ব আদায়, বেতন ভাতাদি নির্ধারণ ও পরিশোধ, ভ্রমণ সংক্রান্ত বিল প্রস্তুত ও পরিশোধ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান এর দাবীকৃত বিল পরিশোধ, সরকারী কোষাগারে চালানের মাধ্যমে আয়কর, ভ্যাট এবং উদ্বৃত্ত অর্থ জমা দেয়া, আয়-ব্যয়ের বিবরণী, নগদ প্রবাহ এবং ব্যালেন্সসীট প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন একটি নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা। বিটিআরসি'র আয়ের প্রধান উৎস হ'ল মোবাইল, পিএসটিএন, আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইআইজি, আইএসপি ও ভিস্যাট সহ বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরগণের নিকট হতে লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং স্পেকট্রাম চার্জ ও সার্ভিস চার্জ আদায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অপারেটরগণের সাথে যোগাযোগ/চিঠিপত্র আদান-প্রদানসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এ শাখা পালন করে থাকে।

১. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে আয় ও ব্যয় হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে কমিশনের বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭,০০০.০০ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪.৮০ কোটি টাকা এবং মূলধনী ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩১.০৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫.৮৪ কোটি টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে প্রকৃত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪,২১৯.১৯ কোটি টাকা এবং প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ৪০.৫৯ কোটি টাকা ও মূলধনী ব্যয় ০.২৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ৪০.৮৪ কোটি টাকা। মূলধন খাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় না করায় এ খাতে বিপুল পরিমান অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে ৪জি (ফোর জি) অকশন বাবদ ৩,০০০.০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সময়ে অকশন সম্পন্ন না হওয়ায় তা আদায় হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিশনের নিয়মিত যে বাজেট ৪,০০০.০০ কোটি টাকা তা আদায় হওয়ার পরও ২১৯.১৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় হয়েছে।

২. ২০১৪-২০১৫ সনের রাজস্ব আয়ের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত রাজস্ব কোটি টাকায়)
১	লাইসেন্স ফি	১৮২.৬৫
২	রেভিনিউ শেয়ারিং	৩,৫৩৪.৯৪
৩	স্পেকট্রাম চার্জ	৪০৯.৩৮
৪	লাইসেন্স এক্যুইজিশন ফি	১.১১
৫	লীগ্যাল ও লাইসেন্সিং ফি (আইএসপি, ভিস্যাট, ডিডিসিএসপি ও অন্যান্য)	০.১২
৬	প্রশাসনিক জরিমানা ও বিলম্ব ফি হতে আয়	১৪.৯৩
৭	অন্যান্য আয়	৭৬.০৫
মোট রাজস্ব		৪,২১৯.১৯

৩. প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিটিআরসি'র রাজস্ব আদায়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে দেয়া হ'লঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/ বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
০১	২০০১-২০০২	৪.২৬	৩.৪৫
০২	২০০২-২০০৩	৮৯.০০	১২০.০৭
০৩	২০০৩-২০০৪	৯১.০০	১৪৭.৮৫
০৪	২০০৪-২০০৫	২৭০.০০	৩৫৭.১৪
০৫	২০০৫-২০০৬	৪৪৯.২৫	৭৩৫.৭০
০৬	২০০৬-২০০৭	৫১২.৩১	৫৬৫.৬১
০৭	২০০৭-২০০৮	১,৫০১.৯২	১,৬৭৭.৮৫
০৮	২০০৮-২০০৯	২,৫৪৭.৬৮	৩,১৯৫.৩৮
০৯	২০০৯-২০১০	২,১৩৫.৩৫	২,৩৭০.৯৮
১০	২০১০-২০১১	২,৫৫৬.৭৪	৩,০৪৭.২৮
১১	২০১১-২০১২	৬,৩০২.৫৭	৬,৯৫৭.৭০
১২	২০১২-২০১৩	৫১৫৯.৩২	৫৪০৪.৬৯
১৩	২০১৩-২০১৪	৯৪৯৭.০০	১০,০৮৫.৩৫
১৪	২০১৪-২০১৫	৭,০০০.০০	৪,২১৯.১৯
	মোট	**৩৮,১১৬.৪**	**৩৮,৮৮৮.২৪**

রাজস্ব (কোটি টাকা) চার্টের মাধ্যমেঃ

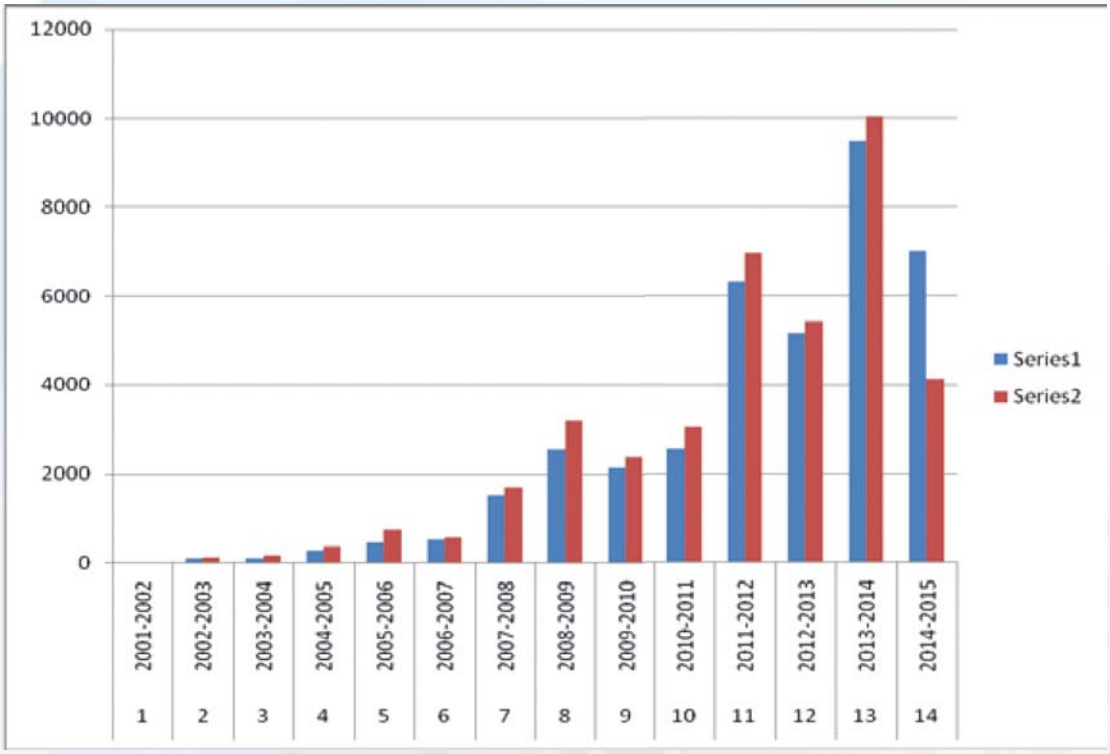

Taka in Crore

প্রাসংঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, বিটিসিএল এর নিকট বাৎসরিক লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স এ্যাকুইজিশন ফি ও রেভিনিউ শেয়ারিং বাবদ জুন' ২০১৫ পর্যন্ত বিটিআরসি'র বকেয়া পাওনা অর্থের পরিমান প্রায় ১,৬৪৫.৫০ কোটি টাকা এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর নিকট থ্রিজি (3G) স্পেকট্রাম এ্যাসাইনমেন্ট ফি বাবদ জুন'২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ১,৫৮৫.১৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। তাদের নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব পাওয়া গেলে কমিশনের রাজস্ব আয়ের পরিমান আরো বৃদ্ধি পাবে।

৪. তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর বিধান মোতাবেক মোবাইল অপারেটরদের তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম (Information System Audit) পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারই অংশ হিসাবে মোবাইল অপারেটরদের উক্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমিকভাবে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে পরিচালনা করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৫. সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ২১ক ধারা মোতাবেক দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অনগ্রসর এলাকার জনসাধারণের বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund)" নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ এই তহবিলে জমা হবেঃ-

ক) সরকার প্রদত্ত অনুদান;

খ) অন্য কোন দেশী বা বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

গ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনাকরীগণের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চাঁদা (Subscription);

ঘ) অন্য কোন বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত যে কোন অনুদান (Contribution);

সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হচ্ছে। মোবাইল অপারেটর কোম্পানীসমূহ তাদের গ্রস অডিটেড আয়ের ১% হারে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে মর্মে লাইসেন্সিং গাইড লাইনে বিধান রাখা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে টেলিযোগাযোগ সুবিধা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কমিশনের অনুমোদনক্রমে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে ৩০ শে জুন ২০১৫ তারিখের স্থিতি/জমার পরিমান ৬৮১.৫৪ কোটি টাকা।

৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যানে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ

(ক) অংশগ্রহণ ভিত্তিক ভবিষ্য তহবিল

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল স্কীম চালু করা হয়েছে। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন হতে মূল বেতনের ১০% অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা হিসাবে কর্তন করা হয় এবং সমপরিমান অর্থ অর্থাৎ কমিশনের তহবিল হতে আরো ১০% অর্থ তাদের নিজ নিজ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমা দেয়া হয়। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের বিধি মোতাবেক সকল প্রকার

আর্থিক সুবিধা তহবিলের সদস্যগণের প্রাপ্য। সিপিএফ ব্যাংক একাউন্টে ৩০ শে জুন ২০১৫ তারিখের স্থিতি/জমার পরিমান ২.৯৩ কোটি টাকা।

(খ) চিকিৎসা খরচ প্রদান

কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের নিজের ও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য বৎসরে চিকিৎসাপত্র, ঔষধ ক্রয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্ণয়, পরীক্ষা খরচ ইত্যাদি বাবদ বিল ভাউচারের ভিত্তিতে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ চিকিৎসা সাহায্য দেয়া হয়।

(গ) ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল পরিচালনার জন্য কমিশন ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছে। কমিশনের একজন কমিশনারকে এ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ট্রাষ্টি বোর্ড কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং কল্যান তহবিল ও যৌথ বীমা বিধিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন করবেন। ট্রাষ্টি বোর্ড প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে দুই মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট বোর্ডের কার্যাবলী সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।

(ঘ) অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্প

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ ধারা ১৮(৩)(ঙ) অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা প্রদানের জন্য কমিশনের ৯০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর গ্রহনের পর প্রদেয় আনুতোষিক (Gratuity) সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে Employees Gratuity Fund গঠন করা হয়েছে।

৭. বার্ষিক নিরীক্ষাঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর সংশোধিত ২৭(২) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থ-বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশণের বার্ষিক হিসাব-বিবরণী এবং আর্থিক-বিবরণী প্রস্তুত করে কোন নিবন্ধিত চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করে উহা সংসদে পেশ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম মেসার্স আহমেদ এন্ড আকতার কোং কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী, আর্থিক বিবরণী এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (CPF) হিসাব, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এর নিরীক্ষা সম্পাদনের কাজ চলছে। বিটিআরসির প্রতিষ্ঠা হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারী অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০০১-২০১০ পর্যন্ত বিটিআরসি'র লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর বিশেষ নিরীক্ষা ও ০১ টি পাইলট অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

AHMAD & AKHTAR
Chartered Accountants

BANGLADESH TELECOMMUNICATION REGULATORY COMMISSION (BTRC)
BALANCE SHEET
AS AT 30 JUNE, 2015

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		FY 2014-2015	FY 2013-2014
Application of Fund:			
Fixed Assets:		**510,890,662**	**521,651,736**
Fixed Assets at Net Book Value	4.00	55,259,562	66,020,636
SRCB-IDA Credit 3790-BD			
Projects Assets (IDA PART)	4.01	455,631,100	455,631,100
Current Assets:	5.00	**27,910,929,449**	**19,125,990,225**
Advances, Deposits and Pre-payments	5.01	76,307,157	29,009,019
Receivable from Operators	5.02	5,977,926,260	4,292,382,902
Other Receivables	5.03	1,547,364	2,036,655
Cash and Bank Balances	5.04	21,855,148,668	14,802,561,649
Total Assets		**28,421,820,111**	**19,647,641,961**
Sources of Fund:			
Fund and Liabilities:			
Project Fund:	6.00	**455,631,100**	**455,631,100**
Project (SRCB-IDA 3790-BD) Fund		455,631,100	455,631,100
Fund Account:	7.00	**69,748,603**	**56,646,451**
Benevolent Revenue Fund	7.01	727,046	523,129
Gratuity Fund	7.02	35,218,765	28,768,199
Group Insurance Fund	7.03	33,802,792	27,355,123
Current Liabilities:	8.00	**27,896,440,408**	**19,135,364,411**
Sundry Creditors	8.01	46,435,483	26,679,168
Payable to GOB Consolidated Fund	8.02	27,850,004,925	19,108,685,242
Total Fund and Liabilities		**28,421,820,111**	**19,647,641,961**

The annexed note forms an integral part of these financial statements.

Md. Delowar Hossain	Ashis Kumar Kundu	Brig Gen Md Ahsan Habib Khan, Retd.	Supti Kanti Bose
Sr. Asstt. Director	Director	Vice Chairman	Chairman

As per our annexed report of even date

Date: September 17, 2015
Dhaka

AHMAD & AKHTAR
Chartered Accountants

Dhaka

AHMAD & AKHTAR
Chartered Accountants

BANGLADESH TELECOMMUNICATION REGULATORY COMMISSION (BTRC)
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 30 JUNE, 2015

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		FY 2014-2015	FY 2013-2014
Income:			
Fees and charges	9.00	41,282,029,756	98,650,150,070
Administrative fine and late fee	10.00	149,338,198	412,454,191
Finance income	11.00	758,329,470	1,786,162,891
Other income	12.00	2,218,782	4,785,775
Total Income		**42,191,916,207**	**100,853,552,927**
Expenditure:			
Salary and benefits	13.00	88,997,099	83,180,947
Daily wages for casual workers		150,535	785,625
Provident fund revenue expenses	14.00	2,808,352	2,173,538
Consultancy service fees (Domestic)		64,549	2,643,286
Communication expenses		7,453,950	6,480,135
Legal expenses		13,861,901	11,616,197
Rents (Office and Accommodation)	15.00	48,630,854	50,448,035
Repairs and maintenance	16.00	20,743,738	17,581,272
Traveling expenses	17.00	30,753,715	23,805,760
Fuel expenses (Petrol and CNG)	18.00	5,978,637	6,236,610
Electricity, Water and Gas	19.00	4,349,505	4,144,061
Administrative expenses	20.00	30,147,131	31,234,362
Satellite preparatory project	21.00	130,352,265	200,376,552
Training expenses	22.00	3,278,980	2,867,973
Printing & publication and stationery	23.00	4,151,711	3,252,472
Vehicle registration, insurance & tax expenses		1,792,649	1,814,238
Seminar and workshop		7,081,047	9,981,191
Computer software expenses		1,131,840	1,075,054
Depreciation expenses		13,247,268	29,407,888
Land Development Tax		4,139	-
Gratuity expenses		5,000,000	5,000,000
Recreation allowances/ entertainment		809,175	114,500
Bank charges		127,762	62,262
Advertisement & publicity expenses		1,626,935	770,486
Miscellaneous expenses		789,268	493,247
Total Expenditure		**423,333,003**	**495,545,690**
Excess of income over expenditure transferred to GOB consolidated fund account		41,768,583,203	100,358,007,237
		42,191,916,207	**100,853,552,927**

The annexed note forms an integral part of these financial statements.

Md. Delowar Hossain	Ashis Kumar Kundu	Brig Gen Md Ahsan Habib Khan, Retd.	Sunil Kanti Bose
Sr. Asstt. Director	Director	Vice Chairman	Chairman

As per our annexed report of even date

Date: September 17, 2015
Dhaka

AHMAD & AKHTAR
Chartered Accountants

Dhaka

Taka in Crore

AHMAD & AKHTAR
Chartered Accountants

BANGLADESH TELECOMMUNICATION REGULATORY COMMISSION (BTRC)
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 30 JUNE, 2015

Particulars		Amount in Taka	
		FY 2014-2015	FY 2013-2014
Cash Flows from Operating Activities:			
Excess of Income over Expenditure		41,768,583,203	100,358,007,237
Non-Cash Item:			
Depreciation Expenses		13,247,268	29,407,888
		41,781,830,472	**100,387,415,125**
Decrease/ (Increase) in Current Assets:			
Receivables from operators		(1,685,543,358)	362,036,178
Other Receivables		489,291	395,408
Advances, Deposits and Pre-payments		(47,298,138)	118,487,990
Sundry Creditors		19,756,315	1,181,704
Benevolent Reserve Fund		203,917	170,443
Gratuity Fund		6,450,566	6,263,328
Group Insurance Fund		6,447,669	6,127,461
Cash (used) / provided by Operating Activities		**(1,699,493,738)**	**494,662,512**
A. Net Cash Provided by Operating Activities		**40,082,336,733**	**100,882,077,637**
Cash Flows from Investing Activities:			
Acquisition of Furniture & Fixture		(34,500)	(380,187)
Acquisition of Office Equipment		(699,490)	(144,640)
Acquisition of Computer & Printer		(1,533,250)	(1,701,600)
Land development (Civil)		(218,954)	(1,617,840)
B. Net Cash Used in Investing Activities		**(2,486,194)**	**(3,844,267)**
Cash Flows from Financing activities:			
Fund Transferred to GOB Accounts		(33,027,312,970)	(104,958,420,233)
C. Net Cash used in Financing Activities		**(33,027,312,970)**	**(104,958,420,233)**
D. Net increase/(decreas) in Cash at Bank(A+B+C)		**7,052,537,569**	**(4,080,186,863)**
Opening Cash and Bank Balances		14,802,561,649	18,882,748,513
Add: Prior period adjustment of cash at Bank (As per BAS-8)		49,450	-
E. Restated Opening Cash at Bank balance		14,802,611,099	18,882,748,513
F. Closing Cash at Bank Balance (D+E)	**5.04**	**21,855,148,668**	**14,802,561,649**

Md. Delowar Hossain	Ashis Kumar Kundu	Brig Gen Md Ahsan Habib Khan, Retd.	Sunil Kanti Bose
Sr. Asstt. Director	Director	Vice Chairman	Chairman

As per our annexed report of even date

Date: September 17, 2015
Dhaka

AHMAD & AKHTAR
Chartered Accountants

Dhaka

মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স উইং

মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স উইং

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং জনগণের মধ্যে কার্যকর অব্যাহত যোগাযোগ স্থাপন ও জনগণের মতামত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখতে কমিশনের মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন্স উইং বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম এবং নিউজ এজেন্সির সাথে সমন্বয় করে কাজ করে। এই উইং কমিশনের কর্মকান্ড ও নীতি জনগণের মাঝে তুলে ধরার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরা-খবর সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার দায়িত্ব পালন করে চলছে। এটি কমিশনের জনসংযোগ শাখা হিসেবেও কাজ করে থাকে। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সম্ভাবনা ও সফলতা চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি ন্যায্য ও সুলভ মূল্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি গ্রাহক পর্যায়ে অবহিতকরণ এবং বিদ্যমান ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সংবাদ সাধারণের মাঝে সহজভাবে পৌছে দিতে এ উইং বদ্ধপরিকর। কমিশনের মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন্স উইং চেয়ারম্যান দপ্তরের সাথে সংযুক্ত, যেখানে বর্তমানে কমিশন সচিব (সরকারের উপ-সচিব) এবং একজন সহকারী পরিচালক দায়িত্ব পালন করছেন।

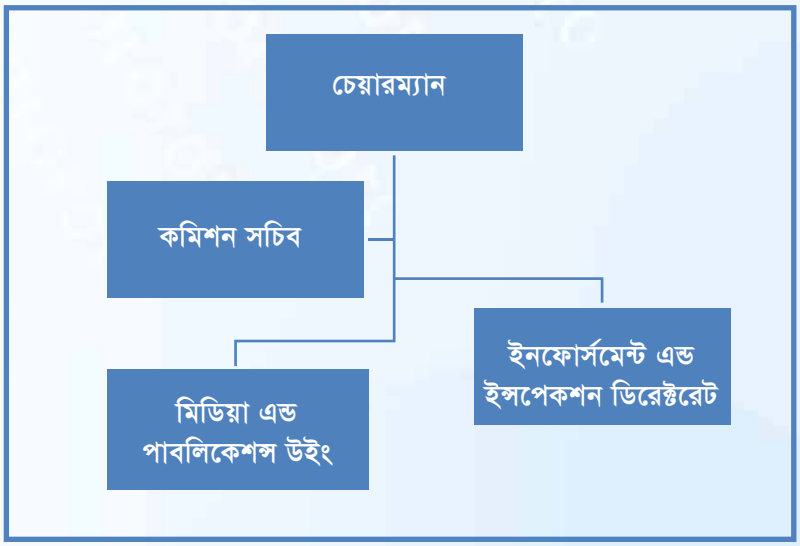

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন্স উইং সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১। ৩৫৮ টি দৈনিক প্রেস ক্লিপিং প্রস্তুতকরণ, বিতরণ এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক, টিভি চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়ায় টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সংবাদ, ফিচার, তথ্য ইত্যাদি মনিটর এবং তা কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন।

৩। সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের প্রয়োজনীয় তথ্য, সংবাদ ও বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা প্রদান ও অব্যাহত পেশাগত যোগাযোগ বজায় রাখা।

৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঙ্গে গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। ১২টি মাসিক প্রতিবেদন তৈরি এবং পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা পর্যন্ত সার্কুলেশন।

৬। Commonwealth Telecommunication Organization এর 54th Council Meeting ও Annual Forum এর সমাপনী দিনে ঢাকায় হোটেল রেডিসন ব্লু-তে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন। CTO মহাসচিবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই প্রেস মিটিং এ ৮০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

কমনওয়েলথ টেলিযোগাযোগ সংস্থার বার্ষিক ফোরাম পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে মঞ্চে উপবিষ্ট
(বাম দিক থেকে) কমনওয়েলথ টেলিযোগাযোগ সংস্থার মহাসচিব,
বিটিআরসির চেয়ারম্যান ও সচিব বিটিআরসি।

৭। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়াদে (২০১৫-২০১৮) কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দর নগরী বুসানে অনুষ্ঠিত আইটিইউ প্লেনিপটেনশিয়ারী সম্মেলন ২০১৪ চলাকালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল নির্বাচনে এশিয়া ও অস্ট্রেলেশিয়া অঞ্চলের ই-জোনে বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভারত, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডকে পেছনে ফেলে নির্বাচিত ১৩টি দেশের মধ্যে ৭ম স্থান অধিকার করে। আইটিইউ নির্বাচনে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সফলতার এ সংবাদ দেশের মানুষকে প্রথম কমিশনের মিডিয়া উইং থেকেই অবহিত করা হয়। টিভি সংবাদ ও স্ক্রলে এবং দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতে সংবাদটি গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত আইটিইউ নির্বাচনে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করছেন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক

৮। বিটিআরসির চেয়ারম্যান মহোদয় বিভিন্ন সময়ে টেলিযোগাযোগ খাতের গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় নিয়ে এ খাতের সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সভার মাধ্যমে সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ প্রতিনিয়ত তাদের মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ মতামত প্রদান করে কমিশনের কার্যক্রমের গতিকে আরও তরান্বিত করে থাকেন। টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন সমস্যা ও তা সমাধানের যৌক্তিক উপায় কমিশনকে প্রদান করা এবং জনসাধারণকে বিটিআরসির বিভিন্ন উন্নয়মূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার বিষয়টি গণমাধ্যমকর্মীগণ কমিশনের মিডিয়া উইং এর সহযোগিতায় সফলতার সাথেই সম্পাদন করে চলছেন।

টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে কমিশন সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় বিটিআরসি চেয়ারম্যান জনাব সুনীল কান্তি বোস

৯। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' উৎক্ষেপণের জন্য ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে রাশিয়াভিত্তিক মহাকাশ যোগাযোগবিষয়ক আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারস্পুটনিকের অরবিটাল স্লট (১১৯ দশমিক ১ই) লীজ ইন/সংগ্রহ (Procuremenr) এর লক্ষ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়। বিটিআরসির কমিশনার এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক এ টি এম মনিরুল আলম এবং ইন্টারস্পুটনিক ইন্টারন্যাশনাল মহাপরিচালক Mr. Vadim Belov তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস, কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ইন্টারস্পুটনিক ইন্টারন্যাশনাল এর বাণিজ্যিক পরিচালক Mr. Tomofey Abramov সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তীতে বিকেলে মিডিয়া উইং কর্তৃক এ বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব সুনীল কান্তি বোস গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

১০। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন এ চেয়ারম্যান বিটিআরসি এর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। উক্ত সাক্ষাৎকারে চেয়ারম্যান মহোদয় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে গত ১২ বছরে বিটিআরসির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, সমস্যা এবং সফলতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

বিটিআরসির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন আয়োজিত সাক্ষাৎকারে বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব সুনীল কান্তি বোস

১১। বিটিআরসির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর অবদানকে জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরতে ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এটিএন নিউজে সম্প্রচার করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠান 'বিজনেস লাঞ্চ'। এতে বিটিআরসির চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিটিআরসির ভূমিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

১২। দেশের মোবাইল সেবা গ্রহীতাদের নিরাপত্তা বিবেচনায় বিটিআরসি-এর নির্দেশনা অনুযায়ী মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহ বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের সকল সিম/রিম-এর নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সঠিক ও যথাযথ নিবন্ধিত সিম/রিম-এর ব্যবহারের ফলে আশা করা যায়, গ্রাহক নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ভবিষ্যতে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় জনসাধারণকে নিবন্ধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বিটিআরসির মিডিয়া উইংয়ের মাধ্যমে ৪০ সেকেন্ড ব্যাপ্তিকালের একটি টিভি বিজ্ঞাপন নির্মাণ করে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ০২/০৪/১৫ থেকে ৩০/০৫/১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩। World Telecommunication and Information Society Day-2015 উপলক্ষ্যে ১৭ মে ২০১৫ তারিখে বিটিআরসি প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিশেষ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে বিটিআরসি চেয়ারম্যান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব বক্তব্য প্রদান করেন এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। এতে ৭০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

বিটিআরসি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের সঙ্গে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী এবং বিটিআরসি চেয়ারম্যান জনাব সুনীল কান্ত বোস।

এছাড়াও বিটিআরসির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স উইং কর্তৃক টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন ও এর সমন্বয় এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের জন্য প্রতিবেদন, বক্তৃতা ও বাণী ইত্যাদি প্রস্তুতে পেশাদার সহযোগীতা প্রদান করা হয়।

এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটের কার্যপরিচিতিঃ

বিটিআরসি'র জনবল কাঠামোতে ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট গঠিত হয়। ২০১৪ সালের মার্চ মাসের ০৫ তারিখ হতে অত্র ডিরেক্টরেটের কার্যক্রমের সূচনা হয়। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অধীনে বর্তমানে একজন পরিচালক, একজন সহকারী পরিচালক, চারজন উপ-সহকারী পরিচালকের সমন্বিত টীম এই শাখার যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে এই শাখায় ০৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করছেন। এছাড়া বিটিআরসি'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে তিনটি কমিটি অবৈধ ভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশনসহ অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি, অনুমোদন বিহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী স্থাপনা, অবৈধ রীম/সীম রেজিস্ট্রেশন প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

চলমান কার্যাবলীঃ

ক) অবৈধ ভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশনসহ ভিওআইপি স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার রোধে ইন্সপেকশন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি সনাক্তকরণপূর্বক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

খ) অনুমোদন বিহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী স্থাপনা সনাক্তকরণ এবং তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) অবৈধ এবং ভুল তথ্য দিয়ে রীম/সীম রেজিস্ট্রেশন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা; অপারেটরগণ কমিশন হতে ইস্যুকৃত ডিরেক্টিভস অনুযায়ী রীম/সীম রেজিস্ট্রেশন করছে কি না তা যাচাই করা;

ঘ) টেলিকম অপারেটরগণ বিটিআরসি হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সিং শর্তাবলী এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত ডিরেক্টিভ সমূহ মেনে চলছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা;

ঙ) "টেলিযোগাযোগ স্থাপনা পরিদর্শন, পরীক্ষণ, সনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কমিটি" নামক কমিশন কর্তৃক ও জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির সকল প্রকার কাজকর্মে সহায়তা প্রদান করা;

চ) অবৈধ ভিওআইপিরোধে মোবাইল অপারেটরগণ সেলফ রেগুলেশন সিস্টেম যথাযথ ব্যবহার করছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

ছ) বিটিআরসি এবং অপারেটরের অফিসে স্থাপিত সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেম তত্ত্বাবধান করা।

জ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থে টেলিকম অপারেটরদের নিকট হতে কমিশনের রাজস্ব আদায়ে সার্বিক সহযোগীতা করা।

ঝ) সর্বোপরি টেলিকম অপারেটরগণ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) লঙ্ঘণ করছে কি না তা পরিক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট, কমিশনের অপরাপর বিভাগ/ডিরেক্টরেটের ন্যায় স্বীয় স্বকীয়তায় ও সক্ষমতায়, সাফল্যের সহিত গতিশীল, কার্যকর ও সুষ্ঠু কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। এই পর্যন্ত ৩১৫টি অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়। যার মধ্যে ২০১৪ সালে ৯৫টি এবং ২০১৫ সালে ১৮টি সফল অভিযান রয়েছে। জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫,৫৮,৩৭২ টি অবৈধ ভিওআইপি সিম বন্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে সেলফ রেগুলেশনে ৫২,১১,৩১১টি, সিমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমে ২,২৬,৭৪৯টি এবং ভিওআইপি অপারেশনে ১,২০,৩১২ টি সিম বন্ধ করা হয়। এ পর্যন্ত কমিশন হতে অবৈধ ভিওআইপি সংক্রান্ত ৭৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই অবৈধ ভিওআইপিতে জব্দকৃত সীম কার্ড নিয়ে সকল মোবাইল ফোন অপারেটরগণের প্রতিনিধি সহ অপরাধ দমন, রাজস্ব ফাঁকি সহ জরিমানা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা এবং একই সাথে অপারেটরদের স্থাপনাও পরিদর্শন করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনীয়তার তাগিদানুসারে অপরাপর

বিষয়াবলীর মত অবৈধ কার্যক্রমরোধে এই শাখা হতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন এবং অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যে কোন সফল অভিযান সম্পন্ন হলে রাষ্ট্রীয় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়। এছাড়াও জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম সমূহের দ্বারা বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো হয়ে থাকে।

অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় অভিযানের চিত্রঃ

চিত্র-১ : ভিওআইপি অভিযানে জব্দকৃত রাউটার। ইন্টারনেট সংযোগ এর জন্য এই সকল রাউটারসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্র-২ : অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় ব্যবহৃত সিমসমূহ। সীমবক্স এর মধ্যে এই সকল সীমসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্র-৩ : একটি ভিওআইপি স্থাপনা যা চলমান অবস্থায় জব্দ করা হয়েছে।

চিত্র-৪ : আন্তর্জাতিক মাস্টার কার্ড। এই সকল মাস্টার কার্ড দিয়ে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পন্ন করা হতো।

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি কর্তৃক একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয় যার দ্বারা টেলিকম সেক্টরে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত ইন্সপেকশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিটিআরসি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তাগণ এই কমিটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভিওআইপি প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধকল্পে কমিশন হতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

ক) নিয়মিত অভিযান পরিচালনাঃ

ভিওআইপি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবৈধ স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক গঠিত কমিটি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। নিত্যনতুন কৌশল ব্যবহার করে সীমবক্স ব্যবহারকারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি সর্বদা তৎপর এবং এ লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারিগরি পদ্ধতি অবলম্বন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা মোট ৭৫টি। সাধারণত এ ধরনের অভিযানে অবৈধ যন্ত্রপাতি হিসেবে চ্যানেল বক্স, গেটওয়ে, সার্ভার, অনিবন্ধিত এবং ভুল তথ্য দিয়ে নিবন্ধিত সীম, কম্পিউটার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়ে থাকে। পরিচালিত ৭৫টি অভিযানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে চ্যানেল বক্স, গেটওয়ে, সার্ভার, ভুয়া রেজিস্ট্রিকৃত সীম জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত আলামত মামলা রুজু করার পর সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুকূলে তা ন্যস্ত থাকে।

খ) সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেমঃ

মিথ্যা তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ সীমবক্স ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটরের সমন্বয়ে বিটিআরসিতে সীমবক্স ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। অতিসম্প্রতি বিটিআরসির নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত SIM Box Ditection System এ Additional Hits বৃদ্ধিকরণ সহ Virtual Circuit বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বেশি সংখ্যক সন্দেহজনক সীম/রীম সনাক্তকরণে বিটিআরসি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

গ) Self Regulatory পদ্ধতিঃ

বিটিআরসি অবৈধ ভিওআইপি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে অবৈধ ভিওআইপিতে ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্তকরন এবং তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অবৈধভাবে ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্তকরণের জন্য কমিশন কিছু Logic নির্ধারণ করে দিয়েছে। উক্ত Logic সমূহ প্রতিটি মোবাইল অপারেটর প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বারংবার প্রয়োগ করে অবৈধ ভিওআইপিতে ব্যবহৃত সীম/রীম সনাক্ত করে থাকে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অপারেটর কর্তৃক উক্ত সীম/রীম সমূহ সনাক্তের সাথে সাথে বন্ধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত Logic সমূহ কমিশন সময় সময় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তা পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করে থাকে। এর ফলে অবৈধ ভিওআইপিতে সীম/রীম এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত হচ্ছে।

ঘ) নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমঃ

বিটিআরসি কৃর্তক জারীকৃত লাইসেন্সধারীদের বিভিন্ন স্থাপনা প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং অপারেটরগণ তাদের নেটওয়ার্ক এর সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হচ্ছে। ফলে বিটিআরসির কর্মকর্তাগণ লাইসেন্স, গাইডলাইন এবং নির্দেশনার সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকার রিপোর্ট, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থাপনায় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

ঙ) জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচারঃ

টেলিকম সেক্টরে প্রতিটি অপরাধ দমনের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করার মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। সম্প্রতি মোবইল সীম/রীম এর অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং ভুল তথ্য দিয়ে সীম/রীম রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করার নিমিত্তে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম সমূহে দীর্ঘ ১ মাস ব্যাপী সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে করে সঠিক ভাবে সীম/রীম রেজিস্ট্রেশন এর জন্য গ্রাহক পর্যায়ে উৎসাহীত করা হয়েছে যা অপরাধ দমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিটিআরসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন প্রকল্প

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ও ব্রডকাস্টিং খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে একটি নিরবিচ্ছিন্ন ও উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের কার্যক্রম ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং বিটিআরসি'র বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ২৯৬৭.৯৫৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ প্রকল্পের প্রধান অংশসমূহ হলোঃ স্যাটেলাইট নির্মাণ, উৎক্ষেপণ, দু'টি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন ও ফ্যাসিলিটি নির্মাণ, স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য একটি আর্ন্তজাতিক মানের কোম্পানী গঠন, প্রয়োজনীয় বীমা সংগ্রহ, অরবিটাল স্লট লীজ/ক্রয় এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা।

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
(গ) বাস্তবায়নকাল ঃ ১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত
(ঘ) মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৯৬৭.৯৫৭৭ কোটি টাকা (জিওবি ১৩১৫.৫১৩৫ কোটি টাকা ও বিডার'স ফাইনান্সিং ১৬৫২.৪৪৪২ কোটি টাকা)

এছাড়া ৮,৬৮১.৫১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত 'প্রিপারেটরী ফাংশনস এন্ড সুপারভিশন ইন লঞ্চিং এ কমিউনিকেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট'-শীর্ষক প্রস্তুতিমূলক প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আর্ন্তজাতিক পরার্মশক প্রতিষ্ঠান Space Partnership International' (SPI), বিগত ২৯শে মার্চ ২০১২ থেকে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

উক্ত বৈদেশিক পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ সমূহ হলোঃ বাজার বিশ্লেষন ও সম্ভাব্যতা যাচাই, বিজনেস প্লান প্রস্তুত, অপারেটিং কোম্পানী গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন, অর্থায়নের বিষয়ে বিভিন্ন উৎসের সন্ধান, মূল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা, অরবিটাল স্লট বিশ্লেষণ ও ফ্রিকোয়েন্সি কো-অর্ডিনেশন, স্যাটেলাইটের টেন্ডার ডকুমেন্ট ও বিনির্দেশ প্রস্তুত, কৃতকার্য দরদাতার সাথে নিগোসিয়েশনে সহায়তা, স্যাটেলাইট নির্মাণে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ ও তদারকী, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন তদারকী, অরবিটাল অবস্থানে টেস্ট (IOT) পর্যবেক্ষণ, গ্রাউন্ড স্টেশন যন্ত্রপাতি স্থাপন তদারকী ও গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা (Acceptance Testing) কার্যাদি।

ইতোমধ্যে বাজার বিশ্লেষন ও সম্ভাব্যতা যাচাই, বিজনেস প্লান প্রস্তুত, অপারেটিং কোম্পানী গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন, অর্থায়নের বিষয়ে বিভিন্ন উৎসের সন্ধান, মূল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা, অরবিটাল স্লট চূড়ান্তকরণ, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও বিনির্দেশ প্রস্তুত ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ক) প্রকল্পের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধিত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্প মেয়াদকালে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন বিষয়ক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎপেক্ষপণ' প্রকল্প এবং প্রস্তুতিমূলক প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১) অরবিটাল স্লট চূড়ান্তকরণঃ

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য অরবিটাল স্লট একটি প্রধান ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎপেক্ষপণ' এর জন্য একটি উপযোগী স্লট চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ৪৫° পূঃ দ্রাঃ থেকে ১৩৫° পূঃ দ্রাঃ পর্যন্ত অরবিটাল আর্ক এ কোন খালি স্লট আছে কি না তা অনুসন্ধান করে Intersputnik International Organization of Space Communications (INTERSPUTNIK) এর ১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লট লিজ/পারচেজের মাধ্যমে সংগ্রহ/অধিগ্রহণ করার জন্য SPI, USA পরামর্শ প্রদান করে। INTERSPUTNIK মধ্য-আমেরিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে আফ্রিকার অর্ন্তভূক্ত ২৬টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত স্যাটেলাইট যোগাযোগ সেবা প্রদানকারী একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা, যার সদর দপ্তর রাশিয়ার মস্কোতে অবস্থিত।

উক্ত অরবিটাল স্লট অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিকভাবে ইন্টারস্পুটনিক এর সাথে একটি 'Non-binding MoU' স্বাক্ষর হবার পর 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎপেক্ষপণের' জন্য ১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লট লীজ-ইন (right to use)/ সংগ্রহের (Procurement) লক্ষ্যে গত ১৫ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে বিটিআরসি ও INTERSPUTNIK এর মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিটিআরসি'র পক্ষে জনাব এ.টি.এম. মনিরুল আলম, কমিশনার (স্পেকট্রাম বিভাগ) এবং INTERSPUTNIK এর পক্ষে জনাব ভাদিম বিলভ, মহা-পরিচালক এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লট লীজ ইন/ক্রয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি ও INTERSPUTNIK এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

INTERSPUTNIK এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন ও অরবিটাল স্লটের চুক্তি সংক্রান্ত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে INTERSPUTNIK এর প্রতিনিধিগণ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিটিআরসি'র উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লট লীজ ইন/ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিটিআরসি

১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লট লীজ ইন/ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন

ইন্টারস্পুটনিক এর প্রতিনিধি দলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি

উক্ত লীজ/ক্রয়কৃত অরবিটাল স্লটের প্রেক্ষিতে আইটিইউ'তে ফাইলিংকৃত ৩২০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য আইটিইউতে বাংলাদেশের ফাইলিংকৃত ৭৪°, ১৩৩°, ৬৯° এবং ১০২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অরবিটাল স্লট এর কো-অর্ডিনেশন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম ক্রয়ের টেন্ডার ডকুমেন্ট ও বির্নিদেশ চূড়ান্তকরণ এবং দরপত্র আহ্বানঃ

'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প' এর আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় স্যাটেলাইট নির্মাণ, উৎক্ষেপন এবং গ্রাউন্ড স্টেশনের কারিগরী বির্নিদেশ, ডিজাইন কার্যাদি সম্পন্ন করে টার্ণ-কি পদ্ধতিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম ক্রয়ের টেন্ডার ডকুমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। কারিগরী বিনির্দেশ অনুযায়ী 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' এ মোট ৪০ টি ট্রান্সপন্ডার থাকবে। তন্মধ্যে, ১৪টি C-Band এবং ২৬টি Ku-Band ট্রান্সপন্ডার। ১১৯.১° পূঃ দ্রঃ অরবিটাল লোকেশনে সফল তরঙ্গ সমন্বয় (frequency coordination) সাপেক্ষে বাংলাদেশে, সার্কভুক্ত দেশসমূহ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং "স্তান" ভুক্ত দেশ সমূহের অংশ বিশেষ কভারেজের আওতায় আসবে।

প্রকল্পের কর্মকর্তা ও SPI এর পরামর্শক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম ক্রয়ের টেন্ডার ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণ কার্যক্রমের অংশ বিশেষ

গত ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে আর্ন্তজাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম' ক্রয়ের মূল দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র আহ্বানের পর মোট ০৬টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দলিল ক্রয় করেছে। ২৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম' ক্রয়ের প্রাক-দরপত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাক-দরপত্র সভায় দরপত্র দলিল ক্রয়কারী ০৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। চীন, কানাডা, ফ্রান্স ও আমেরিকা এর ০৪টি আর্ন্তজাতিক স্যাটেলাইট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব দাখিল করেছে। প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত ০৪টি দর প্রস্তাব মূল্যায়নের কাজ করছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম ক্রয়ের প্রাক-দরপত্র সভা এবং দর প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ সভায় দরদাতাদের প্রতিনিধিগণ

৩) অপারেটিং কোম্পানী গঠনঃ

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর এটি পরিচালনার জন্য আর্ন্তজাতিক মানের একটি ব্যবসায়িক কোম্পানী গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৪) গ্রাউন্ড স্টেশন সার্ভেঃ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর সেটি নিয়ন্ত্রণ কাজে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের জন্য নির্ধারিত দু'টি লোকেশন যথাঃ গাজীপুর ও বেতবুনিয়াতে উক্ত দরদাতা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, বৈদেশিক পরামর্শক SPI, USA কর্তৃক উক্ত লোকেশনে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি সার্ভে এবং কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।

৫) প্রস্তুতিমূলক প্রকল্প ও বৈদেশিক পরামর্শকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদবৃদ্ধিঃ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার স্বার্থে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ ও অরবিটাল অবস্থানে টেস্ট পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত বৈদেশিক পরামর্শকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রস্তুতিমূলক প্রকল্পটি'র ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক সভাঃ

দক্ষতা ও সফলতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কয়েকটি সভা আয়োজন/অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রিপারেটরী প্রকল্পের ০২ টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর সভা এবং প্রকল্প কার্যালয়ে ০৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/সমাবেশ/কর্মশালাঃ

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য ১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লট লীজ-ইন (right to use)/ সংগ্রহের (Procurement) এর লক্ষ্যে INTERSPUTNIK এর সাথে আলোচনা ও নিগোসিয়েশন সভায় অংশগ্রহণের জন্য বিটিআরসি'র চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং বৈদেশিক পরামর্শকসহ ০৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৮-১২ ডিসেম্বর ২০১৪ রাশিয়ার মস্কো সফর করেছেন।

ইন্টারস্পুটনিক এর সাথে আলোচনা ও নেগোসিয়েশন সভার অংশবিশেষ

- গত ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক এ অনুষ্ঠিত International Satelite Symposium 2014: Satellite Regulation-First License and Renwal শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে স্যাটেলাইট প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং আর্ন্তজাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর আমন্ত্রণে উক্ত সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলাইট সিম্পোজিয়াম ২০১৪ বক্তব্য দিচ্ছেন প্রকল্পের কর্মকর্তা

- আর্ন্তজাতিক পরার্মশক প্রতিষ্ঠান 'Space Partnership International (SPI) কর্তৃক ৮-১৩ জুন ২০১৫ তারিখে আয়োজিত এবং ওয়াশিংটন ডি.সি., যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত "Advanced Technical Training Course in Satellite and Ground Segment" শীর্ষক প্রশিক্ষণে বিটিআরসি'র কমিশনার জনাব এ.টি.এম. মনিরুল আলম এর নেতৃত্বে ০৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

ওয়াশিংটন ডি.সি. তে অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ও গ্রাউন্ড সেগমেন্ট বিষয়ক advanced কারিগরী প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে সনদ গ্রহণ

স্যাটেলাইট ও গ্রাউন্ড সেগমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেশনের অংশবিশেষ

স্যাটেলাইট ম্যানুফেকচারিং সাইট পরিদর্শনকালে

(ঙ) ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ঃ

১) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত ৪ (চার) টি আন্তর্জাতিক দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদনের পর নির্বাচিত দরদাতাদের সাথে স্যাটেলাইট নির্মাণ, উৎক্ষেপণ, গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ ও স্থাপন সহ অন্যান্য বিষয়ে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।

২) চুক্তি স্বাক্ষরের পর ম্যানুফ্যাকচারার স্যাটেলাইট নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করবে, যা নির্মাণে কম-বেশি ০২ (দুই) বছর সময় লাগবে।

৩) প্রস্তুতিমূলক প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক SPI, USA এর সাথে বর্ধিত (Extension) চুক্তি সম্পন্ন করণ।

৪) ইন্টারস্পুটিকের সাথে ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অরবিটাল স্লটের জন্য সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বিভিন্ন স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সাথে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেশন সম্পন্ন করা।

৫) প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের জন্য বিটিসিএল থেকে গাজীপুর ও বেতবুনিয়াস্থ জমি বুঝে নেয়া এবং প্রয়োজনীয় ভৌত ও পূর্ত কাজ শুরু করা।

৬) স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনে অন্ততঃ দেড় থেকে দুই বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক মানের পরিচালনাকারী কোম্পানী গঠন করা।

'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে এদেশে মহাকাশ প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো এবং মহাকাশে বাংলাদেশের কর্তৃত্বের সূচনা ঘটানোর প্রত্যয় নিয়ে স্যাটেলাইট প্রকল্পের কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের একটি নির্ভরযোগ্য ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে ১১৯.১° পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লটে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর রূপকল্প বাস্তবায়ন আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৫

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি'র উদ্যোগে ১৭ই মে ২০১৫ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫ (WTISD-২০১৫) উদযাপন করা হয়। **টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি: উদ্ভাবনের চালিকা শক্তি** প্রতিপাদ্যে এবারে দিবসটি উদযাপনে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব ইমরান আহমদ, এমপি; অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব সুনীল কান্তি বোস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সফল ব্যবহারে অবদান রেখে বাংলাদেশ সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড, ডব্লিউএসআইএস গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডসহ বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ বিভিন্ন সম্মাননা পেয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, ২০১০ থেকে ২০১৪ মেয়াদের পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় বারের মত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশে দিবসটি উপলক্ষ্যে কয়েকটি টেলিভিশন টকশো, সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দেশে দিবসটি উপলক্ষ্যে অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা হয়।

WTISD-২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে বিটিআরসি'র উদ্যোগে **টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি: উদ্ভাবনের চালিকা শক্তি** প্রতিপাদ্যে সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনার এ ভবিষৎ প্রজন্মের সামনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর ১৫০ বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেন।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ক্রোড়পত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি: উদ্ভাবনের চালিকা শক্তি' লেখা সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার দিয়ে রাজধানীর রাস্তা ও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) এর ভবন সুসজ্জিত করা হয়।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'র‍্যালী ও রোড শো' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব ইমরান আহমদ ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কাউন্সিল নির্বাচন ২০১৪

ITU কাউন্সিল নির্বাচন এবং বাংলাদেশ ঃ

১৮৬৫ সালের ১৭ মে প্যারিসে ইন্টারন্যাশনাল টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন (আইটিইউ) যাত্রা শুরু করে। ১৯৩২ সালে সংস্থাটি ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) নাম পরিবর্তন করে। ২০১৫ সালে সংস্থাটির ১৫০ বছর পূর্ণ হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থায় পরিনত হয়। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর জেনেভায়। ২০১৪ সালের ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর কাউন্সিল নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়াদে (২০১৫-২০১৮) কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। আইটিইউ এর ১৯৩ সদস্যের মধ্যে এই নির্বাচনে ভোট দেয় ১৬৭ টি দেশ। আইটিইউ এর ৪৮ সদস্য কাউন্সিলের ১৩টি পদ এশিয়া অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ। বাংলাদেশসহ ১৮ টি দেশ এই পদগুলোর জন্য এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৬৭ ভোটের মধ্যে ১১৫ ভোট পেয়ে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। এছাড়াও চীন,জাপান,দক্ষিন কোরিয়া অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়াও অংশ নেয় এই নির্বাচনে। ১৩ টি কাউন্সিল সদস্য পদের জন্য এ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ বিজয় অতটা সহজ ছিল না, বরং কষ্টসাধ্য ছিল। ইতোপূর্বে, ২০১০ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আইটিইউ কাউন্সিলে সদস্য নির্বাচিত হয়। ২০১০ সালের নির্বাচনে ১৩ টি পদের জন্য ১৭ টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে ১২৩ ভোট পেয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল বাংলাদেশ। তারও আগে ১৯৭৩ সালে আইটিইউর সাধারণ সদস্য পদ পায় বাংলাদেশ। বর্তমানে সদস্য রাষ্ট্র ১৯৩ এবং প্রায় ২৭০০ টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে আইটিইউ গঠিত।

দ্বিতীয়বারের মত বাংলাদেশ আইটিইউ কাউন্সিল সদস্য দেশ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের যে উন্নয়ন ও শক্তিশালী নীতি নির্ধারনী ভূমিকা তারই সফল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং সরকারের এই অনবরত সাফল্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পুনরায় স্বীকৃতি মিলল। এই জয়ের মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন ২০২১ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেল এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি সংস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় হল।

বুসানে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এই জয়ে আইটিইউ কাউন্সিল নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত বিটিআরসিসহ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, কর্মদক্ষতা ও সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব সুনীল কান্তি বোস এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। আইটিইউ কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণায় আরও অংশগ্রহণ করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানীত পাঁচজন সদস্য, মোবাইল অপারেটরদের সংগঠন এমটব এবং প্রতিনিধিবৃন্দ।

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত আইটিইউ প্লেনিপটেনশিয়ারী সম্মেলনে (PP-14) বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ।

২০১৪ সালের ২০ অক্টোবর হতে ০৭ নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে ITU এর Plenipotentiary Conference (PP-14) ও ITU কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ একটি প্রতিনিধি দল বুসানে বিভিন্ন পর্যায়ে গমন করে নির্বাচনী প্রচারনা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, রিসিপশনসহ নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশ নেন। বাংলাদেশ আইটিইউ কাউন্সিল এর সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

Commonwealth Telecommunications Organization (CTO) কাউন্সিল মিটিং এবং annual ফোরাম

৮-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঢাকায় প্রথমবারের মতো CTO Council Meeting এবং Annual Forum অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী, সচিব, রেগুলেটর প্রধান, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তাসহ টেলিকম ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রায় ২৫০-৩০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্ম অধিবেশন ঢাকার হোটেল রেডিসন ব্লু-তে অনুষ্ঠিত হয়।

উচ্চপদস্থ পর্যায়ের অতিথি, রেগুলেটরী সংস্থার প্রধান এবং টেলিযোগাযোগ স্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ

বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা সমূহের মধ্যে CTO একটি বহুল পরিচিত সংস্থা, যার সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। সকল কমনওয়েলথ ভূক্ত সংস্থার মধ্যে CTO সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ সংস্থা। বর্তমানে এর সদস্য দেশের সংখ্যা ৫৩টি। বাংলাদেশ CTO এর একটি পূর্ণ সদস্য দেশ।

CTO Annual Forum কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশসমূহের সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রি তথা সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। এই ফোরামে মোবাইল ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, সাইবার নিরাপত্তা ও অপরাধদমন, নেক্সট জেনারেশন নেটওয়ার্ক, কনটেন্ট ও এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ, আইপি টেকনোলজি, স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড, টেলিকম রেগুলাটরি ফ্রেমওর্য়াক, শিক্ষা-যুবসমাজ ও আইসিটি ব্যবহার এবং গ্রীন টেকনোলজি সহ টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "ICTs for Development -from Access to Inclusive and Innovative Services."

CTO Council meeting হলো CTO'র সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভা। এই সভাটি প্রতি বছর কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের যে কোন একটি দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বের মাত্রা নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন ও সংগঠনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সংগঠনটির পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক কৌশলগত বিষয়সমূহের পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং চূড়ান্ত সুপারিশ সদস্য দেশসমূহের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশে মোবাইল ফোন শিল্প

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম দেশ হিসাবে ১৯৯৩ সালে এএমপিএস (Advanced Mobile Phone System) প্রযুক্তিতে মোবাইল ফোন চালু করে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৮৯ সালে প্রথম মোবাইল ফোন লাইসেন্স প্রদান করা হলেও এর সেবা জনসাধারণের নিকট পৌঁছাতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায়। কারণ তখন নেটওয়ার্ক কাভারেজ ছিল অত্যন্ত সীমিত। উচ্চ কলরেটের কারণে গ্রাহক সংখ্যাও ছিল নগন্য। ১৯৯৬ সনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাজারে মুঠোফোন শিল্পে প্রতিযোগিতা এবং তৃণমূলপর্যায়ে গ্রাহকদের এই অত্যাধুনিক সুবিধা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে আরও তিনটি মুঠোফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেন।

পরবর্তী সময়ে আরো কয়েকটি অপারেটর তাদের কার্যক্রম শুরু করলে গত দশকে এটি একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সূচনা করে। এই টেলিকম ঘিরে গড়ে ওঠা সাবসেক্টরগুলো পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখছে। এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করেছে এবং এর দ্বারা আমাদের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী এই খাত থেকে ২০০৮ সালে জাতীয় রাজস্বের ৮% এসেছে এবং এই খাতেই সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৫৯% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) হয়েছে। বাংলাদেশে টেলিকম সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কিছু অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

● ১৯৯৭ সাল থেকে জুন, ২০১৫ সাল পর্যন্ত উন্নয়নঃ
-১৯৯৭ সালে মাত্র চার লক্ষ মানুষ টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করতেন।
-টেলিঘনত্ব ০.৪% এর কম ছিল।
-বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ গ্রাহক ১২.৬৮ কোটি এবং টেলিঘনত্ব ৮১% এর উপরে হয়েছে।

● দেশের মোট গ্রাহকের প্রায় ৯৮% মোবাইল গ্রাহক এবং অবশিষ্ট ২% PSTN এবং অন্যান্য অপারেটরের গ্রাহক রয়েছে।
● টেলিকম বাজার (জুন'২০১৫)
-মোট টেলিযোগাযোগ হার ৮১.৯৩%
-মোট মোবাইল ব্যবহারকারীর হার ৮০.৩৫% অর্থাৎ গ্রাহক সংখ্যা ১২.৬৮ কোটি
-মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ৩০.৬২% অর্থাৎ গ্রাহক সংখ্যা ৪.৮৩ কোটি

● উন্নত জীবন এবং বাণিজ্যিক নির্ভরতাঃ
-কৃষিতথ্য, টেলি-চিকিৎসা, সর্বশেষ খবর, বিভিন্ন বিল পরিশোধ, ক্ষুদ্রবার্তা, শেয়ার বাজার ইত্যাদি এখন জীবনের অনুষঙ্গ
-বানিজ্য ক্ষেত্রে ইন্টারনেট, মোবাইল e-mail, SMS ব্যাংকিং, ডাটা, ফ্যাক্স, EDGE, GPRS, আন্তর্জাতিক রোমিং ইত্যাদি অপরিহার্য।

● সহজলভ্য সেবা প্রদানঃ
- পৃথিবীর সর্বনিম্ন কলচার্জে সারা দেশের স্বল্প আয়ের মানুষকে এই সেবার আওতায় আনা

● ইন্টারনেটঃ
-মোবাইল শিল্পের উপর অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল ।
- ৪.৮৩ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ৯৭% মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারও বাড়ছে।

● মোবাইল শিল্প কর্তৃক গৃহীত CSR (Corporate Social Responsibility) উদ্যোগঃ
-স্কুলগুলোতে স্পন্সরশীপ ঃ শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা ও দেশী-বিদেশী বৃত্তির ব্যবস্থা ।
-পরিবেশ সংশিষ্ট প্রজেক্টঃ শহরের সৌন্দর্য বর্ধন, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত পরিচ্ছন্নকরণ, বিমান বন্দরের সৌন্দর্য বর্ধন, সড়ক নিরাপত্তা, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ইত্যাদি ।
-অভাবগ্রস্থ লোকদের সাহায্য প্রদানঃ বাংলাদেশে বন্যা ও ঘূর্ণি দূর্গত এলাকায় দ্রুত রিলিফ প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক সেবা ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মোবাইল অপারেটরগণ কাজ করছে।

● মোবাইল খাতই বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

নেটওয়ার্ক কভারেজ

দেশব্যাপি অপটিক্যাল ফাইবার সম্বলিত ভু-গর্ভস্থ নেটওয়ার্কের চিত্র

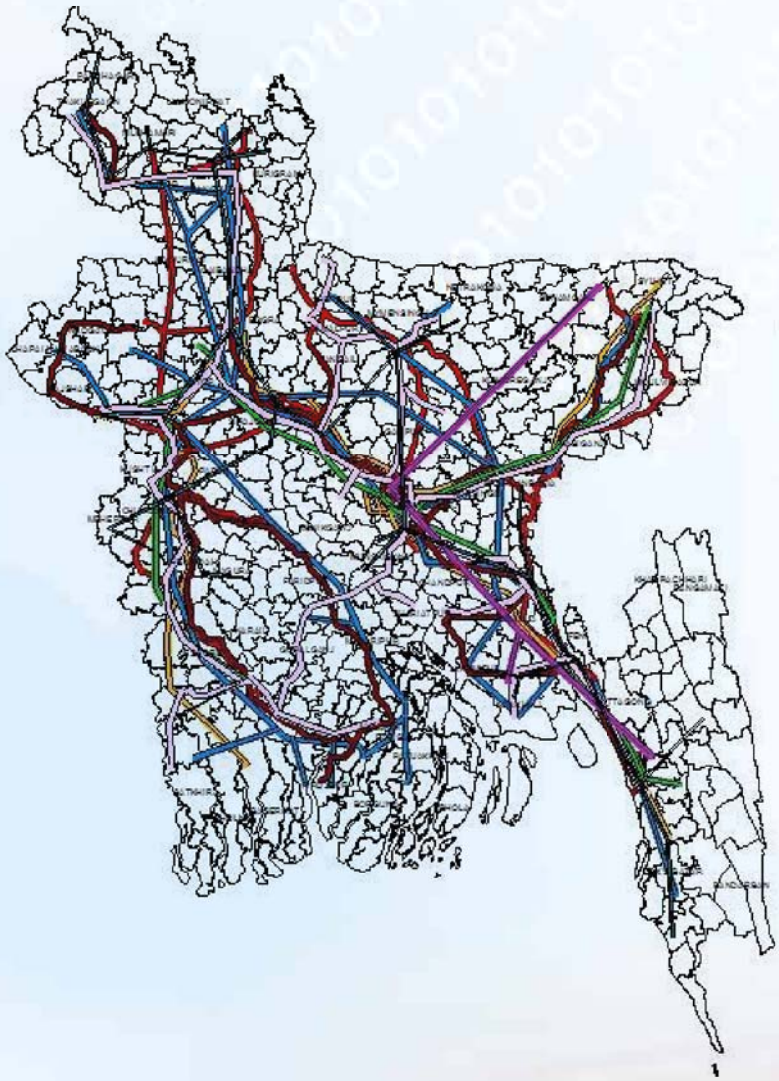

দেশব্যাপি মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজঃ

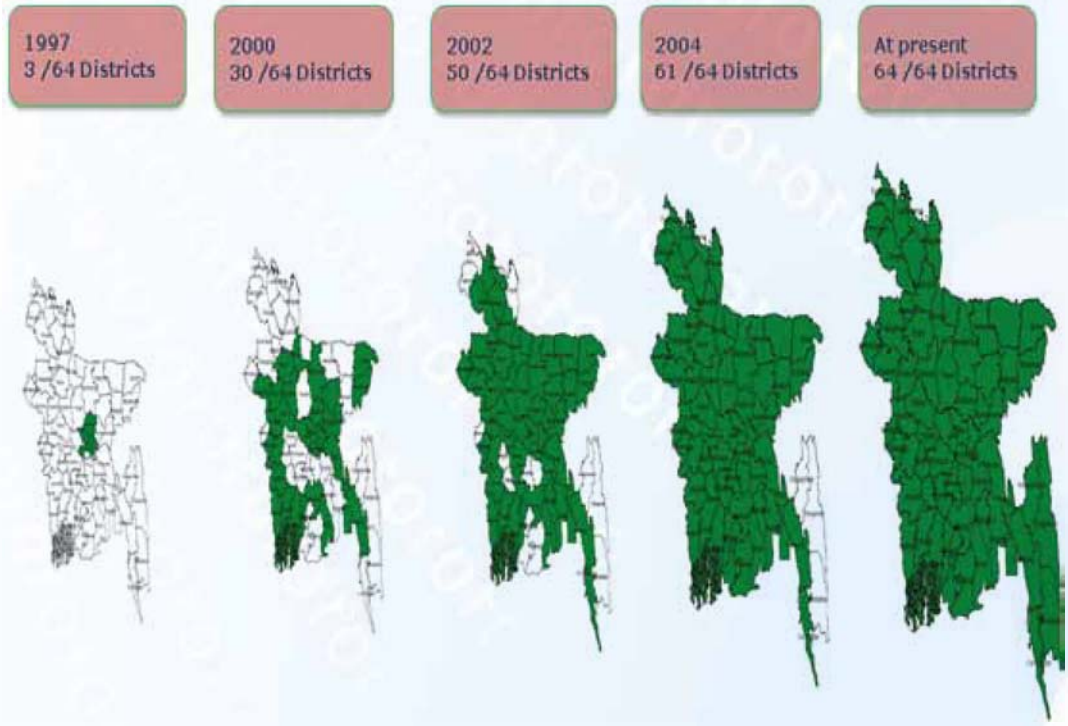

রাজস্ব ও বিনিয়োগ (মোবাইল অপারেটর): ২০১৪ - ২০১৫

ক্রমিক সংখ্যা	অপারেটর	রাজস্ব (টাকায়)	বিনিয়োগ (টাকায়)	মন্তব্য
১.	গ্রামীণফোন লিমিটেড	১০৩০০,৮৩,২৮,৪৯৬	১৮৮১,৪৩,৩৬,১৮৫	
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড	৪৩,৬৫১,৪৯০,০০০.০০	১৩,৮৪৭,৭৭০,০০০.০০	
৩.	রবি আজিয়াটা লিমিটেড	৫০৫৮,৬১,৯৯,১২৪	১৮২৫,৬৩,৮০,০৯১	
৪.	প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড	১৩৪,৭৯,১৬,১১০	০০	
৫.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড	১৩৯৭,৬৫,০৯,৭৩৭	৩৭৭,২৪,৭২,৫৪৯	
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৭৫৩,৬৯,০০,০০০	১৯৭,৪৮,০০,০০০	

মোবাইল ট্যারিফ ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মূল উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন এবং স্বল্পমূল্যে সার্বক্ষনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান। গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার সাথে সাথে কলচার্জ কমানোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা। বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনুমোদিত কলরেট সর্বনিম্ন ০.২৫ টাকা হতে সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা নির্ধারণ করা আছে। বিভিন্ন প্যাকেজের গড় কলরেট বর্তমানে ০.৮৩ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ২০০১ সালে গড় কলরেট ছিল ৯.৬০ টাকা যা বিগত বছরগুলিতে প্রায় ৮.৭৭ টাকা কমেছে। এই তথ্য যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক এবং আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড পালস চালু করায় মোবাইল গ্রাহকরা সাশ্রয়ী মূল্যে কথা বলতে পারছে। মোবাইল ট্যারিফ নির্ধারণে বিটিআরসি'র স্বার্থক নিয়ন্ত্রণের কারণে বাংলাদেশের জনসাধারন সর্বনিম্ন কলচার্জ প্রদান করছে।

থ্রিজি প্রযুক্তি ঃ

দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা এবং কম মূল্যে ভিডিও কল, মোবাইল টিভি, অডিও স্ট্রিমিং, ভিডিও হেল্‌থ সার্ভিস, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার থ্রিজি লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২-০২-১৩ তারিখে 3G Cellular Mobile Phone Services Regulatory and Licensing Guideline, ২০১৩ অনুমোদন করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। গত ০৮-০৯-২০১৩ তারিখে থ্রিজি অকশন অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন হতে ১২-০৯-২০১৩ তারিখে গ্রামীণফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ, এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এবং ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ এর অনুকূলে থ্রিজি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। অকশনের মাধ্যমে নির্ধারিত বরাদ্দকৃত ব্লক, বরাদ্দকৃত তরঙ্গ, তরঙ্গ ফি এর চিত্র নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বরাদ্দকৃত ব্লক সংখ্যা	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ	তরঙ্গ ফি (প্রতি মেগাহার্জ)	সর্বমোট তরঙ্গ ফি
১.	গ্রামীণফোন লিঃ	২	১৯৩৫-১৯৪৫/২১২৫-২১৩৫= ১০ মেগাহার্জ	২১ (একুশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার	২১০ (দুইশত দশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার
২.	রবি আজিয়াটা লিঃ	১	১৯৫০-১৯৫৫/২১৪০-২১৪৫= ৫ মেগাহার্জ	২১ (একুশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১০৫ (একশত পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার
৩.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ	১	১৯৪৫-১৯৫০/২১৩৫-২১৪০= ৫ মেগাহার্জ	২১ (একুশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১০৫ (একশত পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার
৪.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ	১	১৯৫৫-১৯৬০/২১৪৫-২১৫০= ৫ মেগাহার্জ	২১ (একুশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১০৫ (একশত পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার

থ্রিজি লাইসেন্স ইস্যুর ফলে টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি-এর ক্ষেত্রে প্রচুর স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সাথে সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। থ্রিজি সেবা চালুর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিপণন ও ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

পিএসটিএন অপারেটর ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনের পর ২০০৪-২০০৫ সালে ১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে পিএসটিএন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে কিছু লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং কয়েকটি অপারেটর তাদের লাইসেন্স সমর্পণ করেছেন। তাছাড়া অবৈধ কল টার্মিশনের কারণে ২০১০ সালে মোট ৫টি পিএসটিএন অপারেটর যথাঃ র‍্যাঙ্কস টেলিকম লিঃ, ন্যাশনাল টেলিকম লিঃ, পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিঃ, ঢাকা টেলিফোন কোম্পানী লিঃ এবং ওয়ার্ল্ড টেল বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ টি পিএসটিএন অপারেটর যথাঃ র‍্যাঙ্কস টেলিকম লিঃ, ন্যাশনাল টেলিকম লিঃ এবং ওয়ার্ল্ড টেল বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বাকি ২টি অপারেটর যথাঃ ঢাকা টেলিফোন কোম্পানী লিঃ এবং পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়াও একটি রুরাল পিএসটিএন অপারেটর তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ILDTS Policy, ২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন এ পর্যন্ত ২৭টি ক্যাটাগরির ১৮৩৭ টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বের বুকে আধুনিক বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। সরকার ইতোমধ্যেই ন্যাশনাল টেলিকম পলিসি, ১৯৯৮ সংশোধন করে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্রুতগতিসম্পন্ন অবাধ তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থা/অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে অচিরেই দেশের অভ্যন্তরীণ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল ও আধুনিক করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় তাল মিলিয়ে কমিশন দেশের টেলিকম সেবা দ্রুত বিকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

প্রযুক্তিগত উপায় সহজলভ্য, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠা টেলিযোগাযোগ ব্যবসা রোধকল্পে এবং টেলিযোগাযোগ খাতের বিকাশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, ২০০৭ অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাদি সযত্নে বিশ্লেষণ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৩ অনুসরণ করে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, ২০১০ অনুমোদন ও জারী করে।

নানাবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) প্রশিক্ষণঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) থেকে দ্বিতীয় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (বিটিআরসি) সম্পন্ন করে। দুই মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে সরকারী প্রায় সকল বিধিবিধান থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষনার্থীদের বিষদ ধারণা দেয়া হয়। কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা প্রশাসনিক নিয়মনীতির পাশাপাশি আর্থিক নিয়মনীতির ব্যবহার তাঁদের বর্তমান কাজে সুচারুভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। তাছাড়া কমিশনের ৩য় বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স অতি দ্রুত আরম্ভ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) " দ্বিতীয় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে" অংশগ্রহণকারী বিটিআরসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রস্তাবিত কল সেন্টার পল্লী:

বৈশ্বিক নগরায়নের ধারনাটি রাজনৈতিক অর্থনীতিতে একটি বুদ্ধিভিত্তিক অবকাঠামোর উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই ধারনাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর বহু বড় বড় তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে-সিলিকন ভ্যালী এবং বাঙ্গালোর-এর মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশে কল সেন্টার শিল্প গড়ে তোলার একটি বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এর স্বপক্ষে অন্যতম যুক্তি হচ্ছে ভৌগলিকভাবে এর অবস্থান এবং এই দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ যারা বিভিন্ন প্রকার মূল্য সংযোজনী সেবা আউটসোর্স করতে চায় সেইসব দেশের টাইম জোন থেকে বহু দূরে অবস্থিত। উপরন্তু বাংলাদেশের আছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার যুবশক্তি যাদেরকে অল্পবিস্তার প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজেই কলসেন্টারে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়।

এই সব কথা বিবেচনা করেই বিটিআরসি একটি কল সেন্টার পল্লী গড়ে তোলার ধারণা করছে যাতে করে কল সেন্টার কর্মীরা ভাবনাহীনভাবে কাজে মনোযোগ দিয়ে এই সম্ভাবনাময় শিল্পে তাদের জীবিকাকে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কল সেন্টার পল্লীর মুল ভাবনা হচ্ছে একটি লোক বসতিকে স্বয়ং সম্পূর্নভাবে কল সেন্টার শিল্পের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা। কল সেন্টার পল্লীতে বহুতল বিশিষ্ট বেশ কতগুলো অফিস ভবন থাকবে যাতে কর্মীদের জন্য ছোট ছোট বিনোদন কক্ষ থাকবে এবং কর্মজীবি পিতামাতাদের ছোট শিশুদের জন্য দিবা সেবাকেন্দ্র বা শিশু কাননের ব্যবস্থা থাকবে। একটি বিপনী বিতান থাকবে যেখানে বিভিন্ন প্রকার পণ্যের পাশাপাশি ফুড কোর্টে বিভিন্ন প্রকার খাবারের সমাহার থাকবে। ঐ পল্লীতে কর্মীদের থাকার জন্য আবাসিক ভবন থাকবে। সর্বোপরি একটি অফিস পাড়া এবং আবাসিক এলাকায় যা কিছু সুবিধা থাকার কথা তার সবই থাকবে।

শিফ্‌ট শেষে কর্মীদের আবাসনে যাতায়াতের জন্য এবং কল সেন্টার পল্লী থেকে শহরের সাথে যোগাযোগের জন্য আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা থাকবে।

- কল সেন্টার পল্লীর জন্য জমি বরাদ্দ নেয়া হবে সরকারের কাছ থেকে।
- বেশ কয়েকটি বহুতল অফিস ভবন নির্মান করা হবে।
- প্রকল্পের অবস্থানঃ প্রকল্পটি রাজধানী থেকে বহুদূরে বা খুব কাছে হবে না তবে এটি কোন শিল্প এলাকায় গড়ে তোলা হবে না বরং এটি একটি দৃষ্টিনন্দন উপ-শহরে গড়ে তোলা যেতে পারে যা তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের আয়ত্তের মধ্যে থাকবে।

প্রকল্প এলাকাতে একটি বিদ্যালয় থাকবে যা পরিচালিত হবে রাজধানীর নাম করা একটি বিদ্যালয়ের শাখা হিসাবে। একটি দশ শয্যার হাসপাতাল হবে যা কর্মীদের সাধারণ এবং জরুরী স্বাস্থ্য চিকিৎসা নিশ্চিত করবে। একটি শরীর চর্চা কেন্দ্রও বানানো যেতে পারে।

একটি চার বা পাঁচ তারকা হোটেলের সুবিধা সম্বলিত ক্লাব গড়ে তোলা হবে যাতে দেশী বিদেশী উদ্যোক্তারা অবস্থান করবেন বা কার্য উপলক্ষে সভা করতে পারবেন।

এই পল্লীটিকে জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামোর আওতায় আনা হবে এবং একটি ছোট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বানানো হবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য। বলাবাহুল্য, এখানে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবস্থা থাকবে এবং একাধিক সংযোগের মাধ্যমে এর নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা হবে। কলসেন্টার কর্মীরা যাতে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য এখানে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে।

কলসেন্টার

কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশে কলসেন্টার শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহনে শিল্পটি ক্রমশই বিকাশ লাভ করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কলসেন্টার কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে।

কলসেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য বিটিআরসি বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে কলসেন্টার শিল্পে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing (BACCO)-সহ United Kingdom-এর Birmingham এ অনুষ্ঠিত কলসেন্টার প্রদর্শনীতে ২০০৮, ২০০৯ এবং ২০১০ সালে বিটিআরসি অংশগ্রহণ করা সহ গত ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এ বিটিআরসি'র এবং BACCO এর সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত World BPO ITO Forum-২০১৪ তে কয়েকজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কলসেন্টারের বিকাশের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্যোগ তুলে ধরেন। এছাড়া নামমাত্র মূল্যে লাইসেন্স প্রদান এবং একই সংগে ৩ থেকে ৫ বছরের Revenue Sharing Holidays সুবিধা প্রদান করাসহ কলসেন্টার সমূহের Bandwidth (IP/IPLC) ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৬০% মূল্য ছাড় দেয়া কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে বিটিআরসি'র প্রণোদনার স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য সাবমেরিন ক্যাবল এর পাশাপাশি আইটিসি প্রতিষ্ঠান সমূহ কার্যক্রম শুরু করায় Bandwidth ব্যবহারের ক্ষেত্রে Redundant Path এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কলসেন্টার শিল্পের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

Description	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
Existing Call Centre Licensee (CC/HCC/HCCSP/ICC)	২২৯	২৭০
International Call Centres	৫৪	৬২
Domestic Call Centres	২০	২৩
Employment	২৪০০০+	২৪০০০+

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলঃ

বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল এ যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে (SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়াম) ২০১১ সালের ২৮ ডিসেম্বর একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। বর্তমানে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের মধ্যে তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

উল্লেখ্য যে, সাবমেরিন ক্যাবল সার্ভিসেস লাইসেন্স ইস্যুর লক্ষ্যে কমিশন হতে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় উক্ত লাইসেন্স ইস্যু করা সম্ভব হয়নি। সরকারের অনুমতি পেলে পুনরায় উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে সরকারী মালিকানাধীন সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান বিটিআরসি'র অনুমতি নিয়ে দেশে সাবমেরিন ক্যাবল সেবা প্রদান করছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালাঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (আইন) এর ধারা ২১ (ক) এ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল শিরোনামে কমিশনের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স ও লাইসেন্স নবায়ন সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনে "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল"- এ সকল মোবাইল ফোন অপারেটরদের মোট অর্জিত আয়/রেভিনিউ এর ১% (Subscription) চাঁদা কমিশনে জমা দেয়ার শর্ত অনুমোদন করে। বিগত ১১-০৯-২০১১ তারিখে ২এ সেলুলার মোবাইল ফোন

অপারেটর সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনটি জারী করার সাথে সাথেই সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে গাইডলাইন জারীর পর তার শর্তানুযায়ী কমিশন "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করে ও নির্দিষ্ট একটি তফসিলি ব্যাংকে একাউন্ট চালু করেছে। এই তহবিলের উপযুক্ত ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১২" এর খসড়া প্রণয়ন করে গত ০৩-০৬-২০১২ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং তার প্রেক্ষিতে গত ০৯-১২-২০১৪ তারিখে উক্ত বিধিমালটি জারী করা হয়েছে, যা গত ১৪-১২-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ণিত বিধিমালায় তহবিলের অর্থ ব্যাংকে জমা রাখা ও হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি, বকেয়া আদায় পদ্ধতি, তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি, চাঁদার হার, চাঁদা পরিশোধ পদ্ধতি ও সময়, তহবিলের ব্যবহার, তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী, প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থ ছাড়করণ পদ্ধতি, তহবিলের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের মানদন্ড বাছাই পদ্ধতি, তহবিল প্রশাসন ও সদ্ব্যবহারে কমিশনের করণীয় ইত্যাদি বিধান বর্ণিত রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সচিব, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল, এসোসিয়েশন অব মোবাইল অপারেটরস অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি, এসোসিয়েশন পিএসটিএন অপারেটরস অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি, আইএসপি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি এবং মহা-পরিচালক (সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, সদস্যদের সমন্বয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তহবিল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার, ফোরাম সভার তালিকাঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিটিআরসিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার, ফোরাম ও সভাসহ মোট ১৮ টি কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেছেন ।

SL	Title of the programme	Organizer	Type	Country
1.	ITU-ACMA Asia Pacific Regulator's Roundtable & International Training	ITU	Training	Australia
2.	Training Course on Radio Spectrum Management and Monitoring for Wireless Broadband Infrastructure	APT	Training	Japan
3.	ITU-IDA Executive Training Program	ITU-IDA	Training	Singapore
4.	Training Course on Cloud Computing	APT	Training	India
5.	Training course on Big Data in Telecom and Cloud Services	APT	Training	Thailand
6.	ITU Asia Pacific Centre of Excellence training on " Strategic Costing and Business Planning for Quad Play"	ITU	Training	Thailand
7.	Training Course on Strengthening Disaster Preparedness in Asia-Pacific	APT	Training	Japan
8.	Data Communication & IP Technologies	ITEC	Training	India
9.	Certificate Course in Wireless Network Administration	ITEC	Training	India
10.	Training Course on Practical Technologies and their Implementations	APT	Training	Japan
11.	APT Training Course on Spectrum Management	APT	Training	India
12.	ITU Plenipotentiary Conference (PP-14)	ITU	Conference	Korea
13.	Mobile Telecommunications Technologies and Services	APT	Training	Japan
14.	Training Course on Next Generation Mobile Communication Systems	APT	Training	Japan
15.	Training Course on Latest Technological Trend for Broadband Network	APT	Training	Japan
16.	Training Course on Practical Applications of Spectrum Management & Spectrum Monitoring	TCI	Training	USA
17.	Technical Training for Bangabondhu Satellite Proposal Evaluation	SPI	Training	USA
18.	Training Course on Strengthening Disaster Preparedness in Asia-Pacific Region Utilizing ICT	APT	Training	Japan

কমিশনে অনুষ্ঠিত সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/প্রেজেন্টেশন এর তালিকাঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কমিশনে ৯৩ টি সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ

SL NO.	Workshop/seminar/Meeting/Presentation	Date
01	Meeting with ICX Forum representatives	02/07/14
02	Meeting with Mr. Supan Roy, Journalist, Jamuna Television	02/07/14
03	Meeting with Dr. Reaz Shaheed, Managing Director, Always onNetwork	03/07/14
04	Meeting with Chairman Ranks telecom	03/07/14
05	Award ceremony of WTISD-2014 Road & Rally show prize winner	09/07/14
06	Meeting with Wireless Internet Broadband Association (WIBA) representatives	10/07/14
07	Meeting with all IGW Operators	11/07/14
08	Meeting with Mr. Matiul islam Nawshed, CCPO, Robi	17/07/14
09	Interview with Ekattor Television	17/07/14
10	Meeting with Chairman Banglalion	04/08/14
11	Meeting with all CEO (AMTOB) representatives	04/08/14
12	170th Commission meeting	05/08/14
13	Meeting with CEO pragati Systems	07/08/15
14	Meeting with Mr. Ashish Katuria, Chief Sales Officer, Tele DNA Communication	07/08/14
15	Meeting with Mr. A.R Khan, Chairman, Energy Regulatory Commission	12/08/14
16	Meeting with Mr. Dewan Saidur Alam, Chairman, Consumer Rights Council	20/08/14
17	Personal hearing of departmental litigation	21/08/14
18	Meeting With Mr Morshed Noman, Senior reporter, Prothom Alo	22/08/14
19	171th Commission meeting	23/08/14
20	Meeting with Mr. Zia Uddin Bablu, MP and Mr. Noor Ali, Chairman Bangla Tel.	23/08/14
21	Interview with Dr. Mahbubur Rahman, former secretary about online training.	27/08/14
22	Preparatory meeting on CTO annual Forum	02/09/14
23	Meeting with all IGW Operators	04/09/14
24	Discussion on annual report 2013-14	25/09/14
25	Meeting with Mr, Rauf Chowdhury, Chairman, Ranks Telecom	10/11/14
26	Presentation on Spectrum Master Plan by ITU Consultant	13/11/14
27	Meeting with former national cricketer Mr. Akram Khan	16/11/14

28	174th Commission meeting	17/11/14
29	Meeting with CEO & CTO of Bestec Ltd.	18/11/14
30	Meeting with Nazneen Munni, 71 television	24/11/14
31	Meeting on formulation of guideline for allocation of 1800mhz & 2100mhz spectrum	27/11/14
32	Meeting with all CEO and representatives of AMTOB for spectrum release.	30/11/14
33	Meeting with Grameen phone's new and old CEO's.	02/12/14
34	Farewell party of Brig. Gen. Mr. Golam Mawla Bhuiyan, Director General (SS)	03/12/14
35	175th commission meeting	04/12/14
36	Presentation on Robi Axiata Ltd and edotco Bangladesh	07/12/14
37	Meeting with Chairman & CEO of Ok Mobile	07/12/14
38	Meeting with CEO Citycell	10/12/14
39	176th Commission meeting	23/12/14
40	Presentation on Amateur Radio Instruction and brief on PP-14	29/12/14
41	Meeting with Mr. Salman F.Rahman	30/12/14
42	Meeting with kazi Akhtaruzzaman, Director General, Bangladesh Betar.	11/01/15
43	Meeting with CEO of all mobile operators	13/01/15
44	Meeting with Vice chairman and CEO of SUMMIT Communication	14/01/14
45	Presentation on "Driectives on Service, Tarif Promonotional Acivity and Market Communication".	14/01/15
46	Press conference on contract signinig with Intersputnik International space communication for orbital slot allocation.	15/01/15
47	Meeting with all ICX Operators	18/01/15
48	177th Commission meeting	19/01/15
49	DPC meeting	29/01/15
50	Talk-show with Independent Television	31/01/15
51	Meeting with DGFI.	03/02/15
52	179th Commission meeting	08/02/15
53	Presentation on GPF, CPF & Service Regulation.	15/02/15
54	Meeting with MD, fibre@home and chairman Digicon	17/02/15
55	Meeting with recruiting committee of BTRC	18/02/15
56	Meeting on tender document of Bangabandhu Satellite project	18/02/15
57	Attending on Closing Ceremony of 2nd Special Foundation Training Course in BPATC	19/02/15
58	Meeting with Mr. Gias uddin Ahmed, editor, Swadesh Khobor	22/02/15
59	180th Commission meeting	12/03/15

60	RFP Presentation	19/03/15
61	181th Commission meeting	19/03/15
62	BTRC, Road Map Presentation	22/03/15
63	Finalization of project proposal made by public work department for construction of BTRC own building.	22/03/15
64	Meeting with ANS, ITC, & BSCCL Operators	24/07/15
65	Interview with ATN News	30/03/15
66	Meeting with Mr. Shahed, Independent Television	31/03/15
67	Meeting on Domestic Network Coordination	06/04/15
68	Attending on "Smart Farmer: Smart Future" Award giving Ceremony	07/04/15
69	Meeting honorable minister, Ministry of Finance, people's republic of Bangladesh	09/04/15
70	Meeting on celebration of ITU 150 years and World Telecommunication & Information Society Day (WTISD)- 2015	12/04/15
71	Meeting with CEO Citycell	13/04/15
72	Meeting with All Mobile Operators CEO	13/04/15
73	Meeting with IPTSP Operators on Rollout Taget	15/04/15
74	Special commission meeting	15/04/15
75	182th Commission meeting	26/04/15
76	Attending on tender pre-bid-meeting of Bangabandhu satellite	27/04/15
77	Attending on the discussion meeting with Mr.Sajeeb Ahmed Wazed , ICT adviser of Honorable prime minister, people's republic of Bangladesh	03/05/15
78	Meeting with Chairman of Focus Consortium Ltd.	06/05/15
79	Attending on Digital Investment Summit	07/05/15
80	Attending on Launch Ceremony of "Internet.org"	10/05/15
81	183th Commission meeting	12/05/15
82	Meeting managing committee formed for celebration of World Telecommunication & Information Society Day (WTISD)-2015	13/05/15
83	BTV & Channel I recording on the occasion of WTISD-2015	14/05/15
84	Press Conference & Independent TV recording on the occasion of WTISD-2015	17/05/15
85	Celebration of WTISD-2015	18/05/15
86	WTISD-2015 Road & Rally show	19/05/15
87	Meeting on finalization of BTRC Organization Tree	28/05/15
88	Coordination meeting on NID Accession for mobile Sim/Rim registration	01/06/15
89	184th Commission meeting	02/06/15
90	Presentation on CMS.	22/06/15
91	18th meeting of Domestic Network Coordination	28/06/15
92	185th Commission meeting	29/06/15
93	Meeting with Mr. Syed Sadat Almas Kabir, CEO, Metronet	30/06/15

দেশী/বিদেশী প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন এবং দ্বিপাক্ষিক সভা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশী বিদেশী ব্যাক্তিবর্গ বিটিআরসি কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন। আগমনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

SL No.	Visitor	Date
01	Chief Executive Officer, Grameen Phone	01/07/14
02	Chief Executive Officer, Airtel	08/07/14
03	Ambassador of South Africa	04/08/14
04	Chief Executive Officer , Banglalink Digital Communication	19/04/14
05	Mr .Supun Weerasinghe, CEO Robi Axiata Ltd.	20/08/14
06	International Telecommunication Union (ITU) Consultant	26/08/14
07	IRENE N.G. Head of Asia GSMA	26/08/14
08	Mr. Baker Zhow, CEO HUAWEI	02/09/14
09	Phoning with chief of Brazil Telecommunication Regulatory Authority-	02/09/14
10	Mr. Ziad Shatara CEO, Banglalink	25/09/15
11	Mr. Darryll Sinnappa, Country Manager and Managing Director of e.co Bangladesh Ltd.	10/11/14
12	Meeting with the visiting Norwesian Business team.	12/11/14
13	Representatives of THALES, Space Communication Company, France.	20/11/14
14	CEO, Citycell & Airtel	10/12/14
15	Newzealand High Commissioner in Dhaka	06/01/15
16	Mr. Tony Jesudasan, Group President of Reliance	08/01/15
17	Contract signing ceremony with Intersputnik International of Space Communication for Bangabandhu Satellite	15/01/15
18	Meeting with Mr. Frederic Maduarud, Minister Counsellor of European Union Delegation.	18/01/15
19	Interview with “United World – News Agency The USA Today	20/01/15
20	France ambassador in Dhaka	19/02/15
21	Chief Executive Officer, Grameen Phone	12/03/15
22	Mr. Chris Zull, Sr Director of GSMA	16/03/15
23	Mr. Ananda Bose, CCAO & Mr.Ravinder Singh , Sr Director International Carrier Sales and Trading	17/03/15
24	Mr. Gourvindar Chouhan, Director, Business Development MDA, Canada	23/03/15

25	Mr. Suresh Sidhu, Group (CEO) of edotco & Darryll Sinnappa, MD, edotco.	30/03/15
26	CEO, Banglalink digital communication and Robi axiata ltd.	05/4/15
27	Ms. Rema Devi Nair Senior official of edotco Group	12/04/15
28	High Commissioner of Canada in Dhaka	11/05/15
29	CEO, HUAWEI	13/05/15
30	Supun Weerasinghe, CEO and Matiul islam Nawshed, CCO.	14/05/15
31	EU Ambassador	17/05/15
32	The World Bank Disaster Risk Management Task	28/05/15
33	Ms. Yulia Aksyutina, Managing Director, BIEL. & Viettel	19/06/15
34	Norway Ambassador HE Ms. Merete Lundemo	23/06/15
35	L Praveen Kumar, Director Regulatory Affairs (India Subcontinent Medtronic PLC)	25/06/15

উপসংহার

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ফলে দেশে বর্তমানে টেলিডেনসিটি ৮২.০০%, ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩০.৬২%, মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ উন্নীত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,০১৬ টি, দৈনিক আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী গড় কল ১০ কোটি ৮ লক্ষ মিনিট, ভয়েস কল চার্জ (গড় মিনিট/টাকায়) ০.৮৩ টাকা, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ২ হাজার ৭০০ টাকা (প্রতি এমবিপিএস) এবং বিটিএস (BTS) সংখ্যা বেড়ে ৫৫,৫৭০ টিতে উপনীত হয়েছে।

ইন্টারনেটকে সারাদেশে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইন্টারনেটের প্যাকেজ মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিটিআরসি'র চেষ্টা অব্যাহত আছে। এছাড়া থ্রিজি প্রযুক্তি চালুর ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে গ্রাহক এম-কর্মাস, এম-ব্যাংকিং, এম-এডুকেশন, এম-কৃষি, এম-হেলথ, এম-গর্ভনেন্স এবং টেলিকনফারেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবা সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে; যা জনগণের কল্যাণের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। যথাসময়ে অত্যাধুনিক ফোরজি প্রযুক্তি চালু করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন এ পর্যন্ত ২৯টি ক্যাটাগরির ২০১৬ টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বের বুকে আধুনিক বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসি মহাকাশে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ প্রেক্ষিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কার্যক্রম শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের আওতায় মার্কিন একটি প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং নভেম্বর ২০১৪ তে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের সরকারি আদেশ জারি হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সরকারের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্য অর্জনে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায়, বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের পূর্বেই দেশ একটি পরিপূর্ণ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৮৮০-২-৯৬১ ১১১১, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৫ ৬৬৭৭

ওয়েব : www.btrc.gov.bd